গিল মিনিস্ট্রিস

আরোগ্যতার জন্য ঈশ্বরের বিধান

ঈশ্বরের আরোগ্যতার ক্ষমতাকে গ্রহন এবং পরিচর্যা

Dr. A.L. & Joyce Gill

গিল মিনিস্ট্রিস

আরোগ্যতার জন্য ঈশ্বরের বিধান

ঈশ্বরের আরোগ্যতার ক্ষমতাকে গ্রহন এবং পরিচর্যা

ডঃ এ.এল এবং জয়েস গিল

ISBN 0-941975-37-1
© Copyright 1987, Revised 1995
Revised 2017

যদিও এই পুস্তকটি কপিরাইট রয়েছে
কিন্তু গিলেরা এগুলিকে বিনামূল্যে
ডাউনলোড করার অনুমতি দিয়েছেন

Web: gillministries.com

লেখক সম্বন্ধীয়

এ.এল এবং জয়েস গিল আন্তর্জাতিকভাবে পরিচিত স্পিকার, লেখক এবং বাইবেল শিক্ষক। তাঁর প্রেরিত সেবাকাজের ভ্রমণ তাকে বিশ্বের আশি দেশেরও বেশি দেশে নিয়ে গিয়েছে, এবং তারা রেডিও এবং টেলিভিশনের মাধ্যমে এক লক্ষাধিক ব্যক্তিকে এবং বহু মিলিয়ন লোকের মধ্যে প্রচার করেছেন। তার শীর্ষ বিক্রিত বই এবং ম্যানুয়ালগুলোর পনেরো মিলিয়নেরও বেশী অনুলিপি বিক্রি হয়েছে। তাদের লেখাগুলি, যা বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ হয়েছে, বাইবেল স্কুল এবং সেমিনারগুলির মাধ্যমে সারা বিশ্বে ব্যবহৃত হচ্ছে। ঈশ্বরের বাক্যের শক্তিশালী জীবন পরিবর্তনের সত্যগুলি তাদের গতিশীল প্রচার, শিক্ষা, লেখার এবং ভিডিও এবং অডিও টেপ মন্ত্রকের মাধ্যমে অন্যের জীবনে বিস্ফোরিত হয়েছে। ঈশ্বরের উপস্থিতির অপূর্ব গৌরব তাদের প্রশংসা ও উপাসনার দ্বারা সেমিনারে অনুভুত হয় এবং তার দ্বারা বিশ্বাসীরা আবিষ্কার করে যে কীভাবে ঈশ্বরের সত্য এবং অন্তরঙ্গ উপাসক হওয়া যায়। বিশ্বাসীরা তাদের শিক্ষার মাধ্যমে অনেকে বিজয় এবং সাহসের এক নতুন এবং উত্তেজনাপূর্ণ মাত্রা তাদের জীবনে আবিষ্কার করেছেন। গিলস প্রশিক্ষনের দ্বারা প্রবাহিত ঈশ্বরের নিরাময় শক্তি দিয়ে ঈশ্বর-প্রদত্ত অতিপ্রাকৃত মন্ত্রীদের মধ্যে পদক্ষেপ নিতে অনেক বিশ্বাসীকে উৎসাহিত করেছেন। পবিত্র আত্মার সমস্ত নয়টি উপহার তাদের প্রতিদিনের জীবন ও সেবাকাজে পরিচালিত করার জন্য সাহায্য করেছে তাতে অনেকে অতিপ্রাকৃতভাবে প্রাকৃতিক হতে শিখেছেন। এ.এল. ও জয়েস উভয়েরই মাস্টার্স অফ থিওলজিকাল স্টাডিজ ডিগ্রি রয়েছে। এ.এল. ভিশন ক্রিশ্চিয়ান ইউনিভার্সিটি থেকে থিওলজি ডিগ্রিতে ডক্টর অফ ফিলোসফি অর্জন করেছেন। ঈশ্বরের বাক্যের উপর ভিত্তি করে তাদের সেবাকাজ, যীশুর উপর নির্ভর করে, বিশ্বাসে দৃঢ় এবং পবিত্র আত্মার শক্তিতে শেখানো হয়ে থাকে।তাদের সেবাকাজ পিতার হৃদয়ের ভালবাসার একটি প্রদর্শন। তাদের প্রচার ও শিক্ষার দ্বারা শক্তিশালী অভিষেক, চিহ্ন, আশ্চর্য এবং নিরাময়কারী অলৌকিক চিহ্ন কাজ হচ্ছে এবং তার দ্বারা ঈশ্বরের শক্তি ঢেউয়ের আকারে নিহিত হচ্ছে। ঈশ্বরের গৌরব এবং শক্তির অপূর্ব প্রকাশগুলি তাদের সভাগুলিতে উপস্থিত হওয়া সকলেই অনুভব করছে।

ডাঃ এ.এল. ও জয়েস গিল বিশ্বাসীদের যীশুর কাজ করতে সজ্জিত করার জন্য ব্যবহারিক সরঞ্জাম তৈরিতে সর্বদা নিবেদিত রয়েছেন ।

তাদের আকাঙ্ক্ষা হল খ্রীস্ট বিশ্বাসীর পরিপক্কতার সকল স্তরে প্রতিটি বিশ্বাসীর জন্য বিজয়ী, অতিপ্রাকৃত জীবনযাপনকে উৎসাহিত করা।

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায়	*অসুস্থতা এবং রোগের প্রতি ঈশ্বরের দৃষ্টিভঙ্গি*	*7*
দ্বিতীয় অধ্যায়	*সুস্থতা হল আমাদের উদ্ধার*	*21*
তৃতীয় অধ্যায়	*যীশু - আমাদের উদাহরণ*	*34*
চতুর্থ অধ্যায়	*পবিত্র আত্মা এবং তার ক্ষমতা*	*47*
পঞ্চম অধ্যায়	*হস্তার্পণের দ্বারা আরোগ্যতা*	*61*
ষষ্ঠ অধ্যায়	*বাক্য বলার দ্বারা*	*73*
সপ্তম অধ্যায়	*প্রার্থনা এবং কাজের দ্বারা*	*86*
অষ্টম অধ্যায়	*অন্তর হতে আরোগ্যতা*	*99*
নবম অধ্যায়	*পবিত্র আত্মা এবং তার উপহার*	*114*
দশম অধ্যায়	*আপনার আরোগ্যতাকে গ্রহন এবং ধরে রাখা*	*127*

শিক্ষক এবং ছাত্রদের প্রতি কিছু কথা

আরোগ্যতার উপর এই শক্তিশালী শিক্ষা একটি দৃঢ় বাক্যের ভিত্তি স্থাপন করে যা বিশ্বাসকে বৃদ্ধি করতে সাহায্য করে।

শিক্ষার্থীরা তাদের ব্যক্তিগত আরোগ্যতাকে গ্রহণ করবে, স্বাস্থ্য বজায় রাখবে এবং সাহসের সাথে অন্যদের আরোগ্য জন্য সেবাকাজ করবে। অনেকে আরোগ্যতা লাভ হবে কারণ এই প্রত্যাদেশ তাদের আত্মায় জীবন্ত হয়ে উঠেছে।

মার্ক পুস্তক অনুসারে, এই পৃথিবী ছাড়ার আগে যীশুর শেষ নির্দেশ ছিল,

"তারা অসুস্থদের উপর হাত রাখবে এবং তারা সুস্থ হয়ে উঠবে।" এই বইটি ব্যবহারিকভাবে

কিভাবে অসুস্থদের আরোগ্যতার সেবাকাজ করতে সেই বিষয়ে এই পুস্তকটি ব্যবহারিক নির্দেশাবলী দিয়ে থাকে।

আমরা এই কোর্সটি পড়ানোর আগে পরামর্শ দিচ্ছি, আপনি এই বিষয়ে ভিডিও বা অডিও টেপগুলীকে দেখুন বা শুনুন

আরোগ্যের বিষয়ে ঈশ্বরের বাক্যের সত্যের সাথে আপনি যত বেশি নিজেকে তৃপ্ত করবেন,

ততই এই সত্যগুলি আপনার মন থেকে আপনার আত্মায় প্রবাহিত হবে। এই ম্যানুয়াল তারপর প্রদান করবে । অন্যদের কাছে এই সত্যগুলি প্রদান করার জন্য এই পুস্তকটি হল তার রূপরেখা।ব্যক্তিগত জীবনের দৃষ্টান্তগুলি কার্যকর শিক্ষার জন্য খুব ভাল। লেখকরা এগুলো বাদ দিয়েছেন।যাতে শিক্ষক তার নিজের সমৃদ্ধ অভিজ্ঞতা থেকে, অথবা তার জীবনের উদাহরণ প্রদান করতে পারেন । অথবা অন্যদের বিষয়ে যাদের সাথে ছাত্ররা সম্পর্ক স্থাপন করতে পারবে।

এটি সর্বদা মনে রাখা উচিত যে পবিত্র আত্মা যিনি আমাদের সমস্ত কিছু শেখাতে এসেছেন এবং তা যখন আমরা অধ্যয়ন করছি, বা যখন আমরা শিক্ষকতা করছি, তখন আমাদের সর্বদা পবিত্র আত্মার দ্বারা ক্ষমতায়িত এবং পরিচালিত হতে হবে।

এই অধ্যয়ন ব্যক্তিগত বা গোষ্ঠী অধ্যয়ন, বাইবেল স্কুল, সানডে স্কুল এবং গৃহ মণ্ডলীর জন্য খুব ভাল।

এই কোর্সটি করার সময় প্রত্যেক শিক্ষক এবং ছাত্রদের এই বইটি অবশ্যই কাছে রাখা উচিত। সেরা বইগুলি লেখা হয়, রেখাঙ্কিত করা হয়, ধ্যান করা হয় এবং আয়ত্ত হয়।

আপনার নোট এবং মন্তব্যের জন্য জায়গা রেখেছি। বিন্যাসটি পর্যালোচনার জন্য একটি দ্রুত রেফারেন্স সিস্টেমের সাথে এটিকে বিন্যাসিত করা হয়েছে ।

যা আপনাকে এই বিষয়গুলি সনাক্ত করতে সহায়তা করবে। একবার তারা এই বিষয়টি অপরকে শিক্ষা দেবার জন্য সম্পূর্ণ অধ্যায়ন করবে তখন এই বিশেষ বিন্যাস প্রতিটি ব্যক্তির জন্য একবার সম্ভব করে তোলে।

পৌল তিমথিকে লিখলেন,

আর অনেক সাক্ষীর মুখে যে সকল বাক্য আমার কাছে শুনিয়াছ, সেই সকল এমন বিশ্বস্ত লোকদিগকে সমর্পণ কর, যাহারা অন্য অন্য লোককেও শিক্ষা দিতে সক্ষম হইবে"। ২ তীমথিয় ২:২খ

এই শিক্ষাটি MINDS (মন্ত্রণালয় বিকাশ ব্যবস্থা) ফর্ম্যাটে একটি ব্যবহারিক অংশগ্রহণের বাইবেল কোর্স হিসাবে তৈরি করা হয়েছে, যা প্রোগ্রামড লার্নিংয়ের জন্য একটি বিশেষভাবে বিকাশযুক্ত।

এই ধারণাটি জীবন, মন্ত্রণালয় এবং শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যতের শিক্ষার ক্ষেত্রে গুণনের জন্য তৈরি করা হয়েছে। প্রাক্তন শিক্ষার্থীরা, এই ম্যানুয়ালটি ব্যবহার করে, অন্যদের কাছে এই কোর্সটি সহজেই শেখাতে পারে।

প্রথম অধ্যায়

অসুস্থতা এবং রোগের প্রতি ঈশ্বরের দৃষ্টিভঙ্গি

ভূমিকা

® ঈশ্বরের দৃষ্টিভঙ্গি

কখনও কখনও কোনও বিষয় অধ্যয়ন করার সময়, সেটিকে ঈশ্বরের দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে দেখা ভাল । ঈশ্বর অসুস্থতা এবং রোগ সম্পর্কে কেমন অনুভব করেন?

এই গবেষণায়, আমরা দেখব কিভাবে আরোগ্যতা এবং স্বাস্থ্য বাইবেল জুড়ে ঈশ্বরের পরিকল্পনায় ছিল এবং ক্রমাগত আমাদের জীবন ও পরিচর্যার জন্য ঈশ্বরের পরিকল্পনার একটি অংশরুপে রয়েছে ।

আরোগ্যতা ঈশ্বরের অন্যতম এক প্রতিশ্রুতি। যখন কোন প্রতিশ্রুতিকে আমরা বিশ্বাস করব এবং সেইমত কাজ করব তখন ঈশ্বরের শক্তি আমাদের জীবনে প্রবাহিত হয়। আমরা যেন ঈশ্বরের প্রতিশ্রুতিগুলীকে অন্বেষণ করি, বিশ্বাস করি এবং সেইমত কাজ করি।

হিতোপদেশ ৪:২০, ২২ " হে আমার সন্তান, আমি যা বলি তাতে মনোযোগ দাও, আমার কথায় কর্ণপাত কর । কারন যারা সেগুলি খুঁজে পায় তাদের পক্ষে সেগুলি জীবন ও তাদের সারা শরীরের স্বাস্থ্যস্বরূপ"।

® অসুস্থতার উৎস

যদি আমরা বিশ্বাস করি যে অসুস্থতা ঈশ্বরের কাছ থেকে আসে, তাহলে আমরা আমাদের সুস্থতার জন্য তাকে বিশ্বাস করতে পারব না । এই কারণে, আমাদের অসুস্থতার উৎসকে জানা দরকার।

আরোগ্যতার গুরুত্ব

ঈশ্বরের কাছে গুরুত্বপূর্ণ

ঈশ্বরকে সম্পূর্ণরুপে জানতে হলে, আমাদের অবশ্যই তাকে আরোগ্যকারীরুপে জানতে হবে।

যাত্রাপুস্তক ১৫:২৬খ " কারন আমি সেই সদাপ্রভু, যিনি তোমাদের সুস্থ করে"।

যদি আমরা প্রভুকে আমাদের আরোগ্যকারী হিসাবে না জানি, তাহলে তার সাথে আমাদের সম্পর্কের এক বৃহৎ মাত্রা থেকে আমরা বঞ্চিত থাকি। আরোগ্যতা ঈশ্বর - পিতা, পুত্র এবং পবিত্র আত্মার কাছে গুরুত্বপূর্ণ।

® পিতা

পবিত্র আত্মায় অনুপ্রানিত হয়ে যোহন লিখলেন এবং বললেন যে আরোগ্যতা হচ্ছে ঈশ্বরের ইছা।

৩ যোহন ২ " প্রিয় বন্ধু, তোমার আত্মা যেমন কুশলে আছে, তেমনই তোমার শারীরিক ও সর্বাঙ্গীণ কুশল কামনা করি"।

এটা আমাদের বোঝা জরুরী যে আরোগ্যতা হল ঈশ্বরের ইচ্ছা।

যীশু বলেছিলেন,

যোহন ৬:৩৮ " কারন আমার ইচ্ছা পূরণের জন্য আমি স্বর্গ থেকে আসিনি, আমি এসেছি যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন, তার ইচ্ছা পূরণের জন্য"।

® পুত্র

আমরা যখন সুসমাচারের মাধ্যমে যীশুকে অনুসরণ করি, তখন আমরা দেখি যে তিনি বিভিন্ন পরিস্থিতিতে আরোগ্যতার পরিচর্যা করেছিলেন। অসুস্থদের জন্য তার সহানুভূতি ক্রমাগত স্পষ্ট ছিল। আরোগ্যতা ছিল তাঁর পরিচর্যার একটি প্রধান অংশ।

মার্ক ১:৪০, ৪১ " একবার কুষ্ঠরোগাক্রান্ত এক ব্যক্তি যীশুর কাছে এসে নতজানু হয়ে মিনতি করল, " প্রভু, আপনি ইচ্ছা করলেই আমাকে শুচিবদ্ধ করতে পারেন"।

করুনায় পূর্ণ হয়ে যীশু তার হাত বারিয়ে লোকটিকে স্পর্শ করলেন। বললেন, " আমারও ইচ্ছা তাই, তুমি শুচিবদ্ধ হও"।

আরোগ্যতা যীশুর কাছে গুরুত্বপূর্ণ ছিল কারন তিনি পিতার ইচ্ছাপূর্ণ করতে পৃথিবীতে এসেছিলেন।

ইব্রীয় ১০:৭ " তখন আমি বললাম, 'এই আমি, শাস্ত্রে আমার বিষয়ে লেখা আছে- হে আমার ঈশ্বর, আমি তোমার ইচ্ছা পালন করতেই এসেছি"।

যীশু লোকেদের আরোগ্য করার দ্বারা পিতার ইচ্ছাকে পালন করছিলেন।

মথি ৯:৩৫ " যীশু বিভিন্ন নগর ও গ্রাম পরিক্রমা করতে লাগলেন। তিনি তাদের সমাজভবনগুলীতে শিক্ষা দিতে ও স্বর্গরাজ্যের সুসমাচার প্রচার করতে লাগলেন। তিনি সব ধরনের রোগ ও ব্যাধি দূর করলেন"।

আরোগ্যতা পবিত্র আত্মার কাছেও গুরুত্বপূর্ণ এবং এটি তার অভিষেকের উদ্দেশ্যের একটি অংশ। লুক পুস্তকে আমরা দেখতে পাই, কিভাবে পবিত্র আত্মা যীশুকে ভগ্নহৃদয়ের আরোগ্য করার জন্য অভিষিক্ত করেছিলেন।

লুক ৪:১৮ " প্রভুর আত্মা আমার উপর অধিষ্ঠিত, কারন দীনহীনদের কাছে সুসামাচার প্রচারের জন্য তিনি আমাকে অভিষিক্ত করেছেন। দরিদ্রদের কাছে সুসমাচার প্রচার করার জন্য, তিনি আমাকে বন্দীদের কাছে মুক্তি প্রচার করবার জন্য প্রেরন করেছেন, অন্ধদের কাছে দৃষ্টিপ্রাপ্তি প্রচার করার জন্য, নিপীড়িতদের নিস্তার করে বিদায় করার জন্য"।

যারা মন্দ আত্মার দ্বারা নিপীড়িত তাদের আরোগ্য করার জন্য পবিত্র আত্মা যীশুকে অভিষিক্ত করেছেন।

প্রেরিত ১০:৩৮ " ঈশ্বর কিভাবে নাসরতের যীশুকে পবিত্র আত্মায় ও পরাক্রমে অভিষিক্ত করেছিলেন এবং কিভাবেই বা তিনি বিভিন্ন স্থানে হিতকর্ম করে বেড়াতেন ও দিয়াবলের ক্ষমতাধীন ব্যক্তিদের নিরাময় করতেন, কারন ঈশ্বর তার সহবর্তী ছিলেন"।

ঈশ্বরের বাক্যকে নিশ্চিত করা

আরোগ্যতা গুরুত্বপূর্ণ কারণ এটি মৃতপ্রায় এবং হারিয়ে যাওয়া পৃথিবীতে ঈশ্বরের বাক্যকে নিশ্চিত করার একটি পথ ।

মার্ক ১৬:২০ " তারপর তিনি তাঁর শিস্যদের সতর্ক করে বলে দিলেন, তিনি যে খ্রীষ্ট একথা তাঁরা যেন কাউকে না বলেন"।

আজকে পৃথিবীতে যীশুর দরকার রয়েছে। ঈশ্বর আমাদের আজ্ঞা দিয়েছেন আমরা যেন সব জায়গায় গিয়ে তাঁর আশ্চর্য কাজের দ্বারা তাঁর বাক্যকে নিশ্চিত করি। মন্দ আত্মা ছাড়ান এবং অসুস্থদের সুস্থ করার দ্বারা সুসমাচারের সত্যতাকে লোকেদের কাছে তুলে ধরতে হবে।

যীশুর কষ্টভোগ কি বৃথা?

আমরা যদি অসুস্থদের নিরাময় পরিচর্যা না করি, তাহলে যীশু তাঁর শরীরে যে বেত্রাঘাতের আঘাত সহ্য করেছিলেন তা বৃথা হয়ে যাবে।

যিশাইয় ৫৩:৫ " কিন্তু তিনি আমাদের অধর্মের নিমিত্ত বিদ্ধ, আমাদের অপরাধের নিমিত্ত চূর্ণ হইলেন; আমাদের শান্তিজনক শাস্তি তাহাঁর উপরে বর্তীল, এবং তাহাঁর ক্ষত সকল দ্বারা আমাদের আরোগ্য হইল"।

যখন আমরা ঈশ্বরের বাক্য আরোগ্যতার বিষয়ে যা বলে সেটাকে উপেক্ষা করি, তখন আমরা ঈশ্বরের অনুগ্রহকে উপেক্ষা করে থাকি। আমরা যীশুর ভোগ করা সমস্ত ব্যথা যন্ত্রণা কষ্টভোগকে অকার্যকর করে থাকি।

গালাতীয় ২:২১ " আমি ঈশ্বরের অনুগ্রহ বিফল করি না, কারন ব্যবস্থা দ্বারা যদি ধার্মিকতা হয়, তাহা হইলে সুতরাং খ্রীষ্ট অকারনে মরিলেন"।

জীবন বাঁচান!

আরোগ্যতা আপনাকে, আপনার পরিবারকে এবং আপনার বন্ধুবান্ধবদের বাঁচাতে পারে।হোশেয় ভাববাদী লিখেছেন,

হোশেয় ৪:৬ক " জ্ঞানের অভাব প্রযুক্ত আমার প্রজাগন বিনষ্ট হইতেছে"।

আমাদের দেহ এবং আত্মার আরোগ্যতা ঈশ্বরের তৈরি একটি বিধান। আমাদেরও, দাউদের মত যীশুর সাক্ষী হিসাবে দীর্ঘ এবং স্বাস্থ্যকর জীবনযাপন করতে হবে।

গীতসংহিতা ১১৮:১৭ " আমি মরিব না, কিন্তু জীবিত থাকিব, আর সদাপ্রভুর কর্ম সকল বর্ণনা করিব"।

ঈশ্বরের বাক্যে আরোগ্যতার প্রকাশ বহু মানুষকে মৃত্যু থেকে বাঁচিয়ে রেখেছে।

যাকোব ৫:১৪, ১৫ " তোমাদের মধ্যে কেহ কি রোগগ্রস্ত? সে মণ্ডলীর প্রাচীনবর্গকে আহ্বান করুক, এবং তাহাঁরা প্রভুর নামে তাহাকে তৈলাভিষিক্ত করিয়া তাহাঁর উপরে প্রার্থনা করুন। তাহাতে বিশ্বাসের প্রার্থনা সেই পীড়িত ব্যক্তিকে সুস্থ করিবে, এবং প্রভু তাহাকে উঠাইবেন, আর সে যদি পাপ করিয়া থাকে, তবে তাহা মোচন হইবে"।

মহান আজ্ঞার এক অংশ

® শিস্যদের কাছে আদেশ

যীশুর শিস্য এবং অনুগামীদের জন্য আরোগ্যতা পরিচর্যা এবং প্রশিক্ষণের এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ। যেমন যীশু অসুস্থদের সুস্থ করেছিলেন, তেমনি তিনি তার বারোজন শিস্যদেরকেও সেই একি জিনিস করতে আদেশ দিয়েছিলেন।

মথি ১০,১,৭,৮ " পরে তিনি আপনার বারোজন শিস্যকে নিকটে ডাকিয়া তাহাদিগকে অশুচি আত্মাদের উপরে ক্ষমতা দিলেন, যেন তাহাঁরা তাহাদিগকে ছাড়াইতে, এবং সর্বপ্রকার রোগ ও ব্যাধি আরোগ্য করিতে পারেন।

আর তোমরা যাইতে যাইতে এই কথা প্রচার কর, স্বর্গ রাজ্য সন্নিকট হইল। পীড়িতদিগকে সুস্থ করিও, মৃতদিগকে উত্থাপন করিও, কুষ্ঠীদিগকে শুচি করিও, ভূতদিগকে ছাড়াইও, তোমরা বিনামুল্যে পাইয়াছ, বিনামুল্যেই দান করিও"।

যীশু বলেছেন যে কেহ তাকে বিশ্বাস করবে তাঁরা তার সমান কাজ করবে। আমরা যদি যীশুর করা কাজকে সত্যিকারের করতে চাই তাহলে আরোগ্যতা আমাদের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ।

যোহন ১৪:১২ " সত্য, সত্য আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, যে আমাতে বিশ্বাস করে, আমি যে সকল কাজ করিতেছি, সেও করিবে, এমন কি, এ সকল হইতেও বড় বড় কাজ করিবে; কেননা আমি পিতার নিকটে যাইতেছি"।

যীশু বলেছেন আমরাও তার মত আরোগ্যতার পরিচর্যা এবং আশ্চর্যকাজ করব।

® আমাদের আজ্ঞা করা হয়েছে

অসুস্থদের উপর হাত রাখা এবং আরোগ্যতার পরিচর্যার করা যীশুর সেই মহান আজ্ঞার এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

যীশু বলেছিলেন,

যোহন ১৪:১৫ " তোমরা যদি আমাকে প্রেম কর, তবে আমার আজ্ঞা সকল পালন করিবে"।

যীশু তার অন্তিম আজ্ঞা দিলেনঃ

মার্ক ১৬:১৫-১৮ " আর তিনি তাহাঁদিগকে কহিলেন, তোমরা সমুদয় জগতে যাও, সমস্ত সৃষ্টির নিকটে সুসমাচার প্রচার কর। যে বিশ্বাস করে ও বাপ্তাইজিত হয়, সে পরিত্রান পাইবে, কিন্তু যে অবিশ্বাস করে, তাহাঁর দণ্ডাজ্ঞা করা যাইবে। আর যাহারা বিশ্বাস করে, এই চিহ্নগুলি তাহাদের অনুবর্তী হইবে; তাহাঁরা আমার নামে ভূত ছাড়াইবে, তাহাঁরা নূতন নূতন ভাষায় কথা কহিবে, তাহারা সর্প তুলিবে, এবং প্রাণনাশক কিছু পান করিলেও তাহাতে কোন মতে তাহাদের হানি হইবে না, তাহারা পীড়িতদের উপরে হস্তার্পণ করিবে, আর তাহারা সুস্থ হইবে"।

বিশ্বাসীদের উদ্দেশ্যে বলা যীশুর শেষ কথা কোন পরামর্শ নয় বরং এটি একটি আদেশ! যদি আমরা ঈশ্বরের বাধ্য হতে চাই তবে অসুস্থদের সুস্থ করা গুরুত্বপূর্ণ।

অসুস্থতার উৎস

∑ **অসুস্থতা ঈশ্বরের কাছ থেকে আসে নাকি শয়তানের কাছ থেকে?**

যতক্ষণ আমাদের মনে এই বিষয়গুলো নিয়ে কোন সন্দেহ থাকবে, আমরা সুস্থতার জন্য অল্প বিশ্বাস নিয়ে দোমনা হয়ে পরাজয়ের জীবনযাপন করব। অসুস্থতার সমস্যা থেকে সঠিকভাবে মোকাবিলা করার জন্য আমাদের এর উৎপত্তি, উৎস এবং উদ্দেশ্য সম্বন্ধে দৃঢ় জ্ঞান থাকতে হবে।

সত্য স্বাধীনতাকে নিয়ে আসে

যখন আমরা অসুস্থতা, রোগ এবং ব্যাথার উৎসকে খুঁজে পাব তখন আমরা স্বাধীনভাবে সাহসের সাথে আরোগ্যতা গ্রহন এবং পরিচর্যা করতে পারব। যীশুর ব্যক্তিত্বের মধ্যে আমরা সত্যতাকে খুঁজে পাই।

যোহন ১৪:৬ " যীশু তাঁহাকে বলিলেন, আমিই পথ ও সত্য ও জীবন, আমা দিয়া না আসিলে কেহ পিতার নিকটে আইসে না"।

যীশুর বাক্য এবং কাজের দ্বারা সত্য প্রকাশিত হয়েছিল।

যীশু বলেছিলেন,

যোহন ৮:৩২ " আর তোমরা সেই সত্য জানিবে, এবং সেই সত্য তোমাদিগকে স্বাধীন করিবে"।

অসুস্থতা বিষয়ক প্রশ্নাবলী

অসুস্থতার উৎপত্তি, উৎস এবং উদ্দেশ্যের সত্যতা জানতে, আমরা কিছু সাধারন এবং প্রায়শই করা প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পাই।

® এটা কি ঈশ্বরের ইচ্ছা?

∑ **অসুস্থদের আরোগ্য করা কি ঈশ্বরের ইচ্ছা?**

আরোগ্যতার জন্য সবথেকে বড় বাধা হল সবাইকে আরোগ্য করার ঈশ্বরের ইচ্ছার বিষয়ে অনিশ্চয়তা থাকা। শয়তান এসে আমাদের মনে সন্দেহ প্রবেশ করিয়ে দেয়, আর যদি আমরা সতর্ক না থাকি তাহলে আমরা সেই সন্দেহকে আমাদের মধ্যে কাজ করতে দিই।

আমরা এই সন্দেহকে চিরাচরিত প্রার্থনার মধ্যে দেখতে পাই," প্রভু, যদি তোমার ইচ্ছা হয়, আমরা তোমার আরোগ্যতার স্পর্শকে চাই ..."

এই ধরনের প্রার্থনা অনিশ্চয়তা এবং সন্দেহ প্রকাশ করে যে সকলের সুস্থ হওয়ার জন্য ঈশ্বরের ইচ্ছা আছে কিনা। ঈশ্বরের আরোগ্যতা প্রদান করার ইচ্ছার বিষয়ে যদি আমাদের নিশ্চয়তা না থাকে তবে নিজেদের এবং অপরের জন্য বিশ্বাসে প্রার্থনা করা অসম্ভব।

আমরা এমন সন্দেহের একটি উদাহরন দেখতে পাই যখন সেই কুষ্ঠরোগী বলেছিল, " যদি আপনার ইচ্ছা হয়"।

মার্ক ১:৩৯-৪১ " পরে তিনি সমস্ত গালীল দেশে লোকদের সমাজ-গৃহে গিয়া প্রচার করিতে ও ভূত ছাড়াইতে লাগিলেন।

একদা এক জন কুষ্ঠী আসিয়া তাঁহার সম্মুখে বিনতি করিয়া ও জানু পাতিয়া কহিল, "যদি আপনার ইচ্ছা হয়, আমাকে শুচি করিতে পারেন"।

তিনি করুণাবিষ্ট হইয়া হাত বাড়াইয়া তাঁহাকে স্পর্শ করিলেন, কহিলেন, "আমার ইচ্ছা তুমি শুচীকৃত হও"।

যীশু " যদি" কথাটিকে " আমার ইচ্ছা" কথার দ্বারা বাতিল করলেন। যীশু সমস্তকিছুই মনুষ্যদের প্রতি তার পিতার ইচ্ছাকে প্রকাশ করার জন্য করেছিলেন।

∑ আমার অসুস্থ হওয়া কি ঈশ্বরের ইচ্ছা?

ঈশ্বরের ইচ্ছা এই যে আমরা যেন প্রত্যেকদিন সুন্দর স্বাস্থ্যে জীবনযাপন করি।

৩ যোহন ২ " প্রিয়তম, প্রার্থনা করি, যেমন তোমার প্রান কুশলপ্রাপ্ত, সর্ববিষয়ে তুমি তেমনি কুশলপ্রাপ্ত ও সুস্থ থাক"।

যদি যীশু অসুস্থদের সুস্থ করেছেন, তাহলে এটি অবশ্যই পিতার ইচ্ছা। যেহেতু, পিতার ইচ্ছা হল অসুস্থদের সুস্থ করা, তাহলে আপনি আরোগ্যতা পান এটাও পিতার ইচ্ছা!

® আমাদের ভালোর জন্য?

∑অসুস্থতা কি একটি পথ যার দ্বারা ঈশ্বর আমাদের জীবনে ভালো কিছু করেন?

অনেকে শিক্ষা দেন যে সাধু পৌলের " এই সকলই মঙ্গলার্থে একসঙ্গে কাজ করিতেছে" কথাটিতে "সকলের মধ্যে" অসুস্থতার বিষয়ও রয়েছে।

রোমীয় ৮:২৮ " আর আমরা জানি, যাহারা ঈশ্বরকে প্রেম করে, যাহারা তাঁহার সঙ্কল্প অনুসারে আহূত, তাহাদের পক্ষে সকলই মঙ্গলার্থে একসঙ্গে কাজ করিতেছি"।

সহজ ভাষার বাইবেল দেখলে এটি আরও স্পষ্ট বোঝা যায়,

আমরা জানি যে, যারা ঈশ্বরকে ভালোবাসে, যারা তার অভিপ্রায় অনুসারে আহূত, তিনি সর্ববিষয়ে তাদের মঙ্গলসাধনের জন্য কাজ করেন।

সর্ববিষয়ে ঈশ্বর আমাদের মঙ্গলসাধনের জন্য করেন এর অর্থ এই নয় যে সমস্ত কিছুই আমাদের মঙ্গলসাধনের জন্য কাজ হয়, বরং, " সর্ববিষয়ে" বা " আমাদের অসুস্থতায় " ঈশ্বরের আরোগ্যতা শক্তির কাজের দ্বারা মঙ্গলসাধন হয়ে থাকে।

® তার জন্য কষ্টভোগ?

∑ **অসুস্থতা কি তার জন্য আমাদের কষ্টভোগের অন্যতম এক উপায়?**

ফিলিপীয় ১:২৯ " যেহেতুক তোমাদিগকে খ্রীষ্টের নিমিত্ত এই বর দেওয়া হইয়াছে, যেন কেবল তাঁহাতে বিশ্বাস কর, তাহা নয়, কিন্তু তাঁহার নিমিত্ত দুঃখভোগ কর"।

শাস্ত্রের ভুল ব্যাখ্যা এড়াতে, বিষয়টির প্রেক্ষাপট বা পরিস্থিতি, বিষয় বিবেচনা করা প্রয়োজন। এই অবস্থায়, পৌল সুসমাচারের নিমিত্তে কারাগারে শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়ে তার কষ্টভোগের কথাকে লিখছেন।

ফিলিপীয় ১:১২-১৪ " এখন হে ভ্রাতৃগণ, আমার বাসনা এই যে, তোমরা জান, আমার সম্বন্ধে যাহা যাহা ঘটিয়াছে, তদ্দ্বারা বরং সুসমাচারের পথ পরিষ্কার হইয়াছে; বিশেষত সমস্ত স্কন্ধাবারে এবং অন্যান্য সকলের নিকটে আমার বন্ধন খ্রীষ্ট সম্বন্ধীয় বলিয়া প্রকাশ পাইয়াছে; এবং প্রভুতে স্থিত অধিকাংশ ভ্রাতা আমার বন্ধন হেতু দৃঢ়প্রত্যয়ী হইয়া নির্ভয়ে ঈশ্বরের বাক্য কহিতে অধিক সাহসী হইয়াছে"।

এই অংশের প্রসঙ্গ থেকে এটা স্পষ্ট যে পৌল যে দুঃখ -কষ্টের কথা বলছিলেন তার মধ্যে কোনো অসুস্থতা বা রোগের উল্লেখ ছিল না । পরিবর্তে, সুসমাচারের জন্য নিপীড়ন এবং কারাবাসের কষ্টভোগ ছিল।

® অনুশাসনের জন্য?

∑ **ঈশ্বর মানুষের মধ্যে অসুস্থতাকে, তাদের অনুশাসন, শাস্তি অথবা ধৈর্য শিক্ষা দেবার জন্য দিয়ে থাকেন?**

ঈশ্বর নন বরং শয়তান আমাদের মধ্যে রোগ এবং অসুস্থতাকে নিয়ে আসে।

ইয়োব ২:৭ " পরে শয়তান সদাপ্রভুর সম্মুখ হইতে বাহির হইয়া ইয়োবের আপাদমস্তকে আঘাত করিয়া দুষ্ট স্ফোটক জন্মাইল"।

আমরা এক প্রেমিক, যত্নবান মানব পিতার বিষয়ে এটা ভাবতে পারি না যে তিনি তার সন্তানদেরর অনুশাসন করার জন্য তাদের ক্যান্সার রোগ দেবেন। কিভাবে আমরা ভাবতে পারি যে আমাদের স্বর্গীয় পিতা তার সন্তানদের উপর রোগ ও ব্যাধি দিতে পারেন?

যোহন ১০:১০ " চোর আইসে, কেবল যেন চুরি, বধ ও বিনাশ করিতে পারে; আমি আসিয়াছি, যেন তাহারা জীবন পায় ও উপচয় পায়"।

যীশু বলেছেন যে, শয়তান আসে বধ ও বিনাশ করতে, এবং আমাদের স্বাস্থ্যকে চুরি করে রোগ এবং ব্যাধির দ্বারা আমাদের ধ্বংস করতে।

কিন্তু যীশু এসেছেন আমাদের প্রচুররুপে জীবন দিতে। এক রোগ, ব্যাধি এবং ব্যাথাবিহীন জীবন দিতে। সৃষ্টির সময় আদম এবং হবাকে সৃষ্টির দ্বারা যেজন্য তিনি মনুষ্যকে সৃষ্টি করেছিলেন তা পুনরুদ্ধার করার জন্য পৃথিবীতে এসেছিলেন।

® পৌলের কাঁটা কি?

∑ পৌলের কাঁটাকে কি বাইবেল অসুস্থতা হিসাবে বলেছে?

শাস্ত্রের ভুল ব্যাখ্যার ফলে, অনেকে এই শিক্ষা দেয় যে পৌলের মাংসে থাকা কাঁটাকে এক গুরুতর চোখের রোগ বলে উল্লেখ করেছেন। তবে, পৌল লিখেছেন যে তার কাঁটা হচ্ছে শয়তানের এক আত্মা, শয়তানের এক দূত তাকে মুষ্ট্যাঘাত বা সমস্যায় ফেলার জন্য এটি করছে।

২ করিন্থীয় ১২:৭ " আর এই প্রত্যাদেশের অতি মহত্ত্ব হেতু আমি যেন অতিমাত্র দর্প না করি, এই কারনে আমার মাংসে একটা কণ্টক, শয়তানের এক দূত, আমাকে দত্ত হইল, যেন সে আমাকে মুষ্ট্যাঘাত করে, যেন আমি অতিমাত্র দর্প না করি।

কোথাও, বাইবেল শেখায় না যে পৌলের মাংসের মধ্যে থাকা কাঁটা একটি শারীরিক অসুস্থতা ছিল।

® মৃত্যুকে আনার জন্য?

ঈশ্বর যখন আমাদের তার গৃহে নিয়ে যেতে প্রস্তুত হয়, তখন কি আমাদের অসুস্থ হয়ে মরতে হবে।

মোশি হল এক সুন্দর উদাহরন! তার ১২০ বছর বয়সে ঈশ্বর তার কাছে ডাকলেন। তার স্বাস্থ্য এতটা ভালো ছিল যে সে ঈশ্বরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য পাহাড় চড়তে সক্ষম ছিল। সে তার চোখের দৃষ্টি বা শারীরিক শক্তি হারায়নি।

দ্বিতীয় বিবরণ ৩৪:৭ '' মরণকালে মোশির বয়স একশত বিংশতি বৎসর হইয়াছিল, তাঁহার চক্ষু ক্ষীণ হয় নাই, ও তাঁহার তেজের হ্রাস হয় নাই।

যখন কোন বৃদ্ধব্যক্তি অসুস্থ হয়, তখন ঈশ্বরের ইচ্ছা এটাই যেন সে আরোগ্যতা পায়। যখন ঈশ্বর নিরুপিত সময় হবে, তখন তাদের আত্মা দেহ থেকে বেরিয়ে যাবে এবং তাদের হৃৎপিণ্ড কাজ করা বন্ধ করে দেবে।

® ঈশ্বর কি এটা হতে দেন?

ঈশ্বর কি তার লোকদের মধ্যে অসুস্থতা অথবা অপরিপক্ক মৃত্যুকে নিয়ে আসতে দেয়।

অসুস্থতা বা মৃত্যুর জন্য আসলে অনেকে ঈশ্বরকে দোষারোপ করে বলে, কেন ঈশ্বর এমন ঘটতে দিলেন?

আদম এবং হবাকে সৃষ্টি করার পর ঈশ্বর তাদেরকে পৃথিবীর সমস্ত কিছুর উপর অধিকার এবং কর্তৃত্ব দিলেন।

আদিপুস্তক ১:২৬ক '' পরে ঈশ্বর কহিলেন, আমরা আমাদের প্রতিমূর্তিতে, আমাদের সাদৃশ্যে মনুষ্য নির্মাণ করি, তাদেরকে সমস্ত কিছুর উপর কর্তৃত্ব দিই।

আদম এবং হবা পাপ করার ফলে তাদের এই কর্তৃত্ব চলে গেল, যা পরে যীশু পুনরুদ্ধার করেছিলেন।

মথি ১৬:১৯ '' আমি তোমাকে স্বর্গ-রাজ্যের চাবিগুলী দেব, আর তুমি পৃথিবীতে যাহা কিছু বদ্ধ করিবে, তাহা স্বর্গে বদ্ধ হইবে, এবং পৃথিবীতে যাহা কিছু মুক্ত করিবে, তাহা স্বর্গে মুক্ত হইবে''।

শয়তানের শক্তি হতে অসুস্থতা আসে, কিন্তু যীশু বিশ্বাসীদের বলছেন যে শত্রুর সমস্ত ক্ষমতার উপরে তাদেরকে কর্তৃত্ব দেওয়া হয়েছে।

লুক ১০:১৯ '' দেখ, আমি তোমাদিগকে সর্প ও বৃশ্চিক পদতলে দলিত করিবার, এবং শত্রুর সমস্ত শক্তির উপরে কর্তৃত্ব করিবার ক্ষমতা দিয়াছি। কিছুতেই কোন মতে তোমাদের হানি করিবে না''।

আমরা ঈশ্বরের প্রদত্ত কর্তৃত্ব ব্যবহার না করার দরুন, ঈশ্বর নন বরং আমরাই শয়তানকে আমাদের এবং আমাদের প্রিয়জনদের মধ্যে রোগ, অসুস্থতা এবং মৃত্যুকে নিয়ে আসতে দিচ্ছি।

অসুস্থতার উৎস

সমস্ত রোগ-ব্যাধি ঈশ্বর হইতে নয় বরং শয়তান হইতে আসে।অনেকে আজ অসুস্থ তাঁর কারন হল তাঁরা পাপ, অবাধ্যতা, অথবা ভালো স্বাস্থ্য এবং পুষ্টিকে অগ্রাহ্য করার দ্বারা দুর্বলতার আত্মাকে তাদের মধ্যে স্থান দিয়েছে।

ইফিষীয় ৪:২৭ " আর দিয়াবলকে স্থান দিও না"।

আমাদের পুনরুদ্ধার করা কর্তৃত্ব ব্যবহার করে, আমরা শয়তানকে প্রতিহত করতে পারি

দুর্বলতার আত্মা, বা অসুস্থতা যা রয়েছে, সমস্ত কিছুই আমাদের থেকে দূর হয়ে যাবে।

যাকোব ৪:৭খ " কিন্তু দিয়াবলের প্রতিরোধ কর, তাঁহাতে সে তোমাদের হইতে পলায়ন করিবে"।

বিশ্বাসীদের দুর্বলতার আত্মা বের করে দেওয়ার, এবং সব ধরনের অসুস্থতা ও রোগ আরোগ্য করার কর্তৃত্ব দেওয়া হয়েছে।

মথি ১০:১ " পরে তিনি আপনার বারো জুন শিস্যকে নিকটে ডাকিয়া তাঁহাদিগকে অশুচি আত্মাদের উপরে ক্ষমতা দিলেন, যেন তাঁহারা তাহাদিগকে ছাড়াইতে, এবং সর্বপ্রকার রোগ ও ব্যাধি আরোগ্য করিতে পারেন"।

আমরা তাকে যা করতে দিই শয়তান শুধুমাত্র সেটাই কসুধুমাত্র। তাই প্রশ্ন এটা নয় যে, " কেন ঈশ্বর এটি হতে দিচ্ছেন", তাঁর পরিবর্তে প্রশ্ন হওয়া চাই, " কেন আমরা এটাকে হতে দিচ্ছি?

বিঃ দ্রঃ এই প্রশ্নটি সম্পূর্ণরুপে বোঝার জন্য, আমরা এ.এল গিলের বিশ্বাসীর কর্তৃত্ব এবং কর্তৃত্বের জন্য সৃষ্ট পুস্তকটি পড়ার পরামর্শ দিই।

শয়তান অসুস্থতাকে আমাদের পরাজিত করার জন্য এক অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করে থাকে

শয়তানের পতন

স্বর্গে বিদ্রোহ করার ফলে শয়তান এবং তাঁর দূতদেরকে পৃথিবীতে নিক্ষেপিত করা হয়েছিল। আমরা এই পড়ি,

প্রকাশিত বাক্য ১২:৭-১০ " আর স্বর্গে যুদ্ধ হইল, মীখায়েল ও তাঁহার দূতগণ ঐ নাগের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। তাঁহাতে সেই নাগ ও তাঁহার দূতগনও যুদ্ধ করিল, কিন্তু জয়ী হইল না, এবং স্বর্গে তাহাদের স্থান আর পাওয়া গেল না। আর সেই পুরাতন সর্প যাহাকে দিয়াবল এবং শয়তান বলা

যায়, সে সমস্ত নরলোকের ভ্রান্তি জন্মায়, সে পৃথিবীতে নিক্ষিপ্ত হইল এবং তাঁহার দূতগণও তাঁহার সঙ্গে নিক্ষিপ্ত হইল।

তখন আমি স্বর্গে এই উচ্চরব শুনিলাম," এখন পরিত্রান ও পরাক্রম ও রাজত্ব আমাদের ঈশ্বরের এবং কর্তৃত্ব তাঁহার খ্রীষ্টের অধিকার হইল, কেননা যে আমাদের ভ্রাতৃগনের উপরে দোষারোপকারী, যে দিবারাত্র আমাদের ঈশ্বরের সমুক্ষে তাহাদের নামে দোষারোপ করে, সে নিপাতিত হইল"।

মনুষ্য ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে

ঈশ্বর একই গ্রহে তাঁর প্রতিমূর্তিতে মানবজাতিকে সৃষ্টি করেছেন যেখানে শয়তানকে তার পতনের পর নিক্ষেপ করা হয়েছিল। তিনি মনুষ্যকে পৃথিবীর উপর কর্তৃত্ব করার জন্য সৃষ্টি করেছিলেন যেখানে শয়তান সেই সময় পর্যন্ত রাজত্ব করত।

আদিপুস্তক ১:২৬,২৮ " পরে ঈশ্বর কহিলেন, আমরা আমাদের প্রতিমূর্তিতে, আমাদের সাদৃশ্যে মনুষ্য নির্মাণ করি, আর তাঁহারা সমুদ্রের মৎস্যদের উপরে, আকাশের পক্ষীদের উপরে, পশুগনের উপরে, সমস্ত পৃথিবীর উপরে, ও ভূমিতে গমনশীল যাবতীয় সরীসৃপের উপরে কর্তৃত্ব করুক। পরে ঈশ্বর আপনার প্রতিমূর্তিতে মনুষ্যকে সৃষ্টি করিলেন, ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতেই তাঁহাকে সৃষ্টি করিলেন, পুরুষ ও স্ত্রী করিয়া তাহাদিগকে সৃষ্টি করিলেন। পরে ঈশ্বর তাহাদিগকে আশীর্বাদে করিলেন, ঈশ্বর কহিলেন, তোমরা প্রজাবন্ত ও বহুবংশ হও, এবং পৃথিবী পরিপূর্ণ ও বশীভূত কর, আর সমুদ্রের মৎস্যগনের উপরে, আকাশের পক্ষীগণের উপরে, এবং ভূমিতে গমনশীল যাবতীয় জীবজন্তুর উপরে কর্তৃত্ব কর"।

∑ **মনুষ্য জাতি সৃষ্টি করা হয়েছেঃ**

® ঈশ্বরের সাদৃশ্যে

® ঈশ্বরের মত চলতে

® ঈশ্বরের মত কথা বলা

® পৃথিবীর উপরে কর্তৃত্ব!

শয়তান আপনাকে ঘৃণা করেন

নিজেকে শয়তানের জায়গায় রেখে কল্পনা করুন। স্বর্গের উচ্চস্থান থেকে তাকে পৃথিবীর নিম্নে নিক্ষেপিত করা হল। ঈশ্বরের বিরুদ্ধে তার ঘৃণা হল, কারন সে ঈশ্বরের মত হতে চেয়েছিল, শয়তান ভয়ভীত হয়ে দেখছিল যে ঈশ্বর নিজের

প্রতিমূর্তিতে মনুষ্যকে সৃষ্টি করেছিলেন। ঈশ্বর মনুষ্যকে সমস্ত কিছুর উপরে কর্তৃত্ব করার অধিকার দিলেন!

যখনই শয়তান, নারী ও পুরুষকে দেখে, তার তখন ঈশ্বরের কথা মনে পড়ে, যে এরা এক ঈশ্বরের মূল্যবান সম্পদ। যখন সে দেখে মনুষ্য ঈশ্বরের মত কাজ করছে তখন তাঁর ঘৃণা আরও বৃদ্ধি পেয়ে যায়। এই ঘৃণার বশে সে চুরি, হত্যা এবং ধ্বংশ করে।

সাধু যোহন লিখেছেন,

যোহন ১০:১০ক " চোর আইসে, কেবল যেন চুরি, বধ ও বিনাশ করিতে পারে, আমি আসিয়াছি, যেন তাঁহারা জীবন পায় ও উপচয় পায়"।

শয়তান জানে যে আমরা এই পৃথিবীতে ঈশ্বরের প্রতিনিধি। আমরা হলাম খ্রীষ্টের দেহ, এবং শয়তানের সবথেকে বড় ইচ্ছা হল আমাদের পরাজিত করা।

® মনুষ্য শয়তানের শিকার

ক্ষতি, মৃত্যু এবং ধ্বংস সর্বদা শয়তানের কাজ। আদম এবং হবার পতনের ৪হাজার বছর পরেও মনুষ্য এখনও বন্দিত্ব, বন্ধন এবং নিপীড়নের মধ্যে রয়েছে।

® মনুষ্যকে কর্তৃত্ব করার জন্য সৃষ্টি করা হয়েছিল, কিন্তু তাঁরা এখন খোঁড়া, অন্ধ হয়ে রাস্তায় ভিক্ষা করছে।

® যেই নারীকে সোজা হয়ে চলার জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে, সে এখন ব্যাথা এবং কষ্টে খোঁড়া ও ঝুকে চলছে।

® মনুষ্যকে ঈশ্বরের সাদৃশ্যে সৃষ্টি করা হয়েছিল, কিন্তু তাদের মুখমণ্ডল এবং শরীর অংশ কুষ্ঠরোগে ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে।

∑ **যীশু মনুষ্যজাতিকে বন্দিত্ব, বন্ধন এবং অসুস্থতা, রোগ এবং ব্যাথা থেকে উদ্ধার করার জন্য এসেছিলেন।**

ঈশ্বরের আমাদের শয়তানের নির্যাতন থেকে উদ্ধার করতে চান। তিনি আমাদের পাপের বন্ধন থেকে মুক্ত করতে চান। ঈশ্বর আমাদেরকেও চান!

অসুস্থতা এবং রোগের উৎস হল শয়তান নাকি ঈশ্বর!

পুনরালোচনার জন্য প্রশ্নাবলী

১। ঈশ্বরের কাছে কেন এটা গুরুত্বপূর্ণ যে আপনি আরোগ্যতা গ্রহন করুন এবং আরোগ্যতার সেবা কাজ করুন?

২। ঈশ্বর যিনি একজন প্রেমিক পিতা, তিনি কি তাঁর সন্তানদের উপর অসুস্থতাকে নিয়ে আসতে পারেন? শাস্ত্র দিয়ে ব্যাখ্যা করুন।

৩। যদি আপনি শয়তান হতেন এবং মনুষ্যকে আক্রমণ করার দ্বারা ঈশ্বরের প্রতি নিজের রাগকে দেখাতে চাইতেন, তবে আপনি কোন তিনটি কাজ করতেন,

৪। যীশু আমাদের উদ্ধার করার জন্য এসেছিলেন।আপনি কি কোন কারন ভাবতে পারেন কেন অসুস্থতা নিয়ে জীবনযাপন করছেন?

দ্বিতীয় অধ্যায়

আমাদের উদ্ধারের মধ্যে আরোগ্যতা

শয়তান এই সত্যটাকে খ্রীষ্টীয় বিশ্বাসীর কাছ থেকে সর্বদা লুকিয়ে রাখার প্রচেষ্টা করে যে, যীশু খ্রীষ্ট কষ্টভোগ,মৃত্যু এবং পুনরুত্থানের দ্বারা আমাদের আরোগ্যতা প্রদান করেছেন। আমরা জানি তিনি আমাদের পরিত্রাণের জন্য এগুলি করেছেন, কিন্তু এখনো বহু মানুষ বিশ্বাস করে যে আরোগ্যতা হল ঈশ্বরের বিশেষ কিছু মানুষের প্রতি এক সার্বভৌম কাজ।

আমরা এই সত্যটিকে স্বীকার করেছি যে ''যে তিনি আমাদের পাপের জন্য আহত হলেন''কিন্তু এই সত্যটি কে উপেক্ষা করেছি যে,''তাঁর ক্ষত সকল দ্বারা আমরা আরোগ্যতা পেয়েছি''। যদিও এই দুটি উক্তি একই পদের মধ্যে পাওয়া যায়।

যিশাইয় ৫৩:৫ '' কিন্তু তিনি আমাদের অধর্মের নিমিত্ত বিদ্ধ, আমাদের শান্তিজনক শাস্তি তাঁহার উপরে বর্তিল, এবং তাঁহার ক্ষত সকল দ্বারা আমাদের আরোগ্য হইল''।

ঈশ্বর আমাদের সঙ্গে চুক্তি করেছেন এবং সেই চুক্তির মধ্যে আরোগ্যতাও রয়েছে!

ঈশ্বরের সহিত চুক্তি

টাইপোলজি অধ্যায়ন অথবা ঈশ্বরের বাক্যের প্রতিকি অর্থ ঈশ্বরের পরিকল্পনা বিষয়ে আমাদের অন্তর্দৃষ্টি প্রদান করে থাকে। পুরাতন নিয়মের টাইপোলজি নতুন নিয়মে পরিপূর্ণ হিসাবে যীশু খ্রীষ্টের ব্যক্তিত্ব এবং কাজকে প্রকাশ করে। ইস্রায়েলিয় সন্তানদের লোহিতসাগর পার করে মিশরীয়দের থেকে উদ্ধার করার অর্থ হল আমাদের পাপের বন্ধন থেকে উদ্ধার করা।

চুক্তি

∑ **একটি চুক্তি হল অঙ্গীকার একটি গুরুতর প্রতিশ্রুতি এবং একটি বা দুটি গোষ্ঠী বা ব্যক্তিদের মধ্যে বাধ্যতামূলক চুক্তি, অথবা এই অধ্যায়নে ঈশ্বর এবং তাঁর লোকেদের মধ্যে বোঝাচ্ছে।**

ইস্রায়েলিয়দের লোহিত সাগর পার করার পরেই, ঈশ্বর তাদের সঙ্গে আরোগ্যতার চুক্তি করেছিলেন এবং নিজেকে আরোগ্যকারী হিসাবে প্রকাশ করেছিলেন।

যাত্রাপুস্তক ১৫:২৬ '' তুমি যদি আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুর রবে মনোযোগ কর,তাঁহার দৃষ্টিতে যাহা ন্যায্য তাহাই কর, তাঁহার আজ্ঞা কর্ণ দেও, ও তাঁহার বিধি সকল পালন কর, তবে আমি

মিশ্রীয়দিগকে যে সকল রোগে আক্রান্ত করিলাম, সেই সকলেতে তোমাকে আক্রমন করিতে দিব না, কেননা আমি সদাপ্রভু তোমার আরোগ্যকারী"।

ইব্রীয় নাম যিহোবা-রাফার অর্থ হল সদাপ্রভু তোমার আরোগ্যকারী, বা আমি সদাপ্রভু যিনি তোমাদের আরোগ্য করেন।

ঈশ্বরের চুক্তিবদ্ধ নাম

যিহোবা হল ঈশ্বরের উদ্ধারকারী নাম এর অর্থ হল, সদাপ্রভু যিনি নিজেকে প্রকাশ করেন।

যিহোবার সাতটি উদ্ধারকারী নাম রয়েছে যা তিনি চুক্তির লোকেদের সঙ্গে সাক্ষাতে প্রকাশ করেছেন।

® যিহোবা-সামা

∑ সদাপ্রভু তত্র

যিহিস্কেল ৪৮:৩৫খ " আর সেই দিন অবধি নগরটির এই নাম হইবে, " সদাপ্রভু তত্র"।

® যিহোবা-সালোম

∑ সদাপ্রভু শান্তি

বিচারকগন ৬:২৩,২৪ক " সদাপ্রভু, তাঁহাকে কহিলেন, তোমার শান্তি হউক, ভয় করিও না, তুমি মরিবে না। পরে গিদিয়োন সে স্থানে সদাপ্রভুর উদ্দেশ্যে এক যজ্ঞবেদী নির্মাণ করিলেন, ও তাঁহার নাম যিহোবা-শালোম (সদাপ্রভু শান্তি) রাখিলেন"।

® যিহোবা-রাহ

∑ সদাপ্রভু আমার পালক

গীতসংহিতা ২৩:১ " সদাপ্রভু আমার পালক, আমার অভাব হইবে না"।

® যিহোবা-যিরি

∑ সদাপ্রভু যোগানদাতা

আদিপুস্তক ২২:১৩, ১৪ " তখন অব্রাহাম চক্ষু তুলিয়া চাহিলেন, আর দেখ, তাঁহার পশ্চাৎ দিকে একটি মেষ, তাঁহার শৃঙ্গ ঝোপে বদ্ধ, পরে অব্রাহাম গিয়া সেই মেষটি লইয়া আপন পুত্রের পরিবর্তে হোমের জন্য বলিদান করিলেন। আর অব্রাহাম সেই স্থানের নাম যিহোবা-যিরি (সদাপ্রভু যোগাইবেন রাখিলেন। এই জন্য অদ্যাপি লোকে বলে, সদাপ্রভুর পর্বতে যোগান হইবে"।

® যিহোবা-নিসি

∑ সদাপ্রভু আমার পতাকা

যাত্রাপুস্তক ১৭:১২, ১৩, ১৫ " আর মোশির হস্ত ভারী হইতে লাগিল, তখন উহারা একখানি প্রস্তর আনিয়া তাঁহার নীচে রাখিলেন, আর তিনি তাঁহার উপরে বসিলেন, এবং হারোন ও হুর এক জন এক দিকে ও অন্য জন অন্য দিকে তাহার হস্ত ধরিয়া রাখিলেন, তাঁহাতে সূর্য অস্তগত না হওয়া পর্যন্ত তাঁহার হস্ত স্থির থাকিল। আর যিহোশুয় অমালেককে ও তাঁহার লোকদিগকে খড়্গধারে পরাজয় করিলেন।

পরে মোশি এক বেদী নির্মাণ করিয়া তাঁহার নাম যিহোবা-নিসি (সদাপ্রভু আমার পতাকা) রাখিলেন"।

® যিহোবা-সিদকেনু

∑ সদাপ্রভু আমাদের ধার্মিকতা

যিরমিয় ২৩:৬ " তাঁহার সময়ে যিহূদা পরিত্রান পাইবে, ও ইস্রায়েল নির্ভয়ে বাস করিবে, আর তিনি এই নামে আখ্যাত হইবেন, " সদাপ্রভু আমাদের ধার্মিকতা "।

® যিহোবা-রাফা

∑ আমি সদাপ্রভু তোমার চিকিৎসক অথবা আমি সদাপ্রভু যিনি তোমাদের আরোগ্য করেন।

যাত্রাপুস্তক ১৫:২৬খ "আমি সদাপ্রভু তোমার আরোগ্যকারী"।

বাক্যে আমরা কোথাও দেখতে পাই না যে ঈশ্বর এই প্রতিজ্ঞাকে বাতিল করেছেন। কোথাও আমরা খুঁজে পাই না যে তিনি বলছেন " আমি তোমাদের সদাপ্রভু চিকিৎসক ছিলাম," অথবা " আমি সদাপ্রভু যে তোমাদের আরোগ্য করতাম"। কোথাও আমরা এটা দেখতে পাই না যে ঈশ্বর বলছেন, " আমি তোমাদের ঈশ্বর যে তোমাদের অসুস্থ করেন"।

ঈশ্বর অপরিবর্তনীয়। তিনি কালকে যেমন ছিলেন, আজকে এবং সর্বদা সেই একই থাকবেন, এবং তিনি এখন আমাদের আরগ্যকারী!

আরোগ্যতা চুক্তির প্রতিজ্ঞা

যিহোবা-রাফা হল ঈশ্বরের চুক্তি প্রতিজ্ঞা যে তিনি তাঁর লোকদের আরোগ্যতা করবেন তাঁর প্রকাশ।

দাউদের মতে, ঈশ্বরের যিহোবা-রাফার প্রকাশ ইস্রায়েলিয়দের কাছে গ্রহনযোগ্য এবং বিশ্বাস্য, যাতে সমস্ত লোকেরা স্বাস্থ্যকে উপভোগ করে।

গীতসংহিতা ১০৫:৩৭খ " তাঁহার গোষ্ঠীদের মধ্যে এক জনও উছোট খায় নাই"।

ইস্রায়েলিয়রা যখন পাপ করেছিল তখন তাদের স্বাস্থ্য প্রভাবিত হয়েছিল, তখন তারা

অনুতপ্ত হয়েছিল, লেবীয় বলিদান করা হয়েছিল, এবং ঈশ্বর

সকলের কাছে যিহোবা-রাফা হয়ে থাকলেন। আজ, আমরা যীশু খ্রীষ্টের মাধ্যমে মুক্তি এবং প্রায়শ্চিত্তের সুসমাচার প্রচার করি, আমাদের অসুস্থদের জন্য সেই একই প্রতিশ্রুতি রয়েছে।

যিশাইয়ের বিবরন - এক আরোগ্যকারী মুক্তিদাতা

শত শত বছর ধরে, অবিশ্বাসী হিব্রু পণ্ডিতরা প্রমাণ করার চেষ্টা করেছিলেন যে যিশাইয় তিপান্নটি আসল ইহুদিদের শাস্ত্রাংসের অংশই ছিল না। যাইহোক, যখন ১৯৪৭ সালে কুরামে স্ক্রোল আবিষ্কৃত হল, সেখানে যিশাইয়ের পুস্তকটি একমাত্র শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সম্পূর্ণ ছিল। এটির মধ্যে ৫৩ অধ্যায়ে যীশুর বিষয়ে সম্পূর্ণ ভবিষ্যৎবানী বর্ণিত রয়েছে।

কে বিশ্বাস করবে?

যিশাইয় ৫৩:১ক " তাহা কে বিশ্বাস করিয়াছে? " কে আমাদের বিবরনকে বিশ্বাস করবে"? আমরা যখন এই বিবরন অধ্যয়ন করব, আমাদের কাছে পছন্দ রয়েছে. আমরা বিবরনে বিশ্বাস করতে পারি এবং এর সম্পূর্ণ সুবিধা পেতে পারি, অথবা আমরা বিবরনে সন্দেহ করতে পারি এবং সুবিধা ছাড়াই করতে পারি।

ঈশ্বর কত শক্তিশালী?

যিশাইয় ৫৩:১খ " সদাপ্রভুর বাহু কাহার কাছে প্রকাশিত হইয়াছে"?

যারা বিবরনে বিশ্বাস করে তারাই হবে যাদের কাছে প্রভুর বাহু প্রকাশিত হয়েছে। প্রভুর বাহু তার পরাক্রমশালী শক্তিকে নির্দেশ করে।

আমাদের নিজের কাছে এই প্রশ্ন করতে পারি, " আমাদের ঈশ্বর কতটা শক্তিশালী"?

যিশাইয় ঈশ্বরের শক্তিকে আমাদের কাছে প্রকাশ করেছেন।

যিশাইয় ৪৫:১২ " আমি পৃথিবী নির্মাণ করিয়ছি, ও পৃথিবীর উপরে মনুষ্যের সৃষ্টি করিয়াছি, আমি নিজ হস্তে আকাশমণ্ডল বিস্তীর্ণ করিয়াছি, এবং আকাশের সমস্ত বাহিনীকে আজ্ঞা দিয়া আসিতেছি"।

পরে, যিশাইয় ঈশ্বরের হস্ত এবং কর্ণের বিষয়ে লিখেছেন।

যিশাইয় ৫৯:১ " দেখ, সদাপ্রভুর হস্ত এমন খাট নয় যে, তিনি পরিত্রান করিতে পারেন না, তাঁহার কর্ণ এমন ভারী নয় যে, তিনি শুনিতে পান না"।

ঈশ্বর সর্বশক্তিমান! তার বাহু এবং হস্ত প্রসারিত করার দ্বারা যীশুকে, ঈশ্বর মাংসে প্রকাশ করেছিলেন, তাঁর হস্তকে বাড়িয়েছিলেন এবং অসুস্থদের সুস্থ করেছিলেন। তাঁর বাহু প্রকাশিত হয়েছে এবং তাঁর হস্ত খাটো হয়ে যায় নি যে তিনি এখন আরোগ্যতা এবং মুক্তি দিতে পারেন না।

প্রকাশ

যারা তাকে বিশ্বাস করবে তাঁরা এই বিবরনের সম্পূর্ণ প্রকাশকে গ্রহন করবে। তাঁরা বুঝতে পারবে যে আরোগ্যতা হল যীশুর আমাদের পরিত্রানের জন্য মুক্তির কাজের একটি অংশ।

এই অভ্যন্তরীণ উপলব্ধি অতিপ্রাকৃত উদ্ঘাটনের মাধ্যমে আসে। আমাদের আত্মায় ঈশ্বরের সত্যের হঠাৎ সচেতনতার দ্বারা ঘটে থাকে। উদ্ঘাটন আমাদের বুদ্ধি, যুক্তি এবং শক্তির মাধ্যমে আসে না। "প্রকাশিত" শব্দটি লক্ষ্য করুন।

যিশাইয় ৫৩:১খ "সদাপ্রভুর বাহু কাহার কাছে প্রকাশিত হইয়াছে"?

লিখিত ঈশ্বরের বাক্যের গ্রিক অর্থ হল " লোগোস"। ঈশ্বর যখন তাঁর বাক্যের নির্দিষ্ট অংশ আমাদের কাছে প্রকাশ করে, তখন সেটিকে, গ্রিক শব্দে " রেমা" অর্থাৎ ঈশ্বরের ব্যক্তিগত কথা, অথবা প্রকাশ, যা পবিত্র আত্মার দ্বারা আমাদের আত্মায় বলা হয়।

অনেকসময়, যখন আমরা ঈশ্বরের বাক্য অধ্যায়ন বা ধ্যান করি, তখন আলো জ্বলে ওঠে এবং একটি সত্য আমাদের মধ্যে প্রকাশিত হয়। তখন আমাদের মনে হয়, আমরা উচ্চসহকারে বলি," কত সুন্দর! ঈশ্বর আমার বাইবেলে এক নতুন শব্দ দিলেন! এই সেই উত্তর যেটা আমি খুঁজছিলাম। আমি কখনও এটাকে এভাবে দেখি নি"!

ঈশ্বর আমাদের হৃদয়ে যখন এক সত্য প্রকাশিত করে। তখন লোগোস ব্যক্তিগত রেমা হয়ে ওঠে। সেই মুহূর্তে আমাদের হৃদয়ে বিশ্বাসে ভরে ওঠে এবং সেই বিশ্বাস আমাদের যীশুর দেওয়া সেই আরোগ্যতাকে গ্রহন করতে সাহায্য করে।

রোমীয় ১০:১৭ " অতএব বিশ্বাস শ্রবন হইতে এবং শ্রবন খ্রীষ্টের বাক্য (রেমা) দ্বারা হয়"।

যিশাইয়ের বিবরনে ফিরে যাই,

যিশাইয় ৫৩:৩-৭ "তিনি অবজ্ঞাত ও মনুষ্যদের ত্যাজ্য, ব্যাথার পাত্র ও যাতনা পরিচিত হইলেন, লোকে যাহা হইতে মুখ আচ্ছাদন করে, তাঁহার ন্যায় তিনি অবজ্ঞাত হইলেন, আর আমরা তাঁহাকে মান্য করি নাই।

অবশ্যই তিনিই

সত্য, আমাদের যাতনা সকল তিনিই তুলিয়া লইয়াছেন, আমাদের ব্যাথা সকল তিনি বহন করিয়াছেন, তবু আমরা মনে করিলাম, তিনি আহত, ঈশ্বর দ্বারা প্রহারিত ও দুঃখার্ত। কিন্তু তিনি আমাদের অধর্মের নিমিত্ত বিদ্ধ, আমাদের অপরাধের নিমিত্তে চূর্ণ হইলেন, আমাদের শান্তিজনক শাস্তি তাঁহার উপরে বর্তীল, এবং তাঁহার ক্ষত সকল দ্বারা আমাদের আরোগ্য হইল। আমরা সকলে মেষগণের ন্যায় ভ্রান্ত হইয়াছি, প্রত্যেকে আপন আপন পথের দিকে ফিরিয়াছি,আর সদাপ্রভু আমাদের সকলকার অপরাধ তাঁহার উপরে বর্তাইয়াছেন। তিনি উপদ্রুত হইলেন, তবু দুঃখভোগ স্বীকার করিলেন, তিনি মুখ খুলিলেন না"।

চতুর্থ পদটি, " সত্য" শব্দ দিয়ে শুরু হয়েছে। সত্য কথার অর্থ কি? ডিকশনারি মতে এর অর্থ হল,

- ® আশ্বস্ত অথবা আত্মবিশ্বাস সহকারে
- ® দ্বিধাহীনভাবে
- ® নিঃসন্দেহে
- ® প্রশ্নাতীতভাবে
- ® অবশ্যই
- ® নিবিড় ঘনিষ্ঠ বিশ্বাস

যীশুর কষ্টভোগ

চলিত ভাষার বাইবেল আমাদের এই অংশের বিষয়ে সম্পূর্ণ ধারনা প্রদান করে।

যিশাইয় ৫৩:৪, ৫ "সত্যি, তিনিই আমাদের সব রোগ তুলে নিয়েছেন, আর আমাদের যন্ত্রণা বহন করেছেন, কিন্তু আমরা ভেবেছি ঈশ্বর তাকে আঘাত করেছেন, তাকে মেরেছেন ও কষ্ট দিয়েছেন। আমাদের পাপের জন্যই তাঁকে বিদ্ধ করা হয়েছে, আমাদের অন্যায়ের জন্য তাঁকে চুরমার করা হয়েছে। যে শাস্তির ফলে আমাদের শান্তি এসেছে সেই শাস্তি তাকেই দেওয়া হয়েছে, তিনি যে আঘাত পেয়েছেন টার দ্বারাই আমরা সুস্থ হয়েছি"।

যিশাইয় লিখলেন, " সত্যি, তিনিই আমাদের সব রোগ তুলে নিয়েছেন আর আমাদের যন্ত্রণা বহন করেছেন, কিন্তু আমরা ভেবেছি ঈশ্বর তাঁকে আঘাত করেছেন, তাঁকে মেরেছেন ও কষ্ট দিয়েছেন"। এই পদগুলি আমাদের আত্মবিশ্বাস এবং আশ্বস্ত করে। সত্য যীশু আমাদের সমস্ত পাপকে বহন করেছেন যাতে আমাদের আর তা বহন করতে না হয়। তিনি আমাদের রোগ, অসুস্থতা, এবং ব্যাথাকে নিজের উপর নিয়েছেন যাতে আমাদের আর তা বহন করতে না হয়।

যিশাইয়ের বিবরন কি? যীশু কেন কষ্টভোগ করেছিলেন?

® আমাদের কষ্ট - অসুস্থতা, দুর্বলতা, রোগ

® আমাদের দুঃখ - ব্যাথা

® আমাদের পাপসকল

® আমাদের অপরাধ এবং অধর্মতা

® আমাদের শান্তি এবং ভালোর জন্য

® আমাদের সর্বোপরি আরোগ্যতা

আমরা সাহসের সহিত বলতে পারি, " সত্য, তার ক্ষতসকল দ্বারা আমরা আরোগ্যতা পেয়েছি"!

এটাই যেমন সত্য যে আমরা জানি, তিনি আমাদের সমস্ত পাপকে বহন করেছেন আর আমাদের তা বহন করতে হবে না, তেমন এটাও জানি যে, তিনি আমাদের সমস্ত রোগ, অসুস্থতা এবং ব্যাথাকে নিয়ে নিয়েছেন।

যীশু আমাদের বিকল্প

আমাদের পক্ষে মুক্তির কাজে প্রভু যীশু, আমাদের বিকল্প হয়েছেন। তিনি আমাদের জায়গা নিলেন। আমাদের বিকল্প হিসাবে, তিনি কেবল আমাদের পাপই বহন করেননি, তিনি পাপের ফলও বহন করেছিলেন।

১ পিতর ২:২৪ " তিনি আমাদের " পাপভার তুলিয়া লইয়া" আপনি নিজ দেহে কাষ্ঠের উপরে বহন করিলেন, যেন আমরা পাপের পক্ষে মরিয়া ধার্মিকতার পক্ষে জীবিত হই, তাহারই ক্ষত দ্বারা তোমরা আরোগ্য প্রাপ্ত হইয়াছ"।

যীশুকে ক্রুশে দেবার আগে কোড়া মারা হয়েছিল,

মথি ২৭:২৬খ " এবং যীশুকে কোড়া মারিয়া ক্রুশে দিবার জন্য সমর্পণ করিলেন"।

ব্যাথাজনক চাবুকের আঘাতে যখন তার পিঠের মাংস ছিঁড়ে যাচ্ছিল সেই ব্যথাকে তিনি আমাদের জন্য সহ্য করলেন। তিনি

আমাদের বিকল্প হয়ে উঠলেন। তিনি আমাদের অসুস্থতা এবং রোগকে নিজের উপরে নিয়ে নিলেন।

আরোগ্যতা - উদ্ধারের একটি অংশ

∑ **উদ্ধারের সম্পূর্ণ প্রকাশ দুটিকেই প্রদান করে**

® যীশুকে আমাদের উদ্ধারকর্তা হিসাবে বিশ্বাসের দ্বারা অনন্তকাল পরিত্রান।

® যীশুকে আমাদের আরোগ্যকারী হিসাবে বিশ্বাসের দ্বারা আমাদের শরীরে আরোগ্যতা গ্রহন করা।

খ্রীষ্টীয় বিশ্বাসীকে এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে পতিত মানবজাতির জন্য ঈশ্বরের উদ্ধারের আরোগ্যতা হল একটি অংশ। যখন যীশু এই পৃথিবীতে এসে আমাদের পাপের জন্য মূল্য দিলেন, তার সঙ্গে তিনি আমাদের আরোগ্যতার জন্যও মূল্য দিলেন। ঈশ্বরের এটাই ইচ্ছাই যেন সমস্ত মনুষ্যজাতি মানসিক, শারীরিক এবং আবেগপূর্ণতায় সম্পূর্ণ স্বাস্থ্যকে উপভোগ করে।

আমাদের এই বিধানগুলি থেকে সম্পূর্ণরূপে উপকৃত হওয়ার জন্য, সেগুলি সম্পর্কে সচেতন হতে হবে এবং ঈশ্বরের বাক্যেকে বিশ্বাস করে তাদের গ্রহণ করতে হবে।

বিশ্বাস বনাম অনুভূতি

অনুভূতির প্রতি নির্ভরতা

আরোগ্যতা প্রাপ্তির একটি প্রধান বাধা হল অনুভূতির উপর নির্ভরতা। যদিও এটি কাউকে সুস্থ হতে দেখার জন্য আমাদের বিশ্বাসকে মুক্ত করে, আরোগ্যতার জন্য ঈশ্বরের বাক্যকে ভিত্তি হিসাবে স্থাপন করতে হবে। আমাদের অবশ্যই জানতে হবে ঈশ্বরের বাক্য কি বলে!

যিশাইয়ের বিবরণে ফিরে গেলে,

যিশাইয় ৫৩:১খ " কে আমাদের বিবরনকে বিশ্বাস করেছে?

এটি এমন একটি প্রশ্ন যা আমাদের সকলকে নিজেদের থেকে উত্তর দিতে হবে। আমি কি ঈশ্বরের বাক্য বিশ্বাস করি?

∑ **আমাকে একটি পছন্দ করতে হবে।**

® আমি কি ডাক্তারের বিবরনে বিশ্বাস করব? আমি কি ঈশ্বরের বিবরনে বিশ্বাস করব?

® আমি কি আমার ঐতিহ্য কে বিশ্বাস করব? আমি কি ঈশ্বর আমার আত্মায় বলেছেন এবং প্রকাশ করেছেন তাতে বিশ্বাস করব?

যখন আমরা ঈশ্বরের কাছ থেকে একটি রেমা শব্দ পাই, তখন বিশ্বাস আমাদের আত্মায় উদ্ভূত হয়। ডাক্তারের রিপোর্ট যাই হোক না কেন, আমাদের ঐতিহ্য, অনুভূতি, বা অতীতের অভিজ্ঞতা যাই হোক না কেন, আমাদের বিশ্বাস এসেছে এবং বিশ্বাস, ঈশ্বরের রিপোর্টকেই বিশ্বাস করে।

নিম্নলিখিত তুলনাতে, আপনারা অনুভূতির বিশ্বাস এবং ঈশ্বরের বাক্যের উপরে বিশ্বাসের পার্থক্যকে বুঝতে পারবেন।

বিশ্বাসের দ্বারা আরোগ্যতা

বিশ্বাস দ্বারা আরোগ্যতা আসে। আমরা ঈশ্বরের বাক্যকে, শেখা, বিশ্বাস এবং সেইমত কাজ করার দ্বারা আরোগ্যতাকে গ্রহন করতে পারি।

পৌল লিখলেন,

রোমীয় ৩:৩,৪ক " ভাল, কেহ কেহ যদি অবিশ্বাসী হইয়া থাকে, তাহাতেই বা কি? তাহাদের অবিশ্বাস কি ঈশ্বরের বিশ্বাস্যতা নিষ্ফল করিবে? তাহা দূরে থাকুক, বরং ঈশ্বরকে সত্য বলিয়া স্বীকার করা যাক, মনুষ্যমাত্র মিথ্যাবাদী হয় হোক ।

ঈশ্বর বিশ্বস্ত। তিনি তার আরোগ্য করার প্রতিজ্ঞাকে পূর্ণ করার জন্য সর্বদা প্রস্তুত রয়েছেন। আমাদের শুধুমাত্র তাঁকে বিশ্বাস করার দ্বারা আরোগ্যতাকে গ্রহন করতে হবে"।

® " তার ক্ষতসকলের দ্বারা আমরা আরোগ্যতা পেয়েছি"।

® " তার ক্ষতসকলের দ্বারা আমরা আরোগ্যতা পাই"।

® আমি উদ্ধার পেয়েছি কারন ঈশ্বর তেমন বলেছেন!

"কখনও কখনও আমি উদ্ধারিত বোধ করি না - কিন্তু আমি জানি আমি উদ্ধার পেয়েছি কারণ আমি ঈশ্বরের বাক্যকে বিশ্বাস করি।"

১যোহন ৫:১৩ক " তোমরা যাহারা ঈশ্বরের পুত্রের নামে বিশ্বাস করিতেছ, আমি তোমাদিগকে এই সকল কথা লিখিলাম, যেন তোমরা জানিতে পার যে, তোমরা অনন্ত জীবন পাইয়াছ"।

® আমি আরোগ্যতা পেয়েছি, কারন ঈশ্বর তেমন বলেছেন!

কখনও কখনও আমি আরোগ্য অনুভব করি না - কিন্তু আমি জানি আমি আরোগ্যতা লাভ করেছি কারন আমি ঈশ্বরের বাক্যকে বিশ্বাস করি"।

যিশাইয় ৫৩:৫ " কিন্তু তিনি আমাদের অধর্মের নিমিত্ত বিদ্ধ, আমাদের অপরাধের নিমিত্ত চূর্ণ হলেন, আমাদের শান্তিজনক শাস্তি তাঁহার উপরে বর্তীল, এবং তাঁহার ক্ষত সকল দ্বারা আমাদের আরোগ্য হইল"।

আমরা যা অনুভব করি বা দেখি না কেন বিশ্বাসের দ্বারা ন্যায্যভাবে আমাদের যা, তা গ্রহণ করতে হবে। অন্যদের অবিশ্বাস যেন আমাদের আরোগ্যতাকে কেড়ে নিতে না পারে। কেউ কেউ জিজ্ঞেস করে,

® " যদি ঈশ্বরের ইচ্ছা এটা যে সবাই সুস্থতা পায়, তবে কেন সব মানুষ সুস্থতা পাচ্ছে না?

আমরা এটাও জিজ্ঞেস করতে পারি,

® " যদি ঈশ্বরের ইচ্ছা এটা যে সবাই উদ্ধার পায়, তবে কেন সব মানুষ উদ্ধার পাচ্ছে না?

দুটি প্রশ্নের উত্তর হল,

® তাদের অবশ্যই বিশ্বাস করতে হবে ।

ঈশ্বরের বাক্যে বিশ্বাসের দ্বারা আমরা পরিত্রান পাই। ঈশ্বরের বাক্যে বিশ্বাসের দ্বারা আমরা আরোগ্যতাকে পাই।

প্রেরিতেরা বিশ্বাস করেছিল - আরোগ্যতা হল উদ্ধারের এক অংশ

এটা তাদের ক্রিয়া থেকে স্পষ্ট যে প্রেরিতরা বিশ্বাস করেছিলেন যে আরোগ্যতা তাদের উদ্ধারের এক অংশ, যখন তারা অসুস্থদের আরোগ্য করেছিল এবং তাদের অনুপ্রাণিত প্রতিবেদনগুলি লিখেছিল।

মথি বিশ্বাস করেছিলেন

যিশাইয়ের বর্ণিত ঈশ্বরের বিবরণকে মথি বিশ্বাস করেছিলেন।

মথি ৮:১৬, ১৭ " আর সন্ধ্যা হইলে লোকেরা অনেক ভূতগ্রস্তকে তাঁহার নিকটে আনিল, তাঁহাতে তিনি বাক্য দ্বারাই সেই আত্মাগণকে ছাড়াইলেন, এবং সকল পীড়িত লোককে সুস্থ করিলেন, যেন যিশাইয় ভাববাদী দ্বারা কথিত এই বচন পূর্ণ হয়, " তিনি আপনি আমাদের দুর্বলতা সকল গ্রহন করিলেন ও ব্যাধি সকল বহন করিলেন"।

যিশাইয় ৫৩:৪ যীশুর সবাইকে আরোগ্য করার দ্বারাই শুধুমাত্র পূর্ণ হতে পারে। " সবাই" বলতে আমাদের সকলকে বলা হচ্ছে।

পিতর বিশ্বাস করেছিল

যিশাইয়ের বর্ণিত ঈশ্বরের বিবরণকে পিতর বিশ্বাস করেছিলেন।

১পিতর ২:২৪ " তিনি আমাদের পাপভার তুলিয়া লইয়া আপনি নিজ দেহে কাষ্ঠের উপরে বহন করিলেন, যেন আমরা পাপের পক্ষে মরিয়া ধার্মিকতার পক্ষে জীবিত হই, " তাঁহারই ক্ষত দ্বারা তোমরা আরোগ্য প্রাপ্ত হইয়াছ"।

পিতর ঈশ্বরের বিবরন বিশ্বাস করেছিলেন যখন তিনি যীশুর পৃথিবী ছেড়ে চলে যাবার পর প্রথম ব্যক্তিকে সুস্থ্ করেছিলেন।

প্রেরিত ৩:৬ " কিন্তু পিতর বলিলেন, রৌপ্য কি স্বর্ণ আমার নাই, কিন্তু যাহা আছে তাহা তোমাকে দান করি, নাসরতীয় যীশু খ্রীষ্টের নামে হাঁটিয়া বেড়াও"।

সেই খোঁড়া ব্যাক্তির মত আমাদেরকেও ঈশ্বরের বাক্যকে সত্য বলে বিশ্বাস করতে হবে।

ঈশ্বরের বাক্য

® আরও নিশ্চিত হওয়া

পিতর কেবল ঈশ্বরের বাক্যকে বিশ্বাস করেননি, বরং তিনি জানতেন যে তিনি যা কিছু অনুভব করতে পারেন বা অনুভব করতে পারেন তার চেয়ে ঈশ্বরের বাক্য বেশি নিশ্চিত।

২ পিতর ১:১৯ক " আর ভাববানীর বাক্য দৃঢ়তর হইয়া আমাদের নিকটে রহিয়াছে"।

® চিরস্থায়ী

পিতর জানতেন যে ঈশ্বরের বাক্য জীবন্ত এবং স্থায়ী। এটা এখন আমাদের জীবনেও জীবিত এবং বৈধ।

১পিতর ১:২৩ " কারন তোমরা ক্ষয়নীয় বীর্য হইতে নয়, কিন্তু অক্ষয় বীর্য হইতে ঈশ্বরের জীবন্ত ও চিরস্থায়ী বাক্য দ্বারা পুনর্জাত হইয়াছ"।

আমি বিশ্বাস করি

বাক্যের মধ্যে আমরা স্পষ্ট দেখতে পারি

® যদি আমরা ১ পিতর ২:২৪ দ্বারা আরোগ্যতা লাভ করি,

® যদি আমরা যিশাইয় ৫৩:৫ দ্বারা আরোগ্যতা লাভ করি,

® তখন আমি আরোগ্য হলাম!

সবথেকে প্রয়োজনীয় হল ঈশ্বরের বিবরণকে বিশ্বাস করা! এমনকি যদি আমার ঐতিহ্য, ধর্মীয় নেতা, আমার চেহারা, বা আমার অনুভূতি আমাকে অন্যভাবে যাই বলুক না কেন!

® বিশ্বাস দ্বারা আমাকে অবশ্যই আরোগ্যতা গ্রহন করতে হবে।

® আমি অবশ্যই বিশ্বাসে কথা বলব এবং সেইমত কাজ করব!

® আমার বিশ্বাস বৃদ্ধির সাথে সাথে, আমি সক্রিয়ভাবে সেই বিশ্বাসকে আগিয়ে দেব, সাহসের সাথে বিশ্বাস দ্বারা কাজ করব এবং আরোগ্যতা লাভ করব।

® খোঁড়া লোকের মতো, আমার লক্ষণগুলি ক্রমাগতভাবে বা তাৎক্ষণিকভাবে অদৃশ্য হয়ে যাবে, । আমিও হেঁটে, লাফিয়ে ঈশ্বরের প্রশংসা করব ।

আপনি কি বিশ্বাস করবেন?

আপনি কি যিশাইয়ের বিবরণকে বিশ্বাস করবেন?

এখন ঈশ্বরের কাছ থেকে গ্রহণ করার সময়। আপনি এখনই আরোগ্যতার প্রকাশকে গ্রহন করতে পারেন!

আমরা ঈশ্বরের একটি নামেতে দেখেছি - যিহোবা-রাফা, আমাদের পক্ষ থেকে যীশুর কষ্ট থেকে, যিশাইয়ের ভবিষ্যদ্বাণী, এবং প্রেরিতদের সাক্ষ্য থেকে যে আরোগ্যতার আমাদের জীবনের জন্য ঈশ্বরের পরিকল্পনার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

∑ **আমাদের শরীর যা অনুভব করুক না কেন, ঈশ্বরের বাক্য ঘোষণা করে, "তাঁর আঘাতে আমরা সুস্থ হয়েছি!"**

তাৎক্ষণিকভাবে এই প্রকাশনটি আপনার আত্মায়, বিশ্বাসে ঝাঁপিয়ে পড়ে আপনার আরোগ্যতার প্রকাশ আসবে। সাহসিকতার সাথে ঘোষণা করুন, "তাঁর আঘাতে আমি সুস্থ হয়েছি!" সাহসী প্রত্যাশার সাথে আপনার শরীর পরীক্ষা করা শুরু করুন। আগে যা করতে পারেননি তা করুন। বিশ্বাসের একটি সাহসী কর্ম করুন এবং আপনার আরোগ্যতার প্রকাশের জন্য ঈশ্বরের প্রশংসা করতে শুরু করুন!

টীকাঃ এই পাঠ আমাদের শেখায় যে আমাদের শরীরে যাই সমস্যা হোক না কেন- ঈশ্বরের বাক্য বলে যে আমরা প্রায় দুই হাজার বছর আগে সুস্থ হয়েছিলাম। এখন আরোগ্যতা হওয়ার পরিবর্তে, বা ভবিষ্যতে কোনো এক সময়, সত্য হল আমাদের আরোগ্যতা এখনই আমাদের দেহে প্রকাশিত হচ্ছে। এই অধ্যয়নে আমরা এই সত্যটিকে প্রায়শই ব্যবহার করে উল্লেখ করি, "আমাদের আরোগ্যতার প্রকাশ।"

উদ্ভাসিত হবার সংজ্ঞা হল, '' "দৃষ্টি এবং জ্ঞানের কাছে স্পষ্টভাবে স্পষ্ট বা প্রকাশিত।"

পুনারোলচনার জন্য প্রশ্নাবলী

১। আরোগ্যতার জন্য ঈশ্বরের তার লোকেদের সঙ্গে কি চুক্তি রয়েছে? কেন এটি গুরুত্বপূর্ণ?

২। আপনার নিজের ভাষায় যিশাইয় ৫৩ তে পাওয়া আরোগ্যতার উদ্ঘাটন ব্যাখ্যা করুন।

৩। আপনার শরীরের উপসর্গগুলি ঈশ্বরের বাক্যে পাওয়া সত্যের উদ্ঘাটনের সাথে একমত না হলে ঈশ্বর আপনার জন্য কোন পদক্ষেপ নিতে চান বলে আপনি বিশ্বাস করেন?

তৃতীয় অধ্যায়

যীশু - আমাদের উদাহরন

মনুষ্যরুপে এলেন

এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে যীশু যখন পৃথিবীতে এসেছিলেন তখন তিনি অস্থায়ীভাবে ঈশ্বর হিসাবে তাঁর অধিকারগুলিকে সরিয়ে রেখেছিলেন। তিনি শেষ আদম, মানবপুত্র হিসেবে এসেছিলেন। তিনি পৃথিবীতে যা কিছু করেছেন, তিনি পরিচালনা করেছেন যেমন প্রথম আদমকে পরিচালনা করার জন্য তৈরি করা হয়েছিল। যীশু ঠিক সেইভাবেই পবিত্র আত্মার দ্বারা পরিচালিত হয়েছিলেন ঠিক যেমন বিশ্বাসীরা আজকে পরিচালিত হয়ে থাকে।

সাধু পৌল যীশুর মনুষ্যরুপে আগমনের বিষয়ে লিখলেন,

ফিলিপীয় ২:৭ '' কিন্তু আপনাকে শূন্য করিলেন, দাসের রুপ ধারন করিলেন, মনুষ্যদের সাদৃশ্যে জন্মিলেন''।

যীশুর প্রথম দুটি আশ্চর্যকাজ

জলকে দ্রাক্ষারসে পরিবর্তন করলেন

∑ তিনি যাই বলেন, সেটাই করুন!

যীশুর দ্বারা সম্পাদিত প্রথম অলৌকিক কাজটি ছিল বিবাহের ভোজে জলকে দ্রাক্ষারসে পরিণত করা। যীশুর মা মরিয়ম যখন তাঁকে বলেছিলেন যে তাদের দ্রাক্ষারস ফুরিয়ে গেছে, তখন তিনি দাসদের উদ্দেশ্যে কিছু গুরুত্বপূর্ণ কথা বললেন,

যোহন ২:৫খ '' ইনি তোমাদিগকে যাহা কিছু বলেন, তাহাই কর''।

আমাদের জীবনে যীশুর অলৌকিক ঘটনাগুলি অনুভব করতে, আমাদের অবশ্যই ঈশ্বরের রবকে শুনতে হবে এবং তা যতই বোকা লাগুক না কেন তা মেনে চলতেই হবে। "তিনি যা বলেন, তাই করুন!" এটি পবিত্র আত্মাকে আমাদের মধ্যে কাজ করার অনুমতি দেয়।

দাসেরা যীশুর বাধ্য হল, তাঁরা কলশিগুলী জল দ্বারা পূর্ণ করল, তারপর সেটার থেকে জল বার করে ভোজের প্রধানকে পান করতে দিল। যখন ভোজের প্রধান সেটিকে পান করে বললেন, '' তুমি উত্তম দ্রাক্ষারস এখন পর্যন্ত রাখিয়াছ''।

তাদের পক্ষে সন্দেহ করা কত সহজ ছিল যখন যীশু তাদের জল পূর্ণ করে নিয়ে যেতে বলেছিলেন, এবং জলটি ভোজের প্রধানের কাছে নিয়ে যেতে। পরিচারকেরা শুধু শুরুই করেননি

বরং বাধ্য হয়েছিলেন, সেটা যতটাই কঠিন হোক না কেন তাঁরা সেটির বাধ্য হয়েছিল।

আমাদের জীবনে আশ্চর্যকাজকে অনুভব করার জন্য, আমাদেরকেও বলতে হবে, " তিনি যাই বলেন, আমি তা করব"!

সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির পুত্রের আরোগ্যতা

∑ আরোগ্যতা হল যীশুর দ্বিতীয় আশ্চর্যকাজ!

একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি বিবাহভোজে যীশুর অলৌকিক কাজের কথা শুনেছিলেন এবং শ্রবণ করে বিশ্বাস করেছিলেন। সেই বিশ্বাসের ফলস্বরূপ, তার মৃত ছেলে বেঁচে উঠেছিল।

যোহন ৪:৪৬-৫১ " পরে তিনি আবার গালীলের সেই কান্না নগরে গেলেন, যেখানে জলকে দ্রাক্ষারস করেছিলেন। আর,এক জন রাজপুরুষ ছিলেন, তাঁহার পুত্র কফরনাহূমে পীড়িত ছিল। যীশু যিহূদিয়া হইতে গালীলে আসিয়াছেন, শুনিয়া তিনি তাঁহার নিকটে গেলেন, এবং বিনতি করিলেন, যেন তিনি গিয়া তাঁহার পুত্রকে সুস্থ করেন, কারন সে মৃতপ্রায় হইয়াছিল। তখন যীশু তাঁহাকে কহিলেন, চিহ্ন এবং অদ্ভুত লক্ষণ যদি না দেখ, তোমরা কোন মতে বিশ্বাস করিবে না। সেই রাজপুরুষ তাঁহাকে কহিলেন হে প্রভু, আমার ছেলেটি না মরিতে মরিতে আইসুন। যীশু তাঁহাকে কহিলেন, যাও, তোমার পুত্র বাঁচিল। যীশু সেই ব্যক্তিকে যে কথা বলিলেন, তিনি তাহা বিশ্বাস করিয়া চলিয়া গেলেন। তিনি যাইতেছেন, এমন সময় তাঁহার নিকটে আসিয়া বলিল, আপনার বালকটি বাঁচিল"।

তখন সেই ব্যক্তিটি যীশুর কথায় বিশ্বাস করল, এবং চলে গেল, তার দাসেরা তাকে বলল, " আপনার পুত্র বাঁচিল"।

ব্যক্তিটি যীশুর কাছে বিনতি করল যে, তিনি যেন গিয়ে তার পুত্রকে সুস্থ করেন। তার পরিবর্তে ব্যক্তিটি যখন যীশুর কথায় বিশ্বাস করল তখন তার পুত্র আরোগ্যতা লাভ করল।

অনেকে অলৌকিক কাজকে অনুভব করতে ব্যর্থ হয়েছে কারণ তারা যীশুকে তাদের মত করে করতে রাজি করার চেষ্টা করেছে। তারা বিশ্বাস করে যে তারা আরোগ্যতা হবে যদি একজন নির্দিষ্ট ব্যক্তি তাদের জন্য ঈশ্বর এবং তাঁর বাক্যে বিশ্বাস রাখার পরিবর্তে একটি নির্দিষ্ট উপায়ে প্রার্থনা করে।

সেই সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি এবং তার দাসদের মত আমরাও, অলৌকিক কাজকে অনুভব করতে পারি যদি আমরা যীশুর রবকে শুনি, তার বাক্যকে বিশ্বাস করি এবং তার ইচ্ছানুসারে কাজ করি।

যীশু এসেছিলেন

স্বাধীন করতে!

যীশু পবিত্র আত্মার দ্বারা অভিষিক্ত হয়েছিলেন বন্দীদের কাছে মুক্তির প্রচার করার জন্য এবং যারা নির্যাতিত হয়েছিল তাদের মুক্তি দেবার জন্য।

সমস্ত বন্ধন, অসুস্থতার বন্ধন সহ দুর্বলতা, ঈশ্বরের ইচ্ছা হতে পারে না, কারন পবিত্র আত্মার অভিষেক হল আরোগ্যতা এবং মুক্তি প্রদান করা।

লুক ৪:১৮ '' প্রভুর আত্মা আমাতে অধিষ্ঠান করেন, কারন তিনি আমাকে অভিষিক্ত করেছেন, দরিদ্রদের কাছে সুসমাচার প্রচার করিবার জন্য, তিনি আমাকে প্রেরন করিবার জন্য, তিনি আমাকে প্রেরন করেছেন বন্দীগনের কাছে মুক্তি প্রচার করার জন্য, অন্ধদের কাছে চক্ষুদান প্রচার করার জন্য, উপদ্রুতদিগকে নিস্তার করে বিদায় করার জন্য'।

সমস্ত জোয়ালকে ভেঙ্গেছেন

যিশাইয় যীশুর সেবকাকাজের বিষয়ে ভবিষ্যতবানী করেছিলেন যে, তিনি বন্দীদের মুক্ত করবেন।

যিশাইয় ৫৮:৬ আমার মনোনীত উপবাস কি এই নয়?

- দুষ্টতার গাঁট সকল খুলে দেওয়া,
- যোয়ালির খিল মুক্ত করা,
- দলিত লোকদিগকে স্বাধীন করা
- ও প্রত্যেক যোয়ালি ভগ্ন করা কি নয়?

শয়তানের কাজকে ধ্বংস করতে

যোহন পুস্তক অনুসারে যীশুর আগমনের কারন হল,
১যোহন ৩:৮খ '' যেন দিয়াবলের কাজ সকল লোপ করেন''।

পরিপূর্ণ জীবন দান করতে

শয়তানের কাজকে ধ্বংস করে, যীশু তাঁর লোকেদের জন্য প্রচুর জীবন প্রদান করেন। যীশু বলেছেন,
যোহন ১০:১০খ '' আমি আসিয়াছি, যেন তাঁহারা জীবন পায় ও উপচয় পায়''।

সবাইকে আরোগ্য করতে

যীশুর আরোগ্যতা সেবাকাজের শাস্ত্রীয় গুরুত্ব এটাই যে তিনি তাঁর কাছে আসা সমস্ত মানুষকে আরোগ্য করেছেন।

বাইবেলে পরিত্রাণ এবং আরোগ্যতা বর্ণনা করার জন্য বিশেষ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। কাকে সুস্থ করা হবে তা বর্ণনাকারী শর্তাবলী নতুন জন্মগ্রহণ করার বর্ণনা করার শর্তগুলির অনুরূপ।

পরিত্রানেরজন্যঃ	আরোগ্যতার জন্যঃ
*সকলের জন্য	*সকলের জন্য
*যে কেউ	*প্রত্যেকে

∑ বাইবেলের বিভিন্ন পদে বর্ণিত রয়েছে যে আরোগ্যতা হল সকলের জন্য। সেগুলিকে অধ্যায়ন করার দ্বারা আপনি এর গুরুত্বকে বুঝতে পারবেন।

® প্রত্যেকে

মথি ৯:৩৫ " আর যীশু সমস্ত নগরে ও গ্রামে ভ্রমন করিতে লাগিলেন তিনি লোকদের সমাজ-গৃহে উপদেশ দিলেন ও রাজ্যের সুসমাচার প্রচার করিলেন, এবং সর্বপ্রকার রোগ ও সর্বপ্রকার ব্যাধি আরোগ্য করিলেন "।

® যতজন

মথি ৯:৩৬ " কিন্তু বিস্তর লোক দেখিয়া তিনি তাহাদের প্রতি করুণাবিষ্ট হইলেন, কেননা তাহারা ব্যাকুল ও ছিন্নভিন্ন ছিল, যেন পালকবিহীন মেষপাল"।

® সকলে

মথি ১২:১৫ " যীশু তাহা জানিয়া তথা হইতে চলিয়া গেলেন, অনেক লোক তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিল, আর তিনি সকলকে সুস্থ করিলেন"।

® সকলে

মথি ৮:১৬ " আর সন্ধ্যা হইলে লোকেরা অনেক ভূতগ্রস্থকে তাঁহার নিকটে আনিল, তাহাতে তিনি বাক্য দ্বারাই সেই আত্মাগণকে ছাড়াইলেন, এবং সকল পীড়িত লোককে সুস্থ করিলেন"।

® সকলে

লুক ৬:১৯ " আর সমস্ত লোক তাঁহাকে স্পর্শ করিতে চেষ্টা করিল, কেননা তাঁহা হইতে শক্তি নির্গত হইয়া সকলকে সুস্থ করিতেছিল"।

® সকলে

প্রেরিত ১০:৩৮ " ফলতঃ নাসরতীয় যীশুর কথা, কিরুপে ঈশ্বর তাঁহাকে পবিত্র আত্মাতে ও পরাক্রমে অভিষেক করিয়াছিলেন, তিনি হিত-কাজ করিয়া বেড়াইতেন, এবং

দিয়াবল দ্বারা প্রপীড়িত সকল লোককে সুস্থ করিতেন, কারন ঈশ্বর তাঁহার সহবর্তী ছিলেন"।

তিনি অপরিবর্তনীয়

ইব্রিয় পুস্তকের লেখক লিখেছেন যে যীশু অপরিবর্তনীয়; আজও তিনি একই আছেন।

ইব্রিয় ১৩:৮ " যীশু খ্রীষ্ট কল্য ও অদ্য এবং অনন্তকাল যে, সেই আছেন"।

তিনি এই পৃথিবীতে থাকার সময় যদি সুস্থ করে থাকেন, তবে তিনি আজকেও সুস্থ করবেন! যে কেহ বিশ্বাস সহকারে তাকে গ্রহন করবে সে আরোগ্যতা গ্রহন করবে।

যীশু মহান আজ্ঞা প্রদান করলেন

অন্তিম নির্দেশ

যীশু স্বর্গে আরোহণের ঠিক আগে, তিনি আমাদেরকে তাঁর চূড়ান্ত নির্দেশ দিয়েছিলেন। এটাকে আমরা মহান প্রতিজ্ঞা বলে থাকি।

মার্ক তাঁর পুস্তকে যীশুর তার বিশ্বাসীদের কাছে বলা এই গুরুত্বপূর্ণ শেষ কথাগুলো লিপিবদ্ধ করেন।

মার্ক ১৬:১৫-১৯ " আর তিনি তাঁহাদিগকে কহিলেন, তোমরা সমূদয় জগতে যাও, সমস্ত সৃষ্টির নিকটে সুসমাচার প্রচার কর। যে বিশ্বাস করে ও বাপ্তাইজিত হয়, সে পরিত্রান পাইবে, কিন্তু যে অবিশ্বাস করে, তাঁহার দণ্ডাজ্ঞা করা যাইবে। আর যাহারা বিশ্বাস করে, এই চিহ্নগুলি তাহাদের অনুবর্তী হইবে, তাহারা আমার নামে ভূত ছাড়াইবে, তাঁহার নূতন নূতন ভাষায় কথা কহিবে, তাহারা সর্প তুলিবে, এবং প্রাননাশক কিছু পান করিলেও তাহাতে কোন মতে তাহাদের হানি হইবে না, তাহারা পীড়িতদের উপরে হস্তার্পণ করিবে, আর তাঁহারা সুস্থ হইবে। তাহাদের সহিত কথা কহিবার পর প্রভু যীশু উরদ্ধে, স্বর্গে গৃহীত হইলেন, এবং ঈশ্বরের দক্ষিনে বসিলেন"।

এটি কোন পরামর্শ নয় বরং - এটি একটি মহান আজ্ঞা!

যীশু আমাদের উদাহরন

যখন তাঁর নিরাময় এবং অলৌকিক সেবাকাজের কথা আসে তখন যীশুই যে আমাদের উদাহরন তা বিশ্বাস করতে অসুবিধা বোধ হয়। তারা যুক্তি দেয় যে এই সমস্ত অতিপ্রাকৃত প্রকাশ ঈশ্বরের পুত্র হিসাবে দত্ত শক্তির কারণে হয়েছিল। এটা সত্য নয়।

যীশু আমাদের উদাহরণ হওয়ার জন্য অনন্যভাবে যোগ্য ছিলেন কারণ তিনি অস্থায়ীভাবে ঈশ্বরের পুত্র হিসাবে তাঁর অধিকারগুলি সরিয়ে রেখেছিলেন এবং শেষ আদম হিসাবে একজন মানুষ হিসাবে বেঁচে থাকার এবং পরিচর্যা করার জন্য এই পৃথিবীতে এসেছিলেন। যদিও তিনি সত্যিকারের ঈশ্বর ছিলেন, তবুও তিনি মানবপুত্র হিসেবে এই পৃথিবীতে বেঁচে ছিলেন এবং পরিচর্যা করেছিলেন।

জর্ডন নদীতে বাপ্তিশ্ম নেওয়া এবং পবিত্র আত্মায় পূর্ণ হবার পূর্বে তাঁহার জীবনের কোন আশ্চর্য কাজ বর্ণিত নেই। তার সেবাকাজ পবিত্র আত্মার আশ্চর্য উপহার এবং শক্তি দ্বারা কার্যকর হয়েছিল। ঠিক তেমনি আমাদেরকেও এক আত্মায় বাপ্তিশ্মপ্রাপ্ত বিশ্বাসী হিসেবে পরিচর্যা এবং জীবনযাপন করতে হবে।

® পবিত্র আত্মার দ্বারা অভিষিক্ত

যীশু বলেছিলেন পবিত্র আত্মা তাকে অভিষিক্ত করেছেন।

লুক ৪:১৮, ১৯ " প্রভুর আত্মা আমাতে অধিষ্ঠান করেন, কারন তিনি আমাকে অভিষিক্ত করিয়াছেন, দরিদ্রদের কাছে সুসমাচার প্রচার করিবার জন্য, তিনি আমাকে প্রেরন করিয়াছেন, বন্দিগণের কাছে মুক্তি প্রচার করিবার জন্য, অন্ধদের কাছে চক্ষুদান প্রচার করিবার জন্য, উপদ্রুতদিগকে নিস্তার করিয়া বিদায় করিবার জন্য, প্রভুর প্রসন্নতার বৎসর ঘোষণা করিবার জন্য"।

® তিনটি প্রধান বিষয়

∑ যীশুর পরিচর্যায় যুক্ত ছিল

® শিক্ষা

® প্রচার

® আরোগ্যতা এবং মুক্তি

মথি ৯:৩৬-৩৮ " কিন্তু বিস্তর লোক দেখিয়া তিনি তাহাদের প্রতি করুণাবিষ্ট হইলেন, কেননা তাঁহারা ব্যাকুল ও ছিন্নভিন্ন ছিল, যেন পালকবিহীন মেষপাল। তখন তিনি আপন শিস্যদিগকে কহিলেন, শস্য প্রচুর বটে, কিন্তু কার্যকারী লোক অল্প, অতএব শস্যক্ষেত্রের স্বামীর নিকটে প্রার্থনা কর, যেন তিনি নিজ শস্যক্ষেত্রে কার্যকারী লোক পাঠাইয়া দেন"।

যীশু অন্যদের নিযুক্ত করলেন

শিস্যরা

বারোজন শিস্য নিযুক্ত করার দ্বারা যীশুর আশ্চর্যময় পরিচর্যা কার্য আরও বৃদ্ধি পেয়েছিল। যীশু যেমন তাদের শিক্ষা দিয়েছিলেন তাঁরাও সেইরুপ পরিচর্যা কার্য করবে।

মথি ১০:১, ৭, ৮ '' পরে তিনি আপনার বারোজন শিস্যকে নিকটে ডাকিয়া তাঁহাদিগকে অশুচি আত্মাদের উপরে ক্ষমতা দিলেন, যেন তাঁহারা তাঁহাদিগকে ছাড়াইতে, এবং সর্বপ্রকার রোগ ও ব্যাধি আরোগ্য করিতে পারেন''।

'' আর তোমরা যাইতে যাইতে এই কথা প্রচার কর, 'স্বর্গ রাজ্য সন্নিকট হইল'। পীড়িতদিগকে সুস্থ করিও, মৃতদিগকে উত্থাপন করিও, কুষ্ঠীদিগকে শুচি করিও, ভূতদিগকে ছাড়াইও, তোমরা বিনামুল্যে পাইয়াছ, বিনামূল্যেই দান করিও''।

∑ নতুন নিযুক্ত শিস্যদের কাজ হলঃ

® প্রচার

® অসুস্থদের সুস্থ করা।

® কুষ্ঠীদিগকে শুচি করা।

® মৃতদিগকে উত্থাপন করা।

® ভূতদিগকে ছাড়ান।

যীশুর মত একই প্রেম এবং করুনার দ্বারা তাঁরা বিনামুল্যে এটি করবে। তাদের সেবাকাজ যেন যীশুর সেবাকাজের মত হয়।

সত্তরজন

বারোজনকে নিযুক্ত এবং তাদের অভিজ্ঞতা বৃদ্ধি পাবার পর যীশু আরও সত্তরজনকে প্রেরন করলেন।

লুক ১০:১, ৯ '' তৎপরে প্রভু আরও সত্তর জনকে নিযুক্ত করিলেন, আর আপনি যেখানে যেখানে যাইতে উদ্যত ছিলেন, সেই সমস্ত নগরে ও স্থানে আপনার অগ্রে দুই দুই জন করিয়া তাঁহাদিগকে প্রেরন করিলেন''।

'' আর সেখানকার পীড়িতদিগকে সুস্থ করিও, এবং তাঁহাদিগকে বলিও, ঈশ্বরের রাজ্য তোমাদের সন্নিকট হইল''।

∑ আজ্ঞার পরিবর্তন হয়নি। সত্তর জনকেওঃ

® অসুস্থদের সুস্থ করা।

® ঈশ্বরের রাজ্যের সুসমাচার প্রচার করা।

সেবাকাজ বিস্তারিত হয়েছিল, তাই যীশু প্রথমে বারোজন শিস্যের জীবনের দ্বারা এবং পরে সত্তরজনের জীবনের দ্বারা নিজেকে প্রকাশ করলেন। অবশ্যই তাদের এখনও অনেক কিছু শেখার ছিল, কিন্তু তারা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছিল। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, তারা যীশুর বাধ্য ছিল। ফলস্বরূপ, তারা মহান আশ্চর্য ঘটনা, আনন্দ এবং বিজয় অনুভব করতে পেরেছিল।

লুক ১০:১৭ক " পরে সত্তরজন আনন্দে ফিরিয়া আসিয়া কহিল.....

সমস্ত বিশ্বাসীরা

মহান আজ্ঞার নির্দেশ তিনি সমস্ত বিশ্বাসীদেরকেও দিয়েছেন। যারা নতুন জন্মপ্রাপ্ত হয়েছে প্রত্যেকের জন্য একই আজ্ঞা যে তাঁরা যেন যীশুর নামে এই মহান আজ্ঞাকে পালন করে।

মার্ক ১৬:১৫, ১৭, ১৮ " আর তিনি তাঁহাদিগকে কহিলেন, তোমরা সমূদয় জগতে যাও, সমস্ত সৃষ্টির নিকটে সুসমাচার প্রচার কর। আর যাহারা বিশ্বাস করে, এই চিহ্নগুলি তাহাদের অনুবর্তী হইবে, তাঁহারা আমার নামে ভূত ছাড়াইবে, তাঁহারা নূতন নূতন ভাষায় কথা কহিবে, তাহারা সর্প তুলিবে, এবং প্রাননাশক কিছু পান করিলেও তাহাতে কোন মতে তাহাদের হানি হইবে না, তাহারা পীড়িতদের উপরে হস্তার্পণ করিবে, আর তাহারা সুস্থ হইবে"।

প্রেরিতরা মারা যাবার পর কি আরোগ্যতা বন্ধ হয়ে গেছে?

না, মহান আজ্ঞা শুধুমাত্র প্রেরিতদের জন্য ছিল না বরং " যারা বিশ্বাস করে" তাদের জন্যও ছিল। যারা বিশ্বাস করে তাদের সকলকে এই পৃথিবীতে আরোগ্যতার পরিচর্যাকে করতে হবে।

যীশুকে একজন পরিত্রাতা এবং আরোগ্যকারী হিসাবে বিশ্বাসীদের কাছে শিক্ষা এবং প্রচার করতে হবে। আর যখন তারা সত্যকে জানবে এবং বিশ্বাসে গ্রহন করবে তখন আরোগ্যতার পরিচর্যা প্রবাহিত হবে।

∑ **বিশ্বাসীদের প্রেরন করা হয়েছেঃ**

® যাও এবং প্রচার করা।

® মন্দ আত্মাকে ছাড়ানো।

® নতুন নতুন ভাষায় কথা বলা।

® অসুস্থদের উপর হস্ত রাখতে।

যতজন বিশ্বাস করে (শুধুমাত্র প্রেরিত, ভাববাদী, সুসমাচারপ্রচারকারী, পালক এবং শিক্ষকেরা নয়) তারা অসুস্থদের উপর হস্ত রাখবে এবং তারা সুস্থ হবে।

যীশু প্রতিদিন যা করতেন সমস্ত বিশ্বাসীদেরকেও তাই করতে হবে ।

যোহন ১৪:১২ " সত্য, সত্য আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, যে আমাতে বিশ্বাস করে, আমি যে সকল কাজ করিতেছি, সেও করিবে এমন কি, এ সকল হইতেও বড় বড় কাজ করিবে, কেননা আমি পিতার নিকটে যাইতেছি"।

সমস্ত বিশ্বাসীদের সুসমাচার প্রচার করতে হবে এবং আশা করতে হবে যে ঈশ্বর তাদের মধ্যে তার বাক্য এবং চিহ্নকাজের দ্বারা কার্য করবেন ।

মার্ক ১৬:২০ " আর তাহারা প্রস্থান করিয়া সর্বত্র প্রচার করিতে লাগিলেন, এবং প্রভু সঙ্গে সঙ্গে কার্য করিয়া অনুবর্তী চিহ্নসমূহ দ্বারা সেই বাক্য সপ্রমাণ করিলেন। আমেন।

সমস্ত বিশ্বাসীদের, পবিত্র আত্মায় শক্তিপ্রাপ্ত হয়ে, যীশুর সাক্ষ্যস্বরূপ হতে হবে। তাদেরকে প্রথমে নিজেদের শহরে তারপর, পৃথিবীর সমস্ত প্রান্তে সুসমাচারকে ছড়িয়ে দিতে হবে।

প্রেরিত ১:৮ " কিন্তু পবিত্র আত্মা তোমাদের উপরে আসিলে তোমরা শক্তি প্রাপ্ত হইবে, আর তোমরা যিরুশালেমে, সমুদয় যিহূদীয়া ও শমরিয়া দেশে এবং পৃথিবীর প্রান্ত পর্যন্ত আমার সাক্ষী হইবে"।

মথি ২৪:১৪ " আর সর্বজাতির কাছে সাক্ষ্য দিবার নিমিত্ত রাজ্যের এই সুসমাচার সমুদয় জগতে প্রচার করা যাইবে; আর তখন শেষ উপস্থিত হইবে"।

যীশু খ্রীষ্ট, যিনি স্বয়ং ঈশ্বরের পুত্র, তিনি সমস্ত মানবজাতিকে উদ্ধার করবার জন্য এই পৃথিবীতে এলেন। আরোগ্যতা সেই উদ্ধারের একটি অংশ। যীশু তার ব্যক্তিগত সেবাকাজ আরোগ্যতা দ্বারা শুরু করেছিলেন, তারপর তিনি শিস্যদের প্রশিক্ষন এবং আজ্ঞার প্রদানের দ্বারা সেবাকাজকে বৃদ্ধি করেছিলেন। সেই একই পদ্ধতি এখনও বর্তমান রয়েছে। বিশ্বাসী হওয়া নাতে আমাদেরকে হারিয়ে যাওয়া এবং মৃত পৃথিবীর কাছে সুসমাচারকে নিয়ে যাওয়ার আজ্ঞা তিনি প্রদান করেছেন। যীশু যা কাজ করেছিলেন যীশু যেমন কাজ করেছিলেন সমস্ত শিস্যদেরকেও সেই একই কাজ করতে হবে।

প্রথম শতাব্দীর মণ্ডলীর পরিচালকেরা আরোগ্যতাকে অব্যাহত রেখেছিলেন

যীশু স্বর্গে আরোহণের পর কি আরোগ্যতা বন্ধ হয়ে গেছিল? না, শিস্যরা সুসমাচার প্রচার এবং আরোগ্যতা কাজকে অব্যাহত রেখেছিলেন। আমরা পিতর, ফিলিপ এবং পৌলের উদাহরনকে দেখতে পারি।

পিতর

পিতর খোঁড়া ব্যক্তিটিকে যীশুর নামেতে সুস্থ করেছিলেন।

প্রেরিত ৩:১-৮ " এক দিন প্রার্থনার নির্দিষ্ট সময়ে নবম ঘটিকায়,পিতর ও যোহন ধর্মধামে যাইতেছিলেন;এমন সময়ে লোকেরা এক ব্যক্তিকে বহন করিয়া আনিতেছিল, সে মাতার গর্ভ হইতে খঞ্জ; তাঁহাকে প্রতিদিন ধর্মধামে সুন্দর নামক দ্বারে রাখিয়া দেওয়া হইত, যেন ধর্মধামে যাহারা প্রবেশ করে, তাহাদের কাছে ভিক্ষা চাহিতে পারে। সে পিতরকে ও যোহনকে ধর্মধামে প্রবেশ করিতে উদ্যত দেখিয়া ভিক্ষা পাইবার জন্য বিনতি করিতে লাগিল।তাহাতে পিতর যোহনের সহিত তাহার প্রতি এক দৃষ্টে চাহিদা করিলেন, আমাদের প্রতি দৃষ্টিপাত কর।তাহাতে সে তাহাদের প্রতি দৃষ্টি করিয়া রহিল,তাহাদের নিকট হইতে কিছু পাইবার অপেক্ষা করিতেছিল। কিন্তু পিতর বলিলেন, রৌপ্য কি স্বর্ণ আমার নাই,কিন্তু যাহা আছে, তাহা তোমাদের দান করি; নাসরতিয় যীশু খ্রিষ্টের নামে হাঁটিয়া বেড়াও। পরে তিনি তাঁহার দক্ষিণ হস্ত ধরিয়া তাঁহাকে তুলিবেন; তাহাতে তৎক্ষণাৎ তাঁহার চরন ও গুলফ সবল হইল; আর সে লম্ফ দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, ও হাঁটিয়া বেড়াইতে লাগিল, এবং বেড়াইতে বেড়াইতে লম্ফ দিতে দিতে ঈশ্বরের প্রশংসা করিতে করিতে তাঁহাদের সহিত ধর্মধামে প্রবেশ করিল"।

ফিলিপ

ফিলিপ যিনি একজন যাজক ছিলেন পরবর্তীকালে এক সুসমাচার প্রচারকারী হয়েছিলেন। তিনি শমরিয়া প্রদেশে যীশুর সুসমাচার প্রচার করেছিলেন এবং সেখানে আশ্চর্য কাজ সম্পন্ন হয়েছিল।

প্রেরিত ৮:৫-৮ " আর ফিলিপ শমরিয়ার নগরে গিয়া লোকদের কাছে খ্রীষ্টকে প্রচার করিতে লাগিলেন। আর লোকসমূহ ফিলিপের কথা শুনিয়া ও তাঁহার কৃত চিহ্নকাজ সকল দেখিয়া একচিত্তে তাঁহার কথায় অবধান করিল। কারন অশুচি আত্মাবিষ্ট অনেক লোক হইতে সেই সকল আত্মা উচ্চেস্বরে চেঁচাইয়া বাহির হইয়া আসিল, এবং অনেক পক্ষাঘাতী ও খঞ্জ সুস্থ হইল, তাহাতে ঐ নগরে বড়ই আনন্দ হইল"।

পৌল

পৌল এক খঞ্জ ব্যক্তিকে যীশুর সুসমাচার দিয়েছিলেন এবং সেই ব্যক্তিটি আরোগ্যতা লাভ করেছিল।

প্রেরিত ১৪:৮-১০ " লুস্ত্রায় এক ব্যক্তি বসিয়া থাকিত, তাহার পায়ে বল ছিল না, সে মাতৃগর্ভ হইতে খঞ্জ, কখনও চলে নাই। সেই ব্যক্তি পৌলের কথা শুনিতেছিল; তিনি তাহার প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া, সুস্থ হইবার জন্য তাহার বিশ্বাস আছে দেখিয়া, উচ্চ রবে বলিলেন, তোমার পায়ে ভর দিয়া সোজা হইয়া দাঁড়াও; তাহাতে সে লাফ দিয়া উঠিল ও হাঁটিতে লাগিল।

তিনি একজন জ্বর এবং আমাশয় রোগীকে সুস্থ করেন।

প্রেরিত ২৮:৮, ৯ " তৎকালে পুব্লিয়ের নেতা জ্বর ও আমাশয় রোগে পীড়িত হইয়া শয্যাগত ছিলেন। আর পৌল ভিতরে তাঁহার নিকটে গিয়া প্রার্থনা পূর্বক তাঁহার উপরে হস্তার্পণ করিয়া তাঁহাকে সুস্থ করিলেন। ঐ ঘটনা হইলে পর অন্য যত রোগী ঐ দ্বীপে ছিল, তাহারা আসিয়া সুস্থ হইল"।

উপোরিক্ত বাক্যকে থেকে আমরা এটা দেখি যে প্রথম শতাব্দীর মণ্ডলীর পরিচালকেরা আরোগ্যতার পরিচর্যা করেছিলেন।

আরোগ্যতা সুসমাচারপ্রচার কাজের দরজাকে খুলে দেয়

আরোগ্যতা, যারা উদ্ধার পাইনি তাদের কাছে সুসমাচার ভাগ করে নেবার সুযোগ করে দেয়। একজন ব্যক্তিকে সুসমাচার দেবার আগে প্রথমে তাদের মনোযোগ আকর্ষণ করতে হবে। এই পৃথিবীতে শারীরিক ব্যথা - যন্ত্রণা, হৃদয়ের যন্ত্রণা থেকে আরোগ্যতা একজনের মনোযোগকে আকর্ষণ করতে এবং ঈশ্বরের বাক্যের বৈধতা দ্রুত প্রতিষ্ঠা করতে সাহায্য করে।

পুনরুত্থানের পর আশ্চর্যকাজ

পুনরুত্থানের পর প্রথম সুসমাচার বিষয়ক সভা আরোগ্যতা দ্বারা প্রারম্ভ হয়েছিল। সুন্দর নামক দ্বারে এক খঞ্জ ব্যক্তির আশ্চর্যজনকভাবে আরোগ্যতা পাঁচ হাজার লোকের উদ্ধারের দরজাকে খুলে দিয়েছিল।

প্রেরিত ৩:৮-১১ " আর সে লম্ফ দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, ও হাঁটিয়া বেড়াইতে লাগিল, এবং বেড়াইতে বেড়াইতে, লম্ফ দিতে দিতে, ঈশ্বরের প্রশংসা করিতে করিতে তাঁহাদের সহিত ধর্মধামে প্রবেশ করিল। সমস্ত লোক তাহাকে বেড়াইতে ও ঈশ্বরের প্রশংসা করিতে দেখিল, আর তাহারা চিনিতে পারিল যে, এ সেই ব্যক্তি, যে ধর্মধামের সুন্দর দ্বারে বসিয়া ভিক্ষা করিত, আর তাহার প্রতি যাহা ঘটিয়াছিল, তাহাতে অতিশয়

চমৎকৃত ও বিস্ময়াপন্ন হইল। আর সে পিতরকে ও যোহনকে ধরিয়া থাকাতে লোক সকল অতিশয় চমৎকৃত হইয়া তাঁহাদের নিকটে শলোমনের নামে আখ্যাত বারাণ্ডায় দৌড়িয়া আসিল"।

প্রেরিত ৪:৪ " তথাপি যে সকল লোক বাক্য শুনিয়াছিল, তাঁহাদের মধ্যে অনেক বিশ্বাস করিল, তাহাতে পুরুষদের সংখ্যা কমবেশ পাঁচ হাজার হইল"।

আসুন আমরা পিতর এবং যোহনের কাজ দেখি।

- ® তারা সাধারন কাজ করছিল - মণ্ডলীর বাইরে আশ্চর্যকাজ ঘটেছিল।
- ® তারা লোকটিকে লক্ষ্য করল এবং তার সাথে কথা বলল। তারা আরোগ্যতা প্রদান করার জন্য উদ্যোগী হলেন।
- ® তারা প্রাথমিক অর্থের চাহিদার কারনে পিছিয়ে যাইনি।
- ® তাদের কাছে যা ছিল তা তারা দিল - ঈশ্বরের বাক্য এবং যীশুর নামের সামর্থ্য ।
- ® তারা কর্তৃত্বের সহিত কথা বলেছিল।

পদ্ধতির পরিবর্তন হয়নি

জগতের কাছে পৌঁছানোর পদ্ধতির পরিবর্তন হয়নি।

যীশু পরিচর্যা করেছিলেনঃ

- ® শিক্ষা
- ® প্রচার
- ® আরোগ্যতা

বারোজনকে প্রেরন করা হয়েছিলঃ

- ® প্রচার করতে
- ® আরোগ্য করতে
- ® শুচিকরণ করতে
- ® মৃতকে জীবন দিতে
- ® মন্দ আত্মাকে ছাড়াতে

সত্তরজনকে প্রেরন করা হয়েছিলঃ

- ® অসুস্থদের আরোগ্য করতে
- ® তাদের বল " স্বর্গরাজ্য উপস্থিত"।

আমাদের নিযুক্ত করা হয়েছেঃ

- ® যাও প্রচার কর

® মন্দ আত্মাকে ছাড়াতে

® নতুন নতুন ভাষায় কথা বলতে

® অসুস্থদের উপর হস্ত রাখতে

∑ **আরোগ্যতা শুধুমাত্র বিশ্বাসীদের জন্যই সীমাবদ্ধ নয় বরং প্রভু যীশু চান যারা এখনও উদ্ধার পাইনি তারা যেন আরোগ্যতার দ্বারা ঈশ্বরের বাক্যের সত্যতাকে জানতে পারে এবং উদ্ধার পায়।**

পুনারলোচনার জন্য প্রশ্নাবলী

১। যীশুর প্রথম দুটি আশ্চর্যকাজ থেকে আমরা কোন গুরুত্বপূর্ণ জিনিস শিখতে পারি?

২। মার্কের সুসমাচারে কোন মহান আজ্ঞা দেওয়া হয়েছে? (মুখস্থ করুন)

৩। জগতের কাছে পৌঁছানোর জন্য যীশুর পদ্ধতি কি ছিল? আমাদের পদ্ধতি কেমন হওয়া উচিত? কেন?

চতুর্থ অধ্যায়

পবিত্র আত্মা এবং তার ক্ষমতা

সাধু পৌল লিখলেন,

১ করিন্থিয় ২:৪ " আর আমার বাক্য ও আমার প্রচার জ্ঞানের প্ররোচক বাক্যযুক্ত ছিল না, বরং আত্মার ও পরাক্রমের প্রদর্শনযুক্ত ছিল, যেন তোমাদের বিশ্বাস মনুষ্যদের জ্ঞানযুক্ত না হইয়া ঈশ্বরের পরাক্রমযুক্ত হয়"।

অবশ্যই, আমাদের সেই একই ঈশ্বরের পরাক্রমের দরকার রয়েছে, কিন্তু এটি কি?

যীশুর জীবনে আরোগ্যতার ক্ষমতা

যীশুর জর্ডন নদীতে পবিত্র আত্মার দ্বারা বাপ্তিশ্মের পরেই তার পরিচর্যা কাজে পবিত্র আত্মার ক্ষমতার প্রকাশ ঘটতে থাকে।

যীশুর মধ্যে যে ক্ষমতা ছিল তা যাদের আরোগ্যতার প্রয়োজন ছিল তাদের দেহে সঞ্চারিত হয়েছিল যখন তারা তাকে বিশ্বাসে স্পর্শ করেছিল বা যখন তিনি তাদের স্পর্শ করেছিলেন।

বারো বছর ধরে রক্তস্রোত সহ্য করা মহিলার ঘটনা এই ক্ষমতার উদাহরণ।

কে আমাকে স্পর্শ করেছে?

মার্ক ৫:২৫-৩৪ " আর একটি স্ত্রীলোক বারো বৎসর অবধি প্রদর রোগগ্রস্ত হইয়াছিল, অনেক চিকিৎসকের দ্বারা বিস্তর ক্লেশভোগ করিয়াছিল, এবং সর্বস্ব ব্যয় করিয়াও কিছু উপশম পায় নাই, বরং আরও পীড়িত হইয়াছিল। সে যীশুর বিষয় শুনিয়া ভিড়ের মধ্যে তাঁহার পশ্চাৎ দিকে আসিয়া তাঁহার বস্ত্র স্পর্শ করিল। কেননা সে কহিল, আমি যদি কেবল উহার বস্ত্র স্পর্শ করিতে পাই, তবেই সুস্থ হইব। আর তৎক্ষণাৎ তাঁহার রক্তস্রোত শুকাইয়া গেল, আর আপনি যে ঐ রোগ হইতে মুক্ত হইয়াছে, ইহা শরীর টের পাইল। যীশু তৎক্ষণাৎ অন্তরে জানিতে পাইলেন যে, তাঁহা হইতে শক্তি বাহির হইয়াছে, তাই ভিড়ের মধ্যে মুখ ফিরাইয়া বলিলেন, কে আমার বস্ত্র স্পর্শ করিল? তাঁহার শিষ্যেরা বলিলেন, আপনি দেখিতেছেন, লোকেরা আপনার উপরে চাপাচাপি করিয়া পরিতেছে, তবু বলিতেছেন, কে আমাকে স্পর্শ করিল?

কিন্তু কে ইহা করিয়াছিল, তাহাকে দেখিবার জন্য তিনি চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। তাহাতে সেই স্ত্রীলোকটি ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে, তাঁহার প্রতি কি করা হইয়াছে জানাতে,

তাঁহার সম্মুখে আসিয়া প্রনিপাত করিল, আর সমস্ত সত্য বৃত্তান্ত তাঁহাকে কহিল। তখন তিনি তাঁহাকে কহিলেন, হে কন্যে, তোমার বিশ্বাস তোমাকে রক্ষা করিল, শান্তিতে চলিয়া যাও, ও তোমার রোগ হইতে মুক্ত থাক''।

যীশুর কাছ থেকে যে শক্তি প্রবাহিত হয়েছিল তা এতটাই বাস্তব এবং শক্তিশালী ছিল যে এটি তাকে থামিয়ে জিজ্ঞাসা করতে বাধ্য করেছিল, "কে আমার বস্ত্র স্পর্শ করেছে?

ডুনামিস শক্তি

৩০ পদে লিখিত '' শক্তি' শব্দটি গ্রীক শব্দ ''ডুনামিস'' থেকে অনুবাদ করা হয়েছে, যার অর্থ হল ঈশ্বরের শক্তি। সবথেকে ক্ষমতাশালী শক্তি বোঝাতে গ্রীক ভাষায় ডুনামিস শব্দটি ব্যবহার করা হয়। আসলে আমরা এই শব্দের সাথে পরিচিত কারণ আমাদের ইংরেজি শব্দ যেমন - ডায়নামিক, ডায়নামো, এবং ডায়নামাইট এই ডুনামিস শব্দ হতে এসেছে। যীশু জানতেন যে তার মধ্য হতে ক্ষমতাশালী শক্তি বাহির হয়েছিল।

এই একই গ্রীক শব্দ বহুবার ব্যবহৃত হয়েছে।

লুক ৪:১৪ '' তখন যীশু আত্মার পরাক্রমে গালীলে ফিরিয়া গেলেন, এবং তাঁহার কীর্তি চারিদিকের সমূদয় অঞ্চলে ব্যাপিল''।

যীশু জানতেন যে এই শক্তি তাঁর কাছ থেকে বাহির হয়েছে। এটা ছিলো একটি মূর্ত, শক্তিশালী শক্তি যা স্পর্শ দ্বারা স্থানান্তরিত হয়েছিল। স্পর্শ হল যোগাযোগের একটি বিন্দু।

লুক ৬:১৯ '' আর সমস্ত লোক তাঁহাকে স্পর্শ করিতে চেষ্টা করিল, কেননা তাঁহা হইতে শক্তি নির্গত হইয়া সকলকে সুস্থ করিতেছিল''।

এই আরোগ্যতার শক্তি যীশুর বাপ্তিস্মের সময় তার উপর অবতরিত হয়েছিল। যোহন এই ক্ষমতার সাক্ষ্য দিয়েছিলেন।

যোহন ১:৩২ '' আর যোহন সাক্ষ্য দিলেন, কহিলেন, আমি আত্মাকে কপোতের ন্যায় স্বর্গ হইতে নামিতে দেখিয়াছি, তিনি তাঁহার উপরে অবস্থিতি করিলেন''।

বিভিন্ন অভিষেক

যীশু আত্মার শক্তিতে পরিচর্যা করেছিলেন, তিনি বিভিন্ন অভিষেকের দ্বারা পরিচালিত হয়েছিল। উদাহরণস্বরূপ, তিনি মন্দ আত্মা ছাড়ানো, আরোগ্য করা, প্রচার বা শিক্ষা দেওয়ার জন্য তার বিভিন্ন অভিষেক ছিল।

লুক পুস্তকে আমরা দেখতে পাই যে যখন যীশু শিক্ষা দিচ্ছিলেন এবং তিনি অসুস্থদের আরোগ্য করার জন্য অভিষিক্ত ছিলেন।

লুক ৫:১৭ " আর এক দিবস তিনি উপদেশ দিতেছিলেন, এবং ফরীশীরা ও ব্যবস্থার গুরুরা নিকটে বসিয়াছিল, তাহারা গালীল ও যিহুদিয়ার সমস্ত গ্রাম এবং যিরুশালেম হইতে আসিয়াছিল, আর প্রভুর শক্তি উপস্থিত ছিল, যেন তিনি সুস্থ করেন"।

আমাদেরকেও অভিষেকের মধ্যে চলতে শিখতে হবে। আমাদেরকেও, যীশুর মতন, ঈশ্বরের আত্মা দ্বারা পরিচালিত হতে হবে।

যোহন ৫:১৯ " অতএব যীশু উত্তর করিয়া তাহাদিগকে কহিলেন, সত্য, সত্য, আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, পুত্র আপনা হইতে কিছুই করিতে পারেন না, কেবল পিতাকে যাহা করিতে দেখেন, তাহাই করেন, কেননা তিনি যাহা যাহা করেন, পুত্রও সেই সকল তদ্রূপ করেন"।

আরোগ্যতার শক্তি এবং প্রেরিত পৌল

ডুনামিস শক্তি

পৌল আত্মার ক্ষমতা প্রদর্শন এবং পরিচর্যা কাজের ক্ষমতা সম্বন্ধে লেখার সময় গ্রীক শব্দ ডুনামিস শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন।

১ করিন্থিয় ২:৪ " আর আমার বাক্য ও আমার প্রচার জ্ঞানের প্ররোচক বাক্যযুক্ত ছিল না, বরং আত্মার ও পরাক্রমের (ডুনামিস) প্রদর্শনযুক্ত ছিল"।

প্রেরিত পৌল যীশুর মত সেই একই শক্তি অর্থাৎ ডুনামিস শক্তি - (পবিত্র আত্মার শক্তি) দ্বারা পরিচর্যাকাজ করেছিলেন।

আমরা প্রেরিত পুস্তকে পৌলের পরিচর্যাকাজে ডুনামিস শক্তির কার্যাবলীর বহু উদাহরন দেখতে পাই। যখন তিনি অসুস্থদের উপর হাত রেখেছিলেন এবং এমনকি রুমাল এবং বস্ত্রের মাধ্যমে এই ক্ষমতা স্থানান্তর করেছিলেন।

প্রেরিত ১৯:১১, ১২ " আর ঈশ্বর পৌলের হস্ত দ্বারা অসামান্য পরাক্রম-কাজ সাধন করিতেন, এমন কি রুমাল কিম্বা গামছা পীড়িত লোকদের নিকটে আনিলে ব্যাধি তাহাদিগকে ছাড়িয়া যাইত, এবং দুষ্ট আত্মারা বাহির হইয়া যাইত"।

আমাদের উদাহরন

এইসমস্ত উদাহরন থেকে আমরা বিভিন্ন বিষয় শিখতে পারি।

® ঈশ্বরের আরোগ্যতা ক্ষমতা তাই বাস্তব এবং বাস্তব এটা কাপড়ের মাধ্যমে স্থানান্তর করা যেতে পারে।

® আরোগ্যতার এই পরিচর্যা পদ্ধতি পৌল তখন ব্যবহার করতেন যখন তিনি অসুস্থ ব্যক্তিদের কাছে পৌছাতে বা তারা তার কাছে যখন আসতে পারত না ।

® কাপড়টি ছিল বিশ্বাসকে ছড়িয়ে দেবার যোগাযোগের একটি বিন্দু।

® পৌলের ব্যক্তিগতভাবে তাদের উপর হাত রেখে প্রার্থনা করার মত একই প্রভাব এর মধ্যে ছিল।

® পৌল ঈশ্বরের পরাক্রম শক্তি দ্বারা তার পরিচর্যাকাজ করেছিলেন।

যীশুর মতো, পৌলেরও মধ্যে পবিত্র আত্মার আরোগ্যতা প্রদান করার ক্ষমতা ছিল যার দ্বারা তার জীবনে কাজ, এবং বিশ্বাস দ্বারা, বহু মানুষ আরোগ্যতা পেয়েছিল।

আত্মায় বাপ্তিশ্ম হওয়া বিশ্বাসীদের মধ্যে আরোগ্যতার শক্তি

আমাদের ক্ষমতা আছে

অনেকে বলেন, " আমি জানি এই পরাক্রমী শক্তি যীশুর হাতে ছিল! আমি জানি এই পরাক্রমী শক্তি মহান প্রেরিত পৌলের কাছে ছিল! কিন্তু সেটা আমার জন্য আজকে কিভাবে কার্যকর"? আমি ত একজন সাধারন বিশ্বাসী। কিভাবে আমি এটা আশা করতে পারি যে এই একই শক্তি আমার জীবন এবং সেবাকাজে কার্যকর হবে?

এমন সকল প্রশ্নের উত্তর দেবার নয়, আসুন আমরা প্রেরিত পুস্তকে বর্ণিত যীশুর কথাটিকে দেখি।

প্রেরিত ১:৮ " কিন্তু পবিত্র আত্মা তোমাদের উপরে আসিলে তোমরা শক্তি (ডুনামিস) প্রাপ্ত হইবে, আর তোমরা যিরুশালেমে, সমূদয় যিহুদীয়া ও শমরিয়া দেশে, এবং পৃথিবীর প্রান্ত পর্যন্ত আমার সাক্ষী হইবে"।

এই একই শক্তি অর্থাৎ ডুনামিস শব্দটি যীশু এবং পৌলের আরোগ্যতা শক্তির বিষয়ে বর্ণনা করার জন্য ব্যবহৃত করা হয়েছে। এক আত্মায় বাপ্তিশ্মপ্রাপ্ত বিশ্বাসী হিসাবে, আমাদেরও তাদের মত একই পরাক্রমী শক্তি রয়েছে।

আমাদের সাক্ষ্য, আরোগ্যতার শক্তি অন্যদের কাছে প্রবাহিত করার দ্বারা ডুনামিস শক্তিকে প্রতিবাহিত করতে হবে। ঈশ্বর

যেমন অসুস্থদের সুস্থতা প্রদান করার দ্বারা তার বাক্যকে আমাদের মধ্যে নিশ্চিত করেন ঠিক তেমনি আমরাও কার্যকরী সাক্ষী হিসাবে সুসমাচারকে যিরুশালেম, যিহুদীয়া, শমরিয়া এবং পৃথিবীর প্রান্ত পর্যন্ত ছড়িয়ে দিতে পারি।

মহান ক্ষমতা

প্রেরিত পুস্তকে যেমন বলছে, তেমনি আমাদেরও তার সাক্ষী হবার মহান ক্ষমতা রয়েছে।

প্রেরিত ৪:৩৩ " আর প্রেরিতেরা মহাপরাক্রমে প্রভু যীশুর পুনরুত্থান বিষয়ে সাক্ষ্য দিতেন, এবং তাঁহাদের সকলের উপরে মহা অনুগ্রহ ছিল"।

প্রেরিত ৬:৮ " আর স্তিফান অনুগ্রহে ও শক্তিতে পরিপূর্ণ হইয়া লোকদের মধ্যে মহা মহা অদ্ভুত লক্ষন ও চিহ্ন-কাজ করলেন"।

পবিত্র আত্মার শক্তি যা আমাদের মধ্যে রয়েছে তার দ্বারা ঈশ্বর আমাদের মধ্যে মহান কাজ করে থাকেন।

অপরিমেয় মহান শক্তি

অনেক আত্মা-বাপ্তাইজিত বিশ্বাসী বারবার এবং ঈশ্বরকে আরও শক্তি পাঠাতে আন্তরিকভাবে জিজ্ঞাসা করলেন। যদি ঈশ্বর চান সেই অনুরোধের উত্তর দিন এবং আমরা ইতিমধ্যে যা পেয়েছি তার চেয়ে বেশি শক্তি পাঠান, আমরা সম্ভবত বিস্ফোরিত হব। আমাদের মধ্যে ইতিমধ্যেই পরাক্রমী শক্তি কাজ করছে। আমরা প্রত্যেকেই ইতিমধ্যেই "পরাক্রমের হাঁটার লাঠি!"

ইফিষীয় ৩:২০ " পরন্তু, যে শক্তি আমাদিগেতে কাজ সাধন করে, সেই শক্তি অনুসারে যিনি আমাদের সমস্ত যাচ্ঞার ও চিন্তার নিতান্ত অতিরিক্ত কর্ম করিতে পারেন"।

প্রায়শই, যে আরোগ্যতা শক্তি যা পবিত্র আত্মার দ্বারা আমাদের মধ্যে রয়েছে তা বিশ্বাস সহকারে মুক্ত করার পরিবর্তে ঈশ্বর যেন ঊর্ধ্ব থেকে তার আরোগ্যতা শক্তিকে পাঠান এই যাচ্ঞা করার দ্বারা মনঃপুত আরোগ্যতা অনুভব করতে ব্যর্থ হই।

প্রবাহিত হতে দিন

যোহন ৭:৩৮" যে আমাতে বিশ্বাস করে, শাস্ত্রে যেমন বলে, তাহার অন্তর হইতে জীবন্ত জলের নদী বহিবে"।

যীশু এবং প্রেরিত পৌলের সমান আমাদের ক্ষমতা রয়েছে, এবং আত্মায় বাপ্তিশ্মের দ্বারা এটি আমাদের মধ্যে এসেছে। এই আরোগ্যতার শক্তি হল পবিত্র আত্মার শক্তি।

স্পষ্টীকরণ

কিছু মিথ্যা ধর্ম অন্তরের শক্তিকে মনুষ্য আত্মা হিসাবে শিক্ষা দিচ্ছে। যখন আমরা অন্তরের শক্তির কথা বলি, তখন আমরা পবিত্র আত্মার কথা বলি এবং যীশুর নামের মাধ্যমে নিজেদের বা অন্যদের আরোগ্য করি। নিজেদের মধ্যে, পবিত্র আত্মার উপস্থিতি ছাড়া বা যীশুর নামের কর্তৃত্ব ছাড়া, আমরা কিছুই করতে পারি না।

পবিত্র আত্মার শক্তিকে গ্রহন করা

পবিত্র আত্মায় বাপ্তিশ্মের প্রতিশ্রুতি সমস্ত বিশ্বাসীদের জন্য করা হয়েছে।

প্রেরিত ১:৪, ৫ " আর তিনি তাঁহাদের সঙ্গে সমবেত হইয়া এই আজ্ঞা দিলেন, তোমরা যিরুশালেম হইতে প্রস্থান করিও না, কিন্তু পিতার অঙ্গীকৃত যে দানের কথা আমার কাছে শুনিয়াছ, তাহার অপেক্ষায় থাক। কেননা যোহন জলে বাপ্তাইজ করিতেন বটে, কিন্তু তোমরা পবিত্র আত্মায় বাপ্তাইজিত হইবে, বেশী দিন পরে নয়"।

বিশ্বাসীদের তাঁর সাক্ষী হওয়ার জন্য ক্ষমতা গ্রহন করতে হবে, সেই শক্তি যা চিহ্ন, আশ্চর্য এবং আরোগ্যতার অলৌকিক কাজের মাধ্যমে ঈশ্বরের বাক্যকে প্রদর্শন এবং নিশ্চিত করবে।

প্রেরিত ১:৮ " কিন্তু পবিত্র আত্মা তোমাদের উপরে আসিলে তোমরা শক্তি প্রাপ্ত হইবে, আর তোমরা যিরুশালেমে, সমূদয় যিহূদীয়া ও শমরিয়া দেশে, এবং পৃথিবীর প্রান্ত পর্যন্ত আমার সাক্ষী হইবে"।

যিহূদীয়া

পঞ্চসপ্তমীর দিনে পবিত্র আত্মায় বাপ্তিশ্মের দ্বারা যিরুশালেমের বিশ্বাসীরা সেই শক্তিকে গ্রহন করেছিল।

প্রেরিত ২:১-৪ " পরে পঞ্চাশত্তমীর দিন উপস্থিত হইলে তাঁহারা সকলে একস্থানে সমবেত ছিলেন। আর হঠাৎ আকাশ হইতে প্রচণ্ড বায়ুর বেগের শব্দবৎ একটা শব্দ আসিল, এবং যে গৃহে তাঁহারা বসিয়াছিলেন, সেই গৃহের সর্বত্র ব্যপ্ত হইল। আর অংশ অংশ হইয়া পড়িতেছি, এমন অনেক অগ্নিবৎ জিহ্বা তাঁহাদের দৃষ্টিগোচর হইল, এবং তাঁহাদের প্রত্যেক জনের উপরে বসিল। তাহাতে তাঁহারা সকলে পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ হইলেন এবং আত্মা তাঁহাদিগকে যেরূপ বক্তৃতা দান করিলেন, তদনুসারে অন্য অন্য ভাষায় কথা কহিতে লাগিলেন"।

শমরিয়া

তারপর, শমরিয়রা শক্তিকে গ্রহন করেছিল।

প্রেরিত ৮:১৪-১৭" যিরূশালেমে প্রেরিতগণ যখন শুনিতে পাইলেন যে শমরীয়েরা ঈশ্বরের বাক্য গ্রহণ করিয়াছে, তখন তাঁহারা পিতর ও যোহনকে তাহাদের নিকটে প্রেরণ করিলেন।তাঁহারা আসিয়া তাহাদের নিমিত্ত প্রার্থনা করিলেন, যেন তাহারা পবিত্র আত্মা পায়; কেননা এ পর্য্যন্ত তাহাদের কাহারও উপরে পবিত্র আত্মা পতিত হন নাই; কেবল তাহারা প্রভু যীশুর নামে বাপ্তাইজিত হইয়াছিল। তখন তাঁহারা তাহাদের উপরে হস্তার্পণ করিলেন, আর তাহারা পবিত্র আত্মা পাইল।

অযিহুদী

কৈসরিয়ার অযিহুদীরা হল প্রথম অযিহুদী যারা এই শক্তিকে গ্রহন করেছিল।

প্রেরিত ১০:৪৪-৪৬ক " পিতর এই কথা কহিতেছেন, এমন সময়ে যত লোক বাক্য শুনিতেছিল, সকলের উপরে পবিত্র আত্মা পতিত হইলেন। তখন পিতরের সহিত আগত বিশ্বাসী ছিন্নত্বক্ লোক সকল চমৎকৃত হইলেন, কারণ পরজাতীয়দের উপরেও পবিত্র আত্মারূপ দানের সেচন হইল; কেননা তাঁহারা উহাঁদিগকে নানা ভাষায় কথা কহিতে ও ঈশ্বরের মহিমা কীর্ত্তন করিতে শুনিলেন।

তারপর ইফিষীয়ের বিশ্বাসীরা এই শক্তিকে গ্রহন করেছিলেন।

প্রেরিত ১৯:২-৬ " তথায় কয়েক জন শিষ্যের দেখা পাইলেন; আর তাহাদিগকে বলিলেন, বিশ্বাসী হইয়া তোমরা কি পবিত্র আত্মা পাইয়াছিলে? তাহারা তাঁহাকে কহিল, পবিত্র আত্মা যে আছেন, তাহাও আমরা শুনি নাই। তিনি কহিলেন, তবে কিসে বাপ্তাইজিত হইয়াছিলে? তাহারা কহিল, যোহনের বাপ্তিস্মে। পৌল কহিলেন, যোহন মনপরিবর্ত্তনের বাপ্তিস্মে বাপ্তাইজ করিতেন, লোকদিগকে বলিতেন, যিনি তাঁহার পরে আসিবেন, তাঁহাতে অর্থাৎ যীশুতে তাহাদিগকে বিশ্বাস করিতে হইবে। এ কথা শুনিয়া তাহারা প্রভু যীশুর নামে বাপ্তাইজিত হইল। আর পৌল তাহাদের উপরে হস্তার্পণ করিলে পবিত্র আত্মা তাহাদের উপরে আসিলেন, তাহাতে তাহারা নানা ভাষায় কথা কহিতে এবং ভাববাণী বলিতে লাগিল।

পরাক্রমের দ্বারা পরিচর্যা কাজ করা

মাটির পাত্র

আমরা, এক মাটির পাত্র স্বরূপ যা পবিত্র আত্মার সম্পদকে ধরে রাখে। আশ্চর্যজনক আরোগ্যতা আমাদের শক্তির দ্বারা নয়, বরং ঈশ্বরের হতে আসা শক্তির দ্বারাই সম্ভব।

২ করিন্থিয় ৪:৭ " কিন্তু এই ধন মৃন্ময় পাত্রে করিয়া আমরা ধারণ করিতেছি, যেন পরাক্রমের উৎকর্ষ ঈশ্বরের হয়, আমাদের হইতে নয়"।

মীখা ৩:৬ক " আমি সত্যই সদাপ্রভুর আত্মার দত্ত শক্তিতে, এবং ন্যায়বিচারে ও বিক্রমে পরিপূর্ণ"।

পবিত্র আত্মায় ক্ষমতাপ্রাপ্ত

আরোগ্যতার উপহারের পরিচর্যাকারী হিসাবে আমাদের অবশ্যই পবিত্র আত্মা দ্বারা পরিচালিত এবং ক্ষমতায়িত হতে হবে। আমাদের নিজস্ব শক্তিতে করতে চেষ্টা করলে, আমরা ব্যর্থ হব।

সখরিয় ৪:৬ " তখন তিনি উত্তর করিয়া আমাকে কহিলেন, এ সরুব্বাবিলের প্রতি সদাপ্রভুর বাক্য, 'পরাক্রম দ্বারা নয়, বল দ্বারাও নয়, কিন্তু আমার আত্মা দ্বারা,' ইহা বাহিনীগণের সদাপ্রভু বলেন"।

পুনরুত্থানের শক্তি

পবিত্র আত্মার এই আরোগ্যতা শক্তি যা বিশ্বাসীদের মাধ্যমে প্রবাহিত হয় সেটি হল সেই একই শক্তি যা যীশুকে মৃত থেকে পুনরুত্থিত করেছিল।

ইফিষীয় ১:১৯, ২০ " এবং বিশ্বাসকারী যে আমরা, আমাদের প্রতি তাঁহার পরাক্রমের অনুপম মহত্ত্ব কি। ইহা তাঁহার শক্তির পরাক্রমের সেই কার্য্যসাধনের অনুযায়ী, 20যাহা তিনি খ্রীষ্টে সাধন করিয়াছেন; ফলতঃ তিনি তাঁহাকে মৃতগণের মধ্য হইতে উঠাইয়াছেন, এবং স্বর্গীয় স্থানে নিজ দক্ষিণ পার্শ্বে বসাইয়াছেন"।

প্রেরিত ৪:৩৩ " আর প্রেরিতেরা মহাপরাক্রমে প্রভু যীশুর পুনরুত্থান বিষয়ে সাক্ষ্য দিতেন, এবং তাহাদের সকলের উপরে মহা অনুগ্রহ ছিল"।

প্রেরিত ৫:১২ক " আর প্রেরিতদের হস্ত দ্বারা লোকদের মধ্যে অনেক চিহ্ন-কার্য্য ও অদ্ভুত লক্ষণ সাধিত হইত"।

বাক্যকে নিশ্চিত করা

প্রেরিত পুস্তকটি প্রাথমিক বিশ্বাসীদের পরিচর্যায় ঈশ্বরের আত্মা এবং শক্তির প্রদর্শনের বিবরণ বর্ণিতময় রয়েছে।

প্রেরিত পৌল বললেন,

১ করিন্থিয় ২:৪-৫ " কারণ অনেক ক্লেশ ও মনোবেদনার মধ্যে অনেক অশ্রুপাত করিতে করিতে তোমাদিগকে লিখিয়াছিলাম; তোমরা যেন দুঃখিত হও, সে জন্য নয়, কিন্তু তোমাদের প্রতি আমার যে অতিমাত্র প্রেম আছে, তাহা যেন জ্ঞাত হও। কিন্তু কেহ

যদি দুঃখ দিয়া থাকে, তবে সে আমাকে দুঃখ দেয় নাই, কিন্তু কতক পরিমাণে–আমি যেন বেশী পীড়ন না করি,–তোমাদের সকলকেই দিয়াছে"।

পৌলের পরিচর্যার কার্যকারিতা তার শিক্ষা এবং প্রচার উভয় ক্ষেত্রেই তার যুক্তিযুক্ত যুক্তি এবং মানবিক জ্ঞান দ্বারা অন্যদের প্ররোচিত করার ক্ষমতার কারণে ছিল না। পরিচর্যায় তাঁর কার্যকারিতা ছিল ঈশ্বরের পরাক্রম শক্তির প্রদর্শনের কারণে যা তার অন্তরে ছিল। যাদের আরোগ্যতা এবং মুক্তির দরকার ছিল তিনি তাদের মধ্যে সেটিকে প্রবাহিত করেছিলেন।

পৌল যে সুসমাচার প্রচার করেছিলেন তা নিশ্চিত করা হয়েছিল এই শক্তিশালী কাজের প্রদর্শনের মাধ্যমে লোকেদের মধ্যে কাছে এসেছিল।

মার্ক ১৬:২০ " আর তাঁহারা প্রস্থান করিয়া সর্ব্বত্র প্রচার করিতে লাগিলেন; এবং প্রভু সঙ্গে সঙ্গে কার্য্য করিয়া অনুবর্ত্তী চিহ্নসমূহ দ্বারা সেই বাক্য সপ্রমাণ করিলেন। আমেন্।

শক্তিকে অস্বীকার করা

অনেক খ্রীষ্টীয় বিশ্বাসীরা আজ তাদের জীবনে ঈশ্বরের শক্তি অনুভব করে না কারণ তাদের সঠিকভাবে শেখানো হয়নি বা অন্য কারনে তারা পবিত্র আত্মার শক্তিকে অস্বীকার করে থাকে।

২ তিমথীয় ৩:৫ক " লোকে ভক্তির অবয়বধারী, কিন্তু তাহার শক্তি অস্বীকারকারী হইবে"।

আমাদের জন্য

যীশু এবং প্রেরিতদের মধ্যে একই ক্ষমতা ছিল যা পবিত্র আত্মায় বাপ্তিস্মের মাধ্যমে আমাদের কাছেও এসেছে। আমাদের নিজেদের বিশ্বাসের অভাব দ্বারা বা তার প্রতি অঙ্গিকারের অভাবের ফলে আমরা সীমিত হয়ে যাই।

আমাদের ঊর্ধ্ব হইতে ক্ষমতায়িত করা হয়েছে!

পবিত্র আত্মার পরিচালনা

যীশু তার পিতার দ্বারা পরিচালিত হয়েছিলেন

সত্য আরোগ্যতা সর্বদা পবিত্র আত্মার শক্তি এবং যীশু খ্রীষ্টে বিশ্বাসের দ্বারা হয়ে থাকে। তবে, অনেকসময় লোকেরা বিভিন্ন কারনের ফলে আরোগ্যতা শক্তিকে লাভ করতে পারে না। আমরা এটির বিষয়ে অন্য পাঠে আলোচনা করব।

যীশু সকলকে এবং প্রত্যেককে সুস্থ করেছেন, কিন্তু তিনি বলেছেন তিনি সেটাই করেন যা তার পিতাকে তিনি করতে দেখেছেন।

যোহন ৫:১৯,২০, ৩০ " অতএব যীশু উত্তর করিয়া তাহাদিগকে কহিলেন, সত্য, সত্য, আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, পুত্র আপনা হইতে কিছুই করিতে পারেন না, কেবল পিতাকে যাহা করিতে দেখেন, তাহাই করেন; কেননা তিনি যাহা যাহা করেন, পুত্রও সেই সকল তদ্রূপ করেন। কারণ পিতা পুত্রকে ভাল বাসেন, এবং আপনি যাহা যাহা করেন, সকলই তাঁহাকে দেখান; আর ইহা হইতেও মহৎ মহৎ কর্ম্ম তাঁহাকে দেখাইবেন, যেন তোমরা আশ্চর্য্য মনে কর। আমি আপনা হইতে কিছুই করিতে পারি না; যেমন শুনি তেমনি বিচার করি; আর আমার বিচার ন্যায্য, কেননা আমি আপনার ইচ্ছা পূর্ণ করিতে চেষ্টা করি না, কিন্তু আমার প্রেরণকর্ত্তার ইচ্ছা পূর্ণ করিতে চেষ্টা করি।

৩০ পদে, যীশু বলেছেন যে, তিনি তার নিজের ইচ্ছাকে নয় বরং পিতার ইচ্ছাকে পূর্ণ করতে এসেছেন।

যীশু পবিত্র আত্মার দ্বারা পরিচালিত হন

যোহন পুস্তকে, আমরা দেখতে পাই যে যীশু পবিত্র আত্মার দ্বারা পরিচালিত হয়ে নেতৃত্বে আরোগ্যপ্রদান করতেন। নিম্নলিখিত উদাহরণে, এমন অনেকে ছিল যাদের আরোগ্যতার প্রয়োজন ছিল। যাইহোক, যেহেতু যীশু পবিত্র আত্মার প্রতি সংবেদনশীল ছিলেন, তাই তাকে একজন নির্দিষ্ট ব্যক্তির দিকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল।

যোহন ৫:১-৯ " ইহার পরে যিহূদীদের একটী পর্ব্ব উপস্থিত হইল; আর যীশু যিরূশালেমে গেলেন। যিরূশালেমে মেষ দ্বারের নিকট একটী পুষ্করিণী আছে, ইব্রীয় ভাষায় সেটীর নাম বৈথেস্‌দা, তাহার পাঁচটী চাঁদনি ঘাট। সেই সকল ঘাটে বিস্তর রোগী, অন্ধ, খঞ্জ ও শুষ্কাঙ্গ পড়িয়া থাকিত। [তাহারা জলসঞ্চলনের অপেক্ষায় থাকিত। কেননা বিশেষ বিশেষ সময়ে ঐ পুষ্করিণীতে প্রভুর এক দূত নামিয়া আসিতেন ও জল কম্পন করিতেন; সেই জলকম্পের পরে যে কেহ প্রথমে জলে নামিত, তাহার যে কোন রোগ হউক, সে তাহা হইতে মুক্তি পাইত।] আর সেখানে একটী লোক ছিল, সে আটত্রিশ বৎসরের রোগী। যীশু তাহাকে পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া ও দীর্ঘকাল সেই অবস্থায় রহিয়াছে জানিয়া কহিলেন, তুমি কি সুস্থ হইতে চাও?

রোগী উত্তর করিল, মহাশয়, আমার এমন কোন লোক নাই যে, যখন জল কম্পিত হয়, তখন আমাকে পুষ্করিণীতে নামাইয়া দেয়; আমি যাইতে যাইতে আর এক জন আমার আগে নামিয়া পড়ে।

যীশু তাহাকে কহিলেন, উঠ, তোমার খাট তুলিয়া লইয়া চলিয়া বেড়াও। তাহাতে তৎক্ষণাৎ সেই ব্যক্তি সুস্থ হইল, এবং আপনার খাট তুলিয়া লইয়া চলিয়া বেড়াইতে লাগিল"।

আমদেরও একজন আরোগ্যকারী পরিচর্যাকারী হিসাবে যীশুর মত পবিত্র আত্মার নেতৃত্বের প্রতি সংবেদনশীল হতে হবে। এমনকি যীশুকে যেমন পিতা "নির্দিষ্ট ব্যক্তির" কাছে নিয়ে গিয়েছিলেন তেমনি, পবিত্র আত্মা আমাদের সেই ব্যক্তির কাছে নিয়ে যেতে পরিচালিত করবেন যিনি আরোগ্যতা গ্রহন করতে প্রস্তুত রয়েছে।

আরোগ্যতার শক্তি বিশ্বাসের দ্বারা প্রবাহিত হয়

অনেকেই জিজ্ঞাসা করেছেন, "আমার মধ্যে যদি এই সমস্ত পরাক্রমী শক্তি থাকে, তবে কেন আমি আমার জীবনে আরও অলৌকিক ঘটনার অনুভব করি না?" আমাদের পবিত্র আত্মার দ্বারা পরিচালিত হতে শিখতে হবে। আমাদের বিশ্বাসকে দৃঢ় করতে হবে যাতে আত্মার পরাক্রমী শক্তি অসুস্থদের শরীরে প্রবাহিত হতে পারে।

বিশ্বাসের সুইচ

একটি উদাহরন আমরা দেখতে পাই শহর এবং বিল্ডিং এর বৈদ্যুতিক ব্যবস্থায়।

উচ্চ ভোল্টেজের শক্তিশালী জেনারেটর দ্বারা উৎপাদিত বিদ্যুৎ (ডাইনামো) ট্রান্সফরমারে বিশাল তারের মাধ্যমে প্রবাহিত হয়। সেখান থেকে এটি অন্যান্য তারের মাধ্যমে বিতরণ করা হয় যা বিভিন্ন ঘর এবং গৃহে আলো জ্বালতে সাহায্য করে।

আমাদের আশেপাশে এই শক্তি থাকা সত্তেও, যতক্ষণ না কেউ ঘরের সেই লাইটের সুইচটা না চালু করবে ততক্ষণ হয়ত অন্ধকারের মধ্যে থাকতে হবে। বিশ্বাসও সেই সুইচের মত।

যীশু আরোগ্যতার আশ্চর্যকাজের চাবিকাঠিকে প্রকাশিত করেছিলেন যা সেই রক্তস্রাব রোগী মহিলাটি গ্রহন করেছিল।

মার্ক ৫:৩৪ " তখন তিনি তাহাকে কহিলেন, হে কন্যে, তোমার বিশ্বাস তোমাকে রক্ষা করিল, শান্তিতে চলিয়া যাও, ও তোমার রোগ হইতে মুক্ত থাক"।

এটি তার বিশ্বাস ছিল যা যীশুর মধ্যে হতে পরাক্রমী শক্তিকে তার দেহে প্রবাহিত করেছিল।

বিশ্বাস হল সেই সুইচ যা ঈশ্বরের শক্তিকে প্রবাহিত করতে সাহায্য করে। এটি হতে পারে যে ব্যাক্তির আরোগ্যতার প্রয়োজন

তার বিশ্বাস হতে পারে, বা তার পরিবারের বিশ্বাস হতে পারে বা যে ব্যাক্তি তার পরিচর্যা করছে তার বিশ্বাসও হতে পারে।

বিশ্বাস আসে

কিভাবে বিশ্বাস আসে এবং তা কার্যকর হয় সেটি বোঝার জন্য আমাদের সেই মহিলার ঘটনাটিকে দেখতে হবে।

মার্ক ৫:২৭ " সে যীশুর বিষয় শুনিয়া ভিড়ের মধ্যে তাঁহার পশ্চাৎ দিকে আসিয়া তাঁহার বস্ত্র স্পর্শ করিল। কেননা সে কহিল, আমি যদি কেবল উহাঁর বস্ত্র স্পর্শ করিতে পাই, তবেই সুস্থ হইব"।

যীশুর বিষয়ে শোনার পর রক্তস্রাবের সমস্যায় জর্জরিত মহিলাটির বিশ্বাস এসেছিল। বিশ্বাস সর্বদা শ্রবণের দ্বারাই আসে।

রোমীয় ১০:১৭ " অতএব বিশ্বাস শ্রবণ হইতে এবং শ্রবণ খ্রীষ্টের বাক্য দ্বারা হয়"।

তার সমস্ত সমস্যার মোকাবিলা বিষয়ে দেখলে, এটি মনে হয় যে মহিলাটির অবশ্যই যীশুর এবং তার আশ্চর্য কাজের বিষয়ে ব্যক্তিগত প্রকাশ ঘটেছিল।

সে এক চিকিৎসকের থেকে অন্য চিকিৎসকের কাছে গিয়েছিল এবং প্রতিবারই সে হতাশ হয়ে ফিরে এসেছিল । এখন তার টাকাও সব চলে গেছে এবং তার রোগ আরও দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে।

কিন্তু তারপর বিশ্বাস তার আত্মার মধ্যে এসেছিল, সে যীশুর কাছে যাওয়ার জন্য তার বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে পরেছিল। সম্ভবত তার পরিবার তাকে আটকানোর চেষ্টা করেছিল কারন আইন অনুসারে সে একজন "অপবিত্র" মহিলা এবং কোন ধর্মীয় নেতা তাকে দেখলে পাথর ছুড়ে মেরে ফেলতে পারে।

যখন বিশ্বাস তার আত্মায় এল তখন তাকে আটকানো আর সম্ভবপর ছিল না। এমনকি তার দুর্বল অবস্থার মধ্যেও, তিনি যীশুর চারপাশে ভিড়ের মধ্যে দিয়ে পথ ঠেলে যীশুর কাছে যেতে চেষ্টা করেছিল। যখন সে যীশুর কাছে যাচ্ছিল তখন এক ধর্মীয় নেতাও তার পাশ দিয়ে যাচ্ছিল, তবুও সে থামল না।

যখন বিশ্বাস আমাদের আত্মার মধ্যে আসে, আমরাও, এই মহিলার মত, অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠি। তখন আমাদের অনুভূতি, আমাদের অতীতের হতাশা, এবং আমাদের ধর্মীয় ঐতিহ্য আমাদের থামাতে পারে না!

বিশ্বাস কথা বলে

প্রেরিত পৌল লিখেছেন,

রোমীয় ১০:৬ ‘‘কিন্তু বিশ্বাসমূলক ধার্ম্মিকতা এইরূপ বলে.....

মহিলা বলেনি, যে “আমি চিকিৎসকদের কাছে গিয়ে সব চেষ্টা করেছি এবং তারা আমাকে সাহায্য করতে পারেনি।" তিনি বলেননি, “আমি শুধু আশা করছি এবং প্রার্থনা করছি যে যীশু আমাকে সুস্থ করতে পারেন।" পরিবর্তে সে তার নতুন পাওয়া বিশ্বাসের এক সাহসী ঘোষণা করেছে। সে বলেছে, ‘‘ যদি আমি তাকে শুধু স্পর্শ করি, তবেই আমি সুস্থ হয়ে যাব”।

এখন বিশ্বাস

সে জানে বিশ্বাসের দ্বারা সে সুস্থতা পাবে।

যখন আমাদের মধ্যে বিশ্বাস আসে, তখন আমরা ভবিষ্যতের কোন কিছুর আশা থেকে বর্তমানে প্রত্যাশিতে তা সরে আসে।

ইব্রীয় ১১:১ ‘‘ আর বিশ্বাস প্রত্যাশিত বিষয়ের নিশ্চয়জ্ঞান, অদৃশ্য বিষয়ের প্রমাণ প্রাপ্তি”।

ইব্রীয় পুস্তকের লেখক বিশ্বাসের সংজ্ঞার শুরুতেই এখন শব্দটি ব্যবহার করেছেন। যদি এটি বিশ্বাস হয়, তবে সেটি সর্বদা এখনি হবে! সে জানত যেই মুহূর্তে সে যীশুকে স্পর্শ করবে সেই মুহূর্তে তার মধ্যে আশ্চর্যকাজ হবে। বিশ্বাস তার অলৌকিক কাজকে এতটাই বাস্তব করে তুলেছিল যে তার শরীরে সেটির অনুভূতির আগেই তার হৃদয়ে প্রকাশিত হয়ে গেছিল।

বিশ্বাসের কাজ

মহিলাটি তার বিশ্বাসে কাজ করেছিল এবং যীশুর বস্ত্র স্পর্শ করেছিল।

® স্পর্শ হল যোগাযোগের বিন্দু।

® এটি তার বিশ্বাসকে প্রবাহিত করেছিল।

® এটি তার শরীরে আরোগ্যতাকে প্রবাহিত করতে সাহায্য করেছিল।

বিশ্বাস সর্বদা বিশ্বাস-পূর্ণ কাজের অনুসঙ্গি। প্রেরিত যাকোব লিখেছেন,

যাকোব ২:২০খ ‘‘ কর্ম্মবিহীন বিশ্বাস কোন কাজের নয়.....

যখন রেমা বাক্যের প্রকাশন আমাদের আত্মায় বিশ্বাসকে দৃঢ় করে, তখন আমরা যা জিনিস আশা করি তা ‘‘ এখনের’’ রাজ্যে প্রবাহিত হয়। তখন আমরা কাজের দ্বারা সাহসের সহিত আমাদের বিশ্বাসকে বলে থাকি।

বিশ্বাস হল সেই সুইচ যা ডুনামিস শক্তিকে গ্রহণ এবং প্রবাহিত করতে সাহায্য করে যাতে ঈশ্বরের পরাক্রমী আরোগ্যতার শক্তি ছড়িয়ে পড়তে পারে। সুইচ চালু করে দেওয়ার দ্বারা আমরা সেই পরাক্রমী শক্তিকে যাদের আরোগ্যতার দরকার তাদের মধ্যে প্রবাহিত করতে পারি।

পুনরালোচনার জন্য প্রশ্নাবলী

১। যীশু, পৌল এবং আপনার মধ্যে থাকা ডুনামিস শক্তির বিষয়ে তিনটি অনুচ্ছেদ লিখুন।

২। কীভাবে ঈশ্বরের পরাক্রমী শক্তি এবং বিশ্বাস একসাথে আশ্চর্যকাজ করে থাকে।

৩। কিভাবে এই সত্য আপনাদের জীবনে সক্রিয় হবে?

পঞ্চম অধ্যায়

হস্তার্পণের দ্বারা আরোগ্যতা

আরোগ্যতার পরিচর্যার বিভিন্ন রয়েছে তারমধ্যে হস্তার্পণ পদ্ধতি নতুন নিয়মে বেশীরভাগ ব্যবহৃত হয়েছে। আমরা যখন পবিত্র আত্মার কথাকে শুনব তখন তিনি আমাদের কাছে কেমনভাবে পরিচর্যা করতে হবে তা প্রকাশ করবেন।

যখন আমরা অসুস্থদের উপর হাত রাখি, তখন আমরা একটি যোগাযোগ বিন্দু স্থাপন করি যার মাধ্যমে ঈশ্বরের শক্তি আমাদের থেকে অন্যদের মধ্যে প্রবাহিত হতে পারে। এটি দুটি গরম তারকে একজায়গায় রাখার মত যাতে বিদ্যুৎ পরিচালিত হতে পারে। হস্তার্পণের দ্বারা, তেল দিয়ে অভিষেক করা, রুমাল বা অন্যান্য কাপড় ব্যবহার করা, যোগাযোগের একটি বিন্দু প্রদান করে যা বিশ্বাসকে প্রবাহিত করে।

পরবর্তী পাঠে, আমরা বিশ্বাসের বাক্যগুলি অধ্যয়ন করব, যেগুলি আমাদের আরোগ্যতার পরিচর্যাকারী হিসাবে বলতে হয়। প্রায়ই, কোন ব্যক্তির উপর হস্তার্পণ করার আগে আমাদের সময় নিয়ে সেই ব্যক্তির কাছে আরোগ্যতার শাস্ত্রবাক্য বলার দ্বারা তার বিশ্বাসকে প্রবাহিত করতে পারি বা সেই বিষয়ের সাদৃশ্য কোন সাক্ষ্য তার কাছে তুলে ধরে তাকে উতসাহিত করতে পারি।

হস্তার্পণের বাইবেল ভিত্তিক প্রমান

হস্তার্পণের মূল পুরাতন নিয়মের সঙ্গে সংযুক্ত রয়েছে।

এটা আমাদের বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে হস্তার্পণের দ্বারা একটি সত্য এবং বাস্তব বিষয় ঘটে থাকে।

পুরাতন নিয়মের উদাহরন

® পাপ ছাগলের মধ্যে স্থানান্তরিত হওয়া

লেবীয় পুস্তকে পাপ ছাগলের মধ্যে স্থানান্তরিত হত।

লেবীয় ১৬:২১, ২২ " পরে হারোণ সেই জীবিত ছাগের মস্তকে আপনার দুই হস্ত অর্পণ করিবে, এবং ইস্রায়েল সন্তানগণের সমস্ত অপরাধ ও তাহাদের সমস্ত অধর্ম্ম অর্থাৎ তাহাদের সর্ব্ববিধ পাপ তাহার উপরে স্বীকার করিয়া সে সমস্ত ঐ ছাগের মস্তকে অর্পণ করিবে; পরে যে প্রস্তুত হইয়াছে, এমন লোকের হস্ত দ্বারা তাহাকে প্রান্তরে পাঠাইয়া দিবে। 22আর ঐ ছাগ নিজের উপরে তাহাদের সমস্ত অপরাধ বিচ্ছিন্ন ভূমিতে বহিয়া লইয়া যাইবে; আর সেই ব্যক্তি ছাগটীকে প্রান্তরে ছাড়িয়া দিবে"।

মোশির হস্তার্পণের দ্বারা প্রজ্ঞার আত্মা যিহোশূয়ের মধ্যে স্থানান্তরিত হয়েছিল।

দ্বিতীয় বিবরন ৩৪:৯ " আর নূনের পুত্র যিহোশূয় বিজ্ঞতার আত্মায় পরিপূর্ণ ছিলেন, কারণ মোশি তাঁহার উপরে হস্তার্পণ করিয়াছিলেন; আর ইস্রায়েল-সন্তানগণ তাঁহার কথায় মনোযোগ করিয়া মোশির প্রতি সদাপ্রভুর আজ্ঞানুসারে কর্ম্ম করিতে লাগিল"।

প্রাথমিক নীতি

আমরা ইব্রিয় পুস্তকে দেখতে পাই যে হস্তার্পণ হল যীশুর এক প্রাথমিক নীতি।

ইব্রিয় ৬:১, ২ " অতএব আইস, আমরা খ্রীষ্টবিষয়ক আদিম কথা পশ্চাৎ ফেলিয়া সিদ্ধির চেষ্টায় অগ্রসর হই; পুনর্ব্বার এই ভিত্তিমূল স্থাপন না করি, যথা মৃত ক্রিয়া হইতে মনপরিবর্ত্তন, ও ঈশ্বরের উপরে বিশ্বাস, নানা বাপ্তিস্ম ও হস্তার্পণের শিক্ষা, মৃতগণের পুনরুত্থান ও অনন্তকালার্থক বিচার "।

হস্তার্পণ সর্বদা কোন কিছু স্থানান্তকরনের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে।

পবিত্র আত্মা গ্রহন

যখন পৌল ইফিষে পৌঁছালেন তখন তিনি সেখানকার বিশ্বাসীদের উপরে হস্তার্পণ করলেন এবং তাঁহারা পবিত্র আত্মায় পূর্ণ হয়েছিল।

প্রেরিত ১৯:৬ " আর পৌল তাহাদের উপরে হস্তার্পণ করিলে পবিত্র আত্মা তাহাদের উপরে আসিলেন, তাহাতে তাহারা নানা ভাষায় কথা কহিতে এবং ভাববাণী বলিতে লাগিল "।

পৌল তীমথিয়কে বলেছিলেন যে, আমার হস্তার্পণ দ্বারা ঈশ্বরের যে অনুগ্রহ-দান তোমাতে আছে, তাহা উদ্দীপিত কর।

২তীমথিয় ১:৬ " এই কারণ তোমাকে স্মরণ করাইয়া দিতেছি যে, আমার হস্তার্পণ দ্বারা ঈশ্বরের যে অনুগ্রহ-দান তোমাতে আছে, তাহা উদ্দীপিত কর"।

এই উদাহরণগুলি দেখে আমরা বুঝতে পরি যে, শাস্ত্র এই শিক্ষা দেয় যে হস্তার্পণের দ্বারা আত্মিক আদান-প্রদান হয়ে থাকে।

হালকাভাবে নেবেন না

হস্তার্পণের পরিচর্যাকে হালকাভাবে নেওয়া উচিত নয়। যারা আমাদের মধ্যে এই পরিচর্যা করে তাদের, চিনতে বুঝতে, এবং সম্মান করতে হবে।

১ থিষলনীকীয় ৫:১২ " কিন্তু, হে ভ্রাতৃগণ, আমরা তোমাদিগকে নিবেদন করিতেছি; যাঁহারা তোমাদের মধ্যে পরিশ্রম করেন ও প্রভুতে তোমাদের উপরে নিযুক্ত আছেন, এবং তোমাদিগকে চেতনা দেন, তাঁহাদিগকে চিনিয়া লও"।

হস্তার্পণ যা পবিত্র আত্মার উপহার, অথবা অভিষেক এবং পরিচর্যার জন্য নিযুক্ত করার জন্য প্রদান করা হয়ে থাকে তা হঠাৎ আবেগ নয় বরং তা ঈশ্বরের আত্মা দ্বারা পরিচালিত হওয়ার মাধ্যমে হয়ে থাকে।

১তীমথিয় ৫:২২ক " কাহারও উপরে হস্তার্পণ করিতে সত্বর হইও না "।

যীশু হস্তার্পণের দ্বারা পরিচর্যা করেছিলেন

যীশু সর্বদা মানুষের কাছে পৌঁছান, স্পর্শ, হস্তার্পণের দ্বারা আরোগ্যতার পরিচর্যা করেছিলেন।

কুষ্ঠরোগী

কুষ্ঠ রোগ একটি খুব সংক্রামক রোগ বলে বিবেচিত হত। তবে, যখন এক কুষ্ঠরোগী যীশুর কাছে আরোগ্যতা চাইল, তখন যীশু হস্তার্পণ দ্বারা তার পরিচর্যা করলেন এবং তাকে স্পর্শ করলেন।

মার্ক ১:৪০, ৪১ " একদা এক জন কুষ্ঠী আসিয়া তাঁহার সম্মুখে বিনতি করিয়া ও জানু পাতিয়া কহিল, যদি আপনার ইচ্ছা হয়, আমাকে শুচি করিতে পারেন।তিনি করুণাবিষ্ট হইয়া হাত বাড়াইয়া তাহাকে স্পর্শ করিলেন, কহিলেন, আমার ইচ্ছা, তুমি শুচীকৃত হও"।

যায়ীরের কন্যা

যীশুকে যখন যায়ীয়ের কন্যার মৃত্যু শয্যায় ডেকে আনা হয়েছিল, তখন তিনি সেই কন্যার হাত ধরলেন (হস্তার্পণ) এবং তার শারীরিক শরীরে জীবনকে দিলেন।

মার্ক ৫:৩৫-৪২ " তিনি এই কথা কহিতেছেন, ইতিমধ্যে সমাজ-গৃহের অধ্যক্ষের বাটী হইতে লোক আসিয়া কহিল, আপনার কন্যার মৃত্যু হইয়াছে, গুরুকে আর কেন কষ্ট দিতেছেন? কিন্তু যীশু সে কথা শুনিতে পাইয়া সমাজ-গৃহের অধ্যক্ষকে কহিলেন, ভয় করিও না, কেবল বিশ্বাস কর। আর পিতর, যাকোব এবং যাকোবের ভাই যোহন, এই তিন জন ছাড়া তিনি আর কাহাকেও আপনার সঙ্গে যাইতে দিলেন না।পরে তাঁহারা সমাজের অধ্যক্ষের বাটীতে আসিলেন, আর তিনি দেখিলেন, কোলাহল হইতেছে, লোকেরা অতিশয় রোদন ও বিলাপ করিতেছে।তিনি ভিতরে গিয়া তাহাদিগকে কহিলেন, তোমরা কোলাহল ও রোদন করিতেছ

কেন? বালিকাটী মরে নাই, ঘুমাইয়া রহিয়াছে। ইহাতে তাহারা তাঁহাকে উপহাস করিল; কিন্তু তিনি সকলকে বাহির করিয়া দিয়া, বালিকার পিতামাতাকে এবং আপন সঙ্গীদিগকে লইয়া, যেখানে বালিকাটী ছিল, সেইখানে প্রবেশ করিলেন, পরে তিনি বালিকার হাত ধরিয়া তাহাকে কহিলেন, টালিথা কুমী; অনুবাদ করিলে ইহার অর্থ এই, বালিকে, তোমাকে বলিতেছি, উঠ। তাহাতে বালিকাটী তৎক্ষণাৎ উঠিয়া বেড়াইতে লাগিল, কেননা তাহার বয়স বারো বৎসর ছিল। ইহাতে তাহারা বড়ই বিস্ময়ে একেবারে চমৎকৃত হইল।

বধির এবং মূক ব্যক্তি

বধির এবং মূক ব্যক্তির এই উদাহরণে, আমরা দেখতে পাই যে যীশু শরীরের সেই অংশ স্পর্শ করেছিলেন যা দুর্বলতায় আক্রান্ত হয়েছিল। সে লোকটির কানে আঙ্গুল স্পর্শ করলেন এবং তার জিভ স্পর্শ করলেন।

মার্ক ৭:৩১-৩৫ " পরে তিনি সোর অঞ্চল হইতে বাহির হইলেন এবং সীদোন হইয়া দিকাপলি অঞ্চলের মধ্য দিয়া গালীল-সাগরের নিকটে আসিলেন। তখন লোকেরা এক জন বধির তোৎলাকে তাঁহার নিকটে আনিয়া তাঁহাকে তাহার উপরে হস্তার্পণ করিতে বিনতি করিল। তিনি তাহাকে ভিড়ের মধ্য হইতে বিরলে এক পার্শ্বে আনিয়া তাহার দুই কর্ণে আপন অঙ্গুলী দিলেন, থুথু ফেলিলেন, ও তাহার জিহ্বা স্পর্শ করিলেন। আর তিনি স্বর্গের দিকে ঊর্দ্ধদৃষ্টি করিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িয়া তাহাকে কহিলেন, ইপ্‌ফাথা, অর্থাৎ খুলিয়া যাউক। তাহাতে তাহার কর্ণ খুলিয়া গেল, জিহ্বার বন্ধন মুক্ত হইল, আর সে স্পষ্ট কথা কহিতে লাগিল"।

যীশু যেভাবে তার হাত রেখেছিলেন তা লক্ষ্য করা গুরুত্বপূর্ণ। অনেকসময় শরীরের যে অংশে আরোগ্যতা প্রয়োজন সেখানে হস্ত রেখে তিনি প্রার্থনা করেছেন। যদিও আমাদের ঐতিহ্য সর্বদা সকলের মস্তকের উপর হস্তার্পণ করার রয়েছে তবুও আমরা যীশুর উদাহরন থেকে শিখতে পারি।

প্রত্যেক বিশ্বাসীকে হস্তার্পণ দ্বারা পরিচর্যা করতে হবে

প্রেরিত পৌল

পৌলও যখন দরকার পরেছে তখন হস্তার্পণ করেছিলেন।

প্রেরিত ২৮:৮ " তৎকালে পুব্লিয়ের পিতা জ্বর ও আমাশয় রোগে পীড়িত হইয়া শয্যাগত ছিলেন। আর পৌল ভিতরে তাঁহার নিকটে গিয়া প্রার্থনাপূর্ব্বক তাঁহার উপরে হস্তার্পণ করিয়া তাঁহাকে সুস্থ করিলেন "।

বর্তমান বিশ্বাসী

যীশু এবং পৌল বহু মানুষকে আরোগ্য করেছিলেন। তারা অসুস্থ ব্যক্তিকে স্পর্শ করে সাধারনত সুস্থ করতেন। আমরা, বিশ্বাসী হওয়া নাতে, অসুস্থদের উপরে হস্তার্পণ করার নির্দেশ দান করা হয়েছে।

মার্ক ১৬:১৭ক, ১৮খ " আর যাহারা বিশ্বাস করে, এই চিহ্নগুলি তাহাদের অনুবর্ত্তী হইবে, তাহারা পীড়িতদের উপরে হস্তার্পণ করিবে, আর তাহারা সুস্থ হইবে"।

মার্ক পুস্তক অনুসারে যীশুর দ্বারা বলা শেষ নির্দেশাবলী অসুস্থদের জন্য তাঁর মহান ভালবাসা এবং সমবেদনা প্রকাশ করে। এই বাক্য আজ বিশ্বাসীদের জন্য. আমরাদেরও অসুস্থদের উপরে হস্তার্পণ করতে হবে।

হস্তার্পণের জন্য ব্যবহারিক নির্দেশাবলী

টীকাঃ অসুস্থদের আরোগ্যতার পরিচর্যার নিম্নলিখিত ব্যবহারিক পদ্ধতিগুলি ভাগ করে নেওয়ার জন্য, আমরা বোঝাচ্ছি না যে এইগুলিই একমাত্র পদ্ধতি, বা এইগুলিই শুধু আপনারা ব্যবহার করবেন। তবে এই পদ্ধতিগুলি সমস্ত পৃথিবী জুড়ে হাজার হাজার মানুষের মধ্যে কার্যকারীরুপে সফল হয়েছে।

হস্তার্পণের জন্য কিছু ব্যবহারিক নির্দেশিকা আছে। এটি ঈশ্বরের বাক্য এবং বহু বছরের অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে।

কোথায় দাঁড়াতে হবে

যেহেতু ঈশ্বরের আরোগ্যতা ক্ষমতা আমাদের সমগ্র শরীরে রয়েছে, তাই আমাদের যতটা সম্ভব সরাসরি ব্যক্তির সামনে দাঁড়ানো উচিত। এটি অনেক হস্তক্ষেপকে বাধা দেবে এবং অসুস্থ ব্যক্তিকে আমরা যা বলছি এবং যা করছি তাতে মনোনিবেশ করার জন্য সাহায্য করবে । পবিত্র আত্মায় পরিচালিত হবার দরুন আপনি দুটি হস্তও ব্যবহার করতে পারেন।

প্রয়োজনকে খোঁজা

ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করুন কোন নির্দিষ্ট আরোগ্যতার জন্য তারা ঈশ্বরকে বিশ্বাস করেছে। উদাহরণস্বরূপ, একজন ব্যক্তি হুইল চেয়ারে থাকতে পারে এবং আমরা ধরে নিই যে তার হয়ত পায়ে আরোগ্যতার প্রয়োজন রয়েছে, কিন্তু আসলে তার হয়ত একটি ভয়ানক মাথাব্যথা হতে পারে যার জন্য সে আমাদের কাছে প্রার্থনা চাইছে।

আপনার প্রশ্নটি এমনভাবে বাক্যাংশ করুন যাতে আরোগ্যতার প্রয়োজন ব্যক্তিটি তাদের বিশ্বাসের ইতিবাচক বিবৃতি দিয়ে প্রতিক্রিয়া জানাতে পারে।

ব্যক্তিটিকে নেতিবাচক বিবরণের একটি দীর্ঘ তালিকা দিতে দেবেন না। এটা করে তারা আসলে বলছে, "আমার অবস্থা ভিন্ন ঈশ্বরের জন্য এটি আরোগ্যতা করা কঠিন হবে।" নেতিবাচক আবৃত্তি ব্যাহত করুন। তাদের আবার জিজ্ঞাসা করুন, " আপনি কি বিশ্বাস করেন ঈশ্বর এই মুহূর্তে আপনার জন্য কি করতে পারেন"?

সংবেদনশীল হন তবে ইতিবাচক হন এবং তাদের নেতিবাচক বিবরণ দিতে অনুমতি দেবেন না। নতুবা এটি বিশ্বাসকে হারাতে এবং তাদের আরোগ্যতাকে বাধা দিতে পারে।

তারা আপনাকে যাই বলুক না কেন, সর্বদা এই বলে উত্তর দিন, "এটা ঈশ্বরের জন্য সহজ!" এটা আপনার মাথায় রাখবেন যে, ঈশ্বর কত শক্তিশালী, এবং তিনি তাদেরকে আরোগ্য করতে চান।

মথি ১৯:২৬ " সুতরাং তাহারা আর দুই নয়, কিন্তু একাঙ্গ। অতএব ঈশ্বর যাহার যোগ করিয়া দিয়াছেন, মনুষ্য তাহার বিয়োগ না করুক"।

∑ **নেতিবাচক বক্তব্য সন্দেহ তৈরি করে। ইতিবাচক বিবৃতি ঈশ্বরের বাক্যের উপর ভিত্তি করে বিশ্বাস তৈরি করুন।**

আরোগ্যতাপ্রাপ্ত স্থানে স্পর্শ করা

সরাসরি আরোগ্যতার জন্য শরীরের যে অংশে স্পর্শ করুন পবিত্র আত্মার আরোগ্যতা ক্ষমতা স্থানান্তর করুন।

মথি ৯:২৯ " যখন তিনি তাহাদের চক্ষু স্পর্শ করিলেন, আর কহিলেন, তোমাদের বিশ্বাস অনুসারে তোমাদের প্রতি হউক"।

কখনও অন্যের শরীরের ব্যক্তিগত অংশে হাত দেবেন না। যদি একটি বিপরীত লিঙ্গের ব্যক্তির একটি ব্যক্তিগত এলাকায় আরোগ্যতার প্রয়োজন, একই লিঙ্গের অন্য একজন বিশ্বাসী সেই ব্যক্তির উপরে হস্তার্পণ করার দ্বারা সাহায্য করবে।

অথবা, আরোগ্যতার প্রয়োজনীয় ব্যক্তির যে অংশে আরোগ্যতার প্রয়োজন সেখানে হস্ত রাখুন বা মস্তকে হস্তার্পণ করুন। যদি এগুলি ব্যবহারিক না হয় তবে তাদের মস্তকে হস্তার্পণ করুন।

ঈশ্বরের শক্তিকে প্রবাহিত করুন

যখন আপনি ব্যক্তির উপর হস্ত রাখছেন তখন আপনি ঈশ্বরের বাক্যের প্রতিশ্রুতি অনুসারে আরোগ্যতার প্রতিচ্ছবিকে কল্পনা করুন। সাহসের সাথে বলতে, কাজ করতে, এবং মনপুতঃ আরোগ্যতার প্রকাশ পেতে পবিত্র আত্মার আরোগ্যতার শক্তিকে প্রবাহিত করুন।

বহু মানুষের পরিচর্যা

যখন পরিচর্যা করার জন্য অনেক লোক থাকত এবং আরোগ্যতার জন্য অভিষেক খুব শক্তিশালী হয়, সাধারণত প্রয়োজনের সুনির্দিষ্ট কথা শোনার জন্য সময় না নিয়ে যত দ্রুত সম্ভব অগ্রসর হওয়া ভাল।

লোকেরা আপনাকে আরও মনোযোগ করতে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করতে পারে। তারা এটি করতে পারে কারণ তারা মনে করে তাদের মামলা অন্যদের চেয়ে কঠিন এবং তাই ঈশ্বরের আরও সময় লাগবে, কিন্তু এটি অবিশ্বাস বা অহংকারের প্রমাণ। লোকেদের আপনার বিশ্বাসের নিষ্কাশন বা সেই মুহূর্তের শক্তিশালী অভিষেককে নিভিয়ে দিতে দেবেন না।

পবিত্র আত্মার শক্তিশালী অভিষেকের দ্বারা পরিচালিত হয়ে কম সময়ের মধ্যে যত সম্ভব মানুষের উপর হস্তার্পণ করুন।

বিশ্বাসকে প্রবাহিত করুন

যখন আপনি অসুস্থদের উপরে হস্তার্পণ করবেন, তখন আপনার বিশ্বাস তাদেরকে আরোগ্যতা করার জন্য প্রবাহিত করুন, তাদের ক্ষমতার অধীনে যাওয়ার জন্য নয়, বা আত্মায় নিহত হওয়ার জন্য নয়।

মানুষ আত্মায় পরিচালিত হতে পারে এবং ঈশ্বরের শক্তিতে নীচে মেঝেতে পড়ে যেতে পারে তবুও তারা আরোগ্যতা পেতে নাও পারে। অনেকে হয়ত ঈশ্বরের শক্তিতে না পড়ে গিয়েও সুস্থতা পেতে পারে। কেউ কেউ শুধুমাত্র আত্মায় পরিচালিত হবার অভিজ্ঞতাকে অনুভব করে।

সর্বদা যে ব্যক্তির আরোগ্যতার প্রয়োজন রয়েছে তার জন্য বিশ্বাসকে প্রবাহিত করুন।

পিঠ, গলা এবং কোমরের আরোগ্যতা

অনেক লোক পিঠে ব্যথা অনুভব করে কারণ কশেরুকার অব্যবস্থাপনার কারণে স্নায়ুগুলি চিমটিবদ্ধ হয়, অথবা পিঠে একটি স্খলিত বা ফেটে যাওয়া কশেরুকার কারনে। যে স্নায়ুটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তা মস্তিষ্ক থেকে তার উদ্দেশ্যযুক্ত পেশী বা অঙ্গে একটি ভাল সংকেত দিতে সক্ষম হয় না যার ফলে পিঠে ব্যথা ছাড়াও শরীরে অনেক সমস্যা হয়।

যাদের পিঠে ব্যাথা রয়েছে তাদের একটি হাত বা পা ছোট হয় কারন তাদের পিঠের হাড়ের ভুল সংযুক্তিকরণের কারনে। যখন পিঠের সামঞ্জস্য সঠিক হয় তখন, ঈশ্বরের আরোগ্যতার শক্তির

বাস্তব প্রমান প্রকাশিত হয় সেই ব্যক্তির আঙ্গুল বা তার গোড়ালির সঠিক সামঞ্জস্যের দ্বারা।

উপরিস্থ কোমরের আরোগ্যতা

যখন উপরিস্থ পিঠের পরিচর্যা করছেন, তখন কি সেই অসুস্থ ব্যক্তি পা ভাঁজ করে দাঁড়িয়ে আছে, তারা কি তাদের হাত ছড়াতে পারছে, তারা কি দুই হাত সোজা করতে পারছে। অনেক সময় একটি হাত অন্য হাতের থেকে ছোট দেখায়।

সেই ব্যক্তিকে এবং যারা দেখছে প্রত্যেককে চোখ খুলে রাখতে বলুন। ব্যক্তিটিকে তার হাতের এক ইঞ্চির এক চতুর্থাংশের মতো নড়াতে বলুন করতে দিন যাতে তার হাতের মধ্যে কোনও ঘর্ষণ না হয়। ধীরে সেই ব্যক্তির উপর হস্তার্পণ করুন।

ঈশ্বরের শক্তিকে প্রবাহিত করুন, সাহসের সাথে আদেশ করুন যাতে মেরুদণ্ড, অস্থিজোড়, পেশী এবং টেনডন্স যেন সুস্থ হয় এবং সমস্ত কিছু সঠিক ভাবে সুবিন্যস্ত হয়ে যায়। সেই বিন্যস্ততাকে লক্ষ্য করুন, বিন্যস্ত হয়ে যাবার পর, তাদেরকে কোমরটিকে পরিক্ষা করে দেখতে বলুন, এবং সাহসের সহিত জিজ্ঞাসা করুন, '' ব্যাথার কি হল''? এবং তৎক্ষণাৎ ঈশ্বরের গৌরব করুন।

যখন আমরা, ঈশ্বর যা করেছেন তার জন্য প্রশংসা করতে শুরু করি, তখন বিশ্বাস শক্তিশালী হয়ে ওঠে। একটি আরোগ্যতা যা শুরু হয়েছিল তা হঠাৎ সম্পূর্ণ হয়ে ওঠে। প্রশংসা হল আরোগ্যতার গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

নিচস্থ পিঠের আরোগ্যতা

যার আরোগ্যতার প্রয়োজন তাকে একটি চেয়ারে বসাতে হবে, এবং সেই লোকটির দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে, ঝুকে তার পা টিকে তুলে দেখুন তাদের গোড়ালির হাড়ের বিন্যস্ততা সঠিক রয়েছে কিনা।

ঈশ্বরের শক্তিকে প্রবাহিত করুন, সাহসের সাথে আদেশ করুন যাতে মেরুদণ্ড, অস্থিজোড়, পেশী এবং টেনডন্স যেন সুস্থ হয় এবং সমস্ত কিছু সঠিক ভাবে সুবিন্যস্ত হয়ে যায়। সেই বিন্যস্ততাকে লক্ষ্য করুন, বিন্যস্ত হয়ে যাবার পর, তাদেরকে কোমরটিকে পরিক্ষা করে দেখতে বলুন, এবং সাহসের সহিত জিজ্ঞাসা করুন, '' ব্যাথার কি হল''? এবং তৎক্ষণাৎ ঈশ্বরের গৌরব করুন।

ঘাড়ের আরোগ্যতা

ঘাড় নিরাময়ের প্রয়োজন এমন একজন ব্যক্তির সেবা করার জন্য, সেই ব্যক্তির সামনে দাঁড়িয়ে আপনার দুটি হাত তার ঘাড়ের পাশে রাখুন এবং মাথার নীচের হাড়ের উপর আঙ্গুল স্পর্শ করুন।

ঈশ্বরের শক্তিকে প্রবাহিত করুন, সাহসের সাথে আদেশ করুন যাতে মেরুদণ্ড, অস্থিজোড়, পেশী এবং টেনডন্স যেন সুস্থ হয় এবং সমস্ত কিছু সঠিক ভাবে সুবিন্যস্ত হয়ে যায়। সেই বিন্যস্ততাকে লক্ষ্য করুন, বিন্যস্ত হয়ে যাবার পর, তাদেরকে ঘাড়টি দু পাশে ঘুরিয়ে পরিক্ষা করে দেখতে বলুন, এবং সাহসের সহিত জিজ্ঞাসা করুন, '' ব্যাথার কি হল''? এবং তৎক্ষণাৎ ঈশ্বরের গৌরব করুন।

শ্রোণীর আরোগ্যতা

মিসালাইনড পেলভিক হাড় প্রায়শই এর মিসলাইনমেন্টের কারণ হয় পা, পেলভিক এলাকার অঙ্গগুলিতে স্কোলিওসিস, বা সায়াটিকার সমস্যা দেখা দেয়। একে অপরের মুখোমুখি দাঁড়ান, আপনার হাত রাখুন তাদের পেলভিক হাড়ের উপরে (ঠিক নীচের পাঁজরের নীচে) যদি ব্যক্তিটি অন্য লিঙ্গের হয় তবে তার পেলভিক হাড়ের একটু উপর দিকে হাত রাখুন এবং ঈশ্বরের শক্তিকে প্রবাহিত করুন।

যখন আপনি সেই পেলভিক হাড় (মেরুদণ্ডের নীচের দিকের হাড়) সঠিক বিন্যাসের জন্য প্রার্থনা করবেন তখন সেই হাড় সঠিক বিনাসে চলে আসার পর, সেই ব্যক্তিকে পরিক্ষা করতে বলুন, '' এবং জিজ্ঞাসা করুন, '' ব্যাথার কি হল?'' এবং তৎক্ষণাৎ ঈশ্বরের গৌরব করুন!

তৈল দ্বারা অভিষিক্তের আরোগ্যতা

তৈল দ্বারা অভিষিক্ত করা যায় ব্যক্তির মস্তকে তৈল ঢালার দ্বারা অথবা আপনার আঙ্গুল দিয়ে সেই ব্যক্তির কপালে তৈল লাগিয়ে দেওয়ার দ্বারা।

প্রাচীনদের দ্বারা তৈল অভিষিক্ত করা

এই পদ্ধতিটি বিশেষ করে মণ্ডলীর প্রাচীনেরা ব্যবহার করে থাকেন।যখন পাপের কারনে শয়তান সহজেই অসুস্থতা দিয়ে আঘাত করে তখন এই পদ্ধতি বিশেষ কার্যকর। যদি এই অসুস্থতা পাপের কারনে হয় তবে আরোগ্যতা পাওয়ার জন্য পাপের স্বীকারোক্তি খুবই প্রয়োজন।

যাকোব ৫:১৪-১৬ '' তোমাদের মধ্যে কেহ কি রোগগ্রস্ত? সে মণ্ডলীর প্রাচীনবর্গকে আহ্বান করুক এবং তাঁহারা প্রভুর নামে তাঁহাকে তৈলাভিষিক্ত করিয়া তাহার উপরে প্রার্থনা করুন। তাহাতে বিশ্বাসের প্রার্থনা সেই পীড়িত ব্যক্তিকে সুস্থ করিবে, এবং প্রভু তাঁহাকে উঠাইবেন, আর সে যদি পাপ করিয়া থাকে, তবে তাহার মোচন হইবে। অতএব তোমরা এক জন অন্য জনের কাছে আপন আপন পাপ স্বীকার কর, ও এক জন অন্যের নিমিত্ত

প্রার্থনা কর, যেন সুস্থ হইতে পার। ধার্মিকের বিনতি কাজ সাধনে মহাশক্তিযুক্ত"।

এই প্রতিজ্ঞা সকলের জন্য, যারা অসুস্থ তারা মণ্ডলীর প্রাচীনদের ডাকবে বা অনুরোধ করবে এবং প্রাচীনেরা তাদের আরগ্যতার জন্য তৈল দিয়ে তাদের অভিষিক্ত করবে।

শিস্যরা তৈল দ্বারা অভিষিক্ত করেছিল

শিস্যরা তৈল দ্বারা অভিষিক্ত করেছিল।

মার্ক ৬:১৩ " আর তাঁহারা অনেক ভূত ছাড়াইলেন, ও অনেক পীড়িত লোককে তৈল মাখাইয়া তাহাদিগকে সুস্থ করিলেন"।

বর্তমানে তৈল দ্বারা অভিষিক্ত

বাইবেল জুড়ে, তেল সর্বদা পবিত্র আত্মার এক প্রতীক স্বরূপ। যখন একজন ব্যক্তি পবিত্র আত্মায় বাপ্তিস্ম গ্রহণ করে, তখন তার মধ্যে ঈশ্বরের আরোগ্যতা ক্ষমতা প্রবেশ করে এবং প্রতীকটির আর প্রয়োজন থাকে না; কিন্তু এটি একটি বিশ্বাসের যোগসূত্র ব্যবহার করা যেতে পারে।

অসুস্থ ব্যক্তিকে আরোগ্য করার জন্য তৈলাভিষিক্ত অবশ্যই বিশ্বাসের প্রার্থনার দ্বারা করা উচিত ।

যাকোব ৫:১৫ক " তাহাতে বিশ্বাসের প্রার্থনা সেই পীড়িত ব্যক্তিকে সুস্থ করিবে"।

তৈলাভিষিক্ত কখনই খালিভাবে করা উচিত নয় বরং বিশ্বাসে পূর্ণ হয়ে করতে হবে যাতে ঈশ্বরের শক্তি প্রবাহিত হতে পারে।

বস্ত্র এবং রুমাল দ্বারা আরোগ্যতা

একটি দৃষ্টান্ত

নতুন নিয়মে অভিষিক্ত বস্ত্র ব্যবহারের কথা একবার মাত্র উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রেরিত ১৯:১১, ১২ " আর ঈশ্বর পৌলের হস্ত দ্বারা অসামান্য পরাক্রম-কার্য্য সাধন করিতেন; এমন কি, তাঁহার গাত্র হইতে রুমাল কিম্বা গামছা পীড়িত লোকদের নিকটে আনিলে ব্যাধি তাহাদিগকে ছাড়িয়া যাইত, এবং দুষ্ট আত্মারা বাহির হইয়া যাইত"।

পবিত্র আত্মার শক্তি পৌলের দেহ হতে রুমাল অথবা গামছায় স্থানান্তরিত হয়েছিল এবং অসুস্থতা সুস্থ হয়েছিল এবং মন্দ আত্মা বাহির হয়েছিল।

বর্তমানেও কি প্রযোজ্য?

∑ বস্ত্র দ্বারা অভিষিক্ত কি এখনও প্রযোজ্য?

ঈশ্বর একজন ব্যক্তিকে আনতে বিভিন্ন পদ্ধতি ব্যবহার করবেন। তাকে সীমাবদ্ধ করবেন না! ঈশ্বরের আরোগ্যতা ক্ষমতা বাস্তব এবং সত্য এবং একটি কাপড় ব্যবহার করেও সেই শক্তি স্থানান্তর করা যেতে পারে।

এই আরোগ্যতা ক্ষমতা অন্তত একজন ব্যক্তির দ্বারা প্রকাশিত হয় যিনি নিরাময় করার জন্য ঈশ্বরের শক্তিতে সম্পূর্ণ বিশ্বাসে পূর্ণ রয়েছে। যখন একজন ব্যক্তি অন্য ব্যক্তির কাছে একটি কাপড় নিয়ে আসে এবং সেই কাপড়টি অভিষেক করার জন্য জিজ্ঞাসা করে, তখন দুই বা ততোধিক লোক একটি নির্দিষ্ট ব্যক্তির সুস্থ হওয়ার জন্য চুক্তির প্রার্থনা করছে। তারপর, বিশ্বাসে সেই ব্যক্তি কাপড়টি নিয়ে অসুস্থ ব্যক্তির উপর দিয়ে দেয়।

অভিষিক্ত কাপড়টি তখন যোগাযোগের বিন্দুতে পরিণত হয় এবং ঈশ্বরের আরোগ্য শক্তি সক্রিয় করার জন্য বিশ্বাস আবার মুক্তি পায়। এটা বিশ্বাসকে প্রবাহিত করে এবং যা ঈশ্বর সম্মান করবেন।

এখন কিভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে?

∑ অভিষিক্ত বস্ত্র কি আজও প্রযোজ্য?

যে কোনো আত্মায়-বাপ্তাইজিত বিশ্বাসী যে পবিত্র আত্মার আরোগ্যতা শক্তিতে বিশ্বাস করে সে বস্ত্রে হস্ত রাখে এবং বিশ্বাসে ঈশ্বরের শক্তিকে প্রবাহিত করে।

প্রাকৃতিক সুতোর বস্ত্র ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হয়ে থাকে (নাকি সিনথেটিক, কাগজ বা অন্য বস্তু)

যখন মন্দ আত্মা বা দুর্বলতার আত্মা জড়িত থাকে তখন এই পদ্ধতিটিও ব্যবহার করা যেতে পারে।

অনেকে কোন অসুস্থ ব্যক্তি আত্মায়পূর্ণ বিশ্বাসীর কাছে আসতে পারে না তখন অভিষিক্ত বস্ত্র ব্যবহার দ্বারা পরিচর্যা করা যেতে পারে।

তৈল এবং অভিষিক্ত বস্ত্রের দ্বারা আরোগ্যতা আজও কার্যকর এবং প্রযোজ্য।

পুনরালোচনার জন্য প্রশ্নাবলী

১। অসুস্থদের আরোগ্যতার পরিচর্যা করার সময় স্পর্শ করা কেন গুরুত্বপূর্ণ?

২। শরীরের যে অংশের নিরাময় প্রয়োজন, সেই অংশে হাত রেখে প্রার্থনা করা উত্তম কেন?

৩। কোন পরিস্থিতিতে তেল দিয়ে অভিষেক করাকে বাইবেলভিত্তিক আরোগ্যতার পরিচর্যার পদ্ধতি হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে?

৪। কোন পরিস্থিতিতে অসুস্থ ব্যক্তিকে আরোগ্যতা করার জন্য একটি বস্ত্র ব্যবহার করা যুক্তিযুক্ত হবে?

ষষ্ট অধ্যায়

বাক্য যা আমরা বলি

বিশ্বাস আমাদের কথার দ্বারা সীমিত বা প্রবাহিত হয়। চতুর্থ পাঠ, আমরা শিখেছি যে বিশ্বাস হল সুইচের মত যা পবিত্র আত্মার ডুনামিস শক্তিকে প্রবাহিত করতে সাহায্য করে। আমরা আরও শিখেছি যে বিশ্বাস সর্বদা বিশ্বাসে ভরা কথাই বলে। আমরা রক্তস্রাব সমস্যাভুক্ত মহিলার বিশ্বাসের উদাহরণ দেখেছি, সে বিশ্বাস সহকারে বলেছে, " আমি সুস্থ হয়ে যাব"।

বিশ্বাসে ভরপুর শব্দের চারটি বিভাগ আছে যা আমরা ইতিবাচক বিশ্বাসের প্রত্যাশা ঘোষণা করতে সাহায্য করে। ঈশ্বরের আরোগ্যতা শক্তি প্রবাহিত হয়,

- ® যীশুর নামকে বলা
- ® দুষ্ট আত্মাকে বাহির করা
- ® সৃজনশীল আশ্চর্যজনক কথা বলা,
- ® এবং ঈশ্বরের বাক্যকে বলা

যীশুর নামকে বলা

যীশুর নাম বলার কোন বিশেষ তাৎপর্য আছে কি? তার নামেতে সত্যিই কি শক্তি রয়েছে?

"যীশু" নামের আসল অর্থ হল একটি প্রার্থনা, "ঈশ্বর আমাদের রক্ষা করুন," বা একটি বিবৃতি "যিহোবাই পরিত্রাণ।" তাই সত্যই যীশুর নাম বলাতেও শক্তি রয়েছে।

নামেতে কর্তৃত্ব রয়েছে

যীশুর নামেতে কেমন কর্তৃত্ব রয়েছে?

স্বর্গ এবং পৃথিবীর সমস্ত কর্তৃত্ব রয়েছে।

মথি ২৮:১৮ " তখন যীশু নিকটে আসিয়া তাঁহাদের সহিত কথা কহিলেন, বলিলেন, স্বর্গে ও পৃথিবীতে সমস্ত কর্ত্তৃত্ব আমাকে দত্ত হইয়াছে।

সমস্ত নামের উপরে

যীশুর নাম সমস্ত নামের থেকে উপরে ।

ফিলিপীয় ২:৫-১১ " খ্রীষ্ট যীশুতে যে ভাব ছিল, তাহা তোমাদিগেতেও হউক। ঈশ্বরের স্বরূপবিশিষ্ট থাকিতে তিনি ঈশ্বরের সহিত সমান থাকা ধরিয়া লইবার বিষয় জ্ঞান করিলেন

না, কিন্তু আপনাকে শূন্য করিলেন, দাসের রূপ ধারণ করিলেন, মনুষ্যদের সাদৃশ্যে জন্মিলেন; এবং আকার প্রকারে মনুষ্যবৎ প্রত্যক্ষ হইয়া আপনাকে অবনত করিলেন; মৃত্যু পর্য্যন্ত, এমন কি, ক্রুশীয় মৃত্যু পর্য্যন্ত আজ্ঞাবহ হইলেন। এই কারণ ঈশ্বর তাঁহাকে অতিশয় উচ্চপদান্বিতও করিলেন, এবং তাঁহাকে সেই নাম দান করিলেন, যাহা সমুদয় নাম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; যেন যীশুর নামে স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল-নিবাসীদের "সমুদয় জানু পাতিত হয়, এবং সমুদয় জিহ্বা যেন স্বীকার করে" যে, যীশু খ্রীষ্টই প্রভু, এইরূপে পিতা ঈশ্বর যেন মহিমান্বিত হন।

প্রত্যেক রোগ-ব্যাধির নাম রয়েছে, যেমন ক্যান্সার, আরথ্রাইটিস, সেরিব্রাল পালসি কিন্তু যীশুর নাম সমস্ত কিছুর উপরে রয়েছে, এবং যখন আমরা বিশ্বাসের যীশুর নামকে নেব তখন এই সমস্ত রোগ অবশ্যই জানুপাতিত হবে।

নামের দ্বারা আরোগ্যতা

প্রথম শতাব্দীর খ্রীষ্ট বিশ্বাসীরা যীশুর নামেতে আরোগ্য করেছিলেন। পিতর এবং যোহনের সেই জন্মগত খঞ্জকে আরোগ্য করার উদাহরনকে যদি আবার দেখি। তারা যীশুর নামেতে আরোগ্য করেছিল।

প্রেরিত ৩:৬ " কিন্তু পিতর বলিলেন, রৌপ্য কি স্বর্ণ আমার নাই, কিন্তু যাহা আছে, তাহা তোমাকে দান করি; নাসরতীয় যীশু খ্রীষ্টের নামে হাঁটিয়া বেড়াও।

® তার নামে বিশ্বাস

পিতর পবিত্র আত্মার অভিষেকের দ্বারা আমাদের জানালেন যে যীশুর নামেতে বিশ্বাসের দ্বারা লোকটি আরোগ্যতা পেয়েছিল।

প্রেরিত ৩:১৬ " আর তাঁহার নামে বিশ্বাস হেতু, এই যে ব্যক্তিকে তোমরা দেখিতেছ ও জান, তাঁহারই নাম ইহাকে বলবান্ করিয়াছে; তাঁহারই দত্ত বিশ্বাস তোমাদের সকলের সাক্ষাতে ইহাকে এই সম্পূর্ণ সুস্থতা দিয়াছে।

® তার নাম ব্যবহার করার জন্য ধমক

এই আরোগ্যতা কাজের ফলে পিতর এবং যোহনকে বন্দী করা হয়েছিল এবং সারারাত তাদের কারাগারে কাটাতে হয়েছিল ও যিহুদী নেতারা তাদেরকে যীশুর নাম না নেবার জন্য ধমক দিয়েছিল। কারন ধার্মিক নেতারা যীশুর নামের শক্তিকে বুঝতে পেরেছিল।

পিতর সেই খঞ্জ ব্যক্তির আরোগ্যতার বিষয়ে সমস্ত প্রশ্নের সাহসের সাথে উত্তর দিয়েছিল।

প্রেরিত ৪:১০ " তবে আপনারা সকলে ও সমস্ত ইস্রায়েল লোক ইহা জ্ঞাত হউন, নাসরতীয় যীশু খ্রীষ্টের নামে, যাঁহাকে আপনারা ক্রুশে দিয়াছিলেন, যাঁহাকে ঈশ্বর মৃতগণের মধ্য হইতে উঠাইলেন, তাঁহারই গুণে এই ব্যক্তি আপনাদের সম্মুখে সুস্থ শরীরে দাঁড়াইয়া আছে।

® তার নামে চিহ্নকাজ এবং বিস্ময়

যখন পিতর এবং যোহন তাদের লোকেদের কাছে ফিরে গেলেন এবং যা ঘটেছিল তা জানালেন, তখন তারা সমবেতভাবে মিলে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করল এবং আরও চিহ্নকাজ এবং আশ্চর্যকাজ করার অনুরোধ করে তারা প্রার্থনা শেষ করেছিল।

প্রেরিত ৪:২৯-৩১ " আর এখন, হে প্রভু, উহাদের ভয়প্রদর্শনের প্রতি দৃষ্টিপাত কর; এবং তোমার এই দাসদিগকে সম্পূর্ণ সাহসের সহিত তোমার বাক্য বলিবার ক্ষমতা দেও, আরোগ্য-দানার্থে তোমার হস্ত বিস্তার কর; আর তোমার পবিত্র দাস যীশুর নামে যেন চিহ্ন-কার্য্য ও অদ্ভুত লক্ষণ সাধিত হয়। তাঁহারা প্রার্থনা করিলে, যে স্থানে তাঁহারা সমবেত হইয়াছিলেন, সেই স্থান কাঁপিয়া উঠিল; এবং তাঁহারা সকলেই পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ হইলেন ও সাহসপূর্ব্বক ঈশ্বরের বাক্য বলিতে থাকিলেন"।

® তার নামে সমস্তকিছু করা

কলসিয় পুস্তকে আমাদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে আমরা যেন সমস্তকিছু যীশুর নামেতে করি।

কলসিয় ৩:১৭ " আর বাক্যে কি কার্য্যে যাহা কিছু কর, সকলই প্রভু যীশুর নামে কর, তাঁহার দ্বারা পিতা ঈশ্বরের ধন্যবাদ করিতে করিতে ইহা কর।

® তার নামে বিশ্বাস করা

মার্ক ১৬:১৭, ১৮ " আর যাহারা বিশ্বাস করে, এই চিহ্নগুলি তাহাদের অনুবর্ত্তী হইবে; তাহারা আমার নামে ভূত ছাড়াইবে, তাহারা নূতন নূতন ভাষায় কথা কহিবে, তাহারা সর্প তুলিবে, এবং প্রাণনাশক কিছু পান করিলেও তাহাতে কোন মতে তাহাদের হানি হইবে না; তাহারা পীড়িতদের উপরে হস্তার্পণ করিবে, আর তাহারা সুস্থ হইবে।

আসল গ্রীক ভাষায় কোন বিরাম-চিহ্ন ব্যবহৃত হত না। আমরা এই অংশটি এইরুপে সঠিকভাবে পড়তে পারি,

আর যাহারা বিশ্বাস করে, এই চিহ্নগুলি তাহাদের অনুবর্ত্তী হবে,

® তারা মন্দ আত্মা ছাড়াবে।

® তারা নূতন নূতন ভাষায় কথা বলবে।

® তাহারা সর্প (শয়তান) তুলবে।

® প্রাণনাশক কিছু পান করলেও তাতে কোন মতে তাদের কোন হানি হবে না।

® তাহারা পীড়িতদের উপরে হস্তার্পণ করবে, আর তারা সুস্থ হবে।

যীশু নামেতে কর্তৃত্ব আছে, যীশু নাম সমস্ত নামের থেকে উপরে। প্রাথমিক খ্রীষ্টীয় বিশ্বাসীরা বিশ্বাসে যীশুর নামেতে আরোগ্যতা প্রদান করেছিল। প্রাণনাশের ধমকি সত্তেও পিতর যীশুর নামেতে আরোগ্যতাকে জোর দিয়ে ঘোষণা করেছিলেন।

দুর্বলতার আত্মাকে বাহির করা

যীশুর পরিচর্যা

যীশুর পরিচর্যা কাজের বেশিরভাগই সম্পন্ন হয়েছিল মন্দ আত্মাদের বাহির করার দ্বারা। এমনকি আজও, বিশ্বাসীদের দ্বারা অনেকে অসুস্থতা এবং ব্যাধি থেকে আরোগ্য হচ্ছে। বিশ্বাসীরা শত্রুদের দ্বারা নিযুক্ত চুরি, হত্যা এবং ধ্বংস করার আত্মার উপর কর্তৃত্বের দ্বারা সমস্ত মন্দতাকে যীশুর নামে বিশ্বাস সহকারে বাহির করছে।

লুক পুস্তকে আমরা একজন মহিলার বিষয়ে দেখি যাকে শয়তান দুর্বলতার আত্মার দাসত্বে বন্দী করে রেখেছিল।

লুক ১৩:১১-১৩, ১৬ " আর দেখ, একটী স্ত্রীলোক, যাহাকে আঠারো বৎসর ধরিয়া দুর্ব্বলতার আত্মায় পাইয়াছিল, সে কুব্জা, কোন মতে সোজা হইতে পারিত না। 12তাহাকে দেখিয়া যীশু কাছে ডাকিলেন, আর কহিলেন, হে নারি, তোমার দুর্ব্বলতা হইতে মুক্ত হইলে। 13পরে তিনি তাহার উপরে হস্তার্পণ করিলেন; তাহাতে সে তখনই সোজা হইয়া দাঁড়াইল, আর ঈশ্বরের গৌরব করিতে লাগিল।

তবে এই স্ত্রীলোক, অব্রাহামের কন্যা, যাহাকে শয়তান, দেখ, আজ আঠারো বৎসর ধরিয়া বাঁধিয়া রাখিয়াছিল, ইহার এই বন্ধন হইতে বিশ্রামবারে মুক্তি পাওয়া কি উচিত নয়?

" দুর্বলতা" কথাটির অর্থ হল অসুস্থতা বা কমজোরি। দুর্বলতার আত্মা হল অসুস্থতা অথবা কমজোরির আত্মা। এটি যে কোন প্রকার অসুস্থতা হতে পারে।

দুরারোগ্য ব্যাধি

ঈশ্বরের কাছে কোন ব্যধিই দুরারোগ্য নয়। প্রায় সমস্ত রোগ যাকে ডাক্তাররা দুরারোগ্য বলে বর্ণনা করেছেন, তা মন্দ আত্মার কারনে হয়। এইসমস্তের পরিচর্যার জন্য আমরা দুর্বলতার আত্মাকে ধমক দিতে পারি অথবা নির্দিষ্ট ব্যাধির নাম নিয়ে আমরা ধমক দিতে পারি। উদাহরনস্বরূপ, আমরা ক্যানসার, লিউকেমিয়া অথবা আরথ্রাইটিস ব্যাধির নাম নিয়ে ধমক দিতে পারি।

দুর্বলতার আত্মা দ্বারা ঘটিত কিছু ব্যাধির নাম নিম্নে দেওয়া হলঃ

এইডস

মদ্যপান, ধূমপান, মাদক দ্রব্য সেবন

অ্যালার্জি

বাত

শ্বাসকষ্ট

অন্ধত্ব

ক্যানসার

সেরিব্রাল পালসি

বধিরতা

মানসিক অবসাদ

ডায়াবেটিস

মৃগীরোগ

সংক্রমণজনিত রোগ

উন্মাদ

কুষ্ঠ

রক্তাল্পতা

লুপাস

মাল্টিপল স্ক্লেরোসিস

পেশিজনিত সমস্যা

পারকিনসন রোগ

ব্যাথা

পালসি

স্ক্লেরোসিস

টিউমার

বাইবেলভিত্তিক উদাহরন

® মূক

মথি ৯:৩২,৩৩ক " তাহারা বাহিরে যাইতেছে, আর দেখ, লোকেরা এক ভূতগ্রস্ত গোঁগাকে তাঁহার নিকটে আনিল। 33ভূত ছাড়ান হইলে সেই গোঁগা কথা কহিতে লাগিল"।

® মূক এবং বধির

মার্ক ৯:২৫ " পরে লোকেরা একসঙ্গে দৌড়িয়া আসিতেছে দেখিয়া যীশু সেই অশুচি আত্মাকে ধমকাইয়া কহিলেন, হে বধির গোঁগা আত্মা, আমিই তোমাকে আজ্ঞা দিতেছি, ইহা হইতে বাহির হও, আর কখনও ইহার মধ্যে প্রবেশ করিও না।

® খিঁচুনি

মথি ১৭:১৫, ১৮ " আমার পুত্রের প্রতি দয়া করুন, কেননা সে মৃগীরোগগ্রস্ত, এবং অত্যন্ত ক্লেশ পাইতেছে, কারণ সে বার বার আগুনে ও বার বার জলে পড়িয়া থাকে। পরে যীশু তাহাকে ধমক্ দিলেন, তাহাতে সেই ভূত তাহাকে ছাড়িয়া গেল, আর বালকটী সেই দণ্ড অবধি সুস্থ্ হইল।

® অন্ধ এবং মূক

মথি ১২:২২ " তখন এক জন ভূতগ্রস্ত তাঁহার নিকটে আনীত হইল, সে অন্ধ ও গোঁগা; আর তিনি তাহাকে সুস্থ্ করিলেন, তাহাতে সেই গোঁগা কথা কহিতে ও দেখিতে লাগিল।

® বাত

লুক ১৩:১১, ১২ " আর দেখ, একটী স্ত্রীলোক, যাহাকে আঠারো বৎসর ধরিয়া দুর্ব্বলতার আত্মায় পাইয়াছিল, সে কুব্জা, কোন মতে সোজা হইতে পারিত না। তাহাকে দেখিয়া যীশু কাছে ডাকিলেন, আর কহিলেন, হে নারি, তোমার দুর্ব্বলতা হইতে মুক্ত হইল"।

বাঁধা এবং খোলা

দুর্বলতার আত্মার সাথে মোকাবিলা করার জন্য, আমাদের কার্যকরী পরিচর্যা কাজ করার জন্য কর্তৃত্ব এবং নির্দেশ দুই প্রদান করা হয়েছে।

মথি ১৬:১৯ " আমি তোমাকে স্বর্গ-রাজ্যের চাবিগুলিন দিব; আর তুমি পৃথিবীতে যাহা কিছু বদ্ধ করিবে, তাহা স্বর্গে বদ্ধ হইবে, এবং পৃথিবীতে যাহা কিছু মুক্ত করিবে, তাহা স্বর্গে মুক্ত হইবে।

® বাঁধা

বাঁধার অর্থ হল কোন কিছুকে বদ্ধ বা সীমাবদ্ধ করা, কোন কিছুর সামর্থ্যকে সীমিত করা। উদাহরণস্বরূপঃ

® " আমি এই লোকটির শরীরে থাকা মন্দ আত্মাকে যীশুর নামেতে বাঁধি"।

® " আমি ক্যানসারের আত্মাকে বাঁধি "।

® খোলা

খোলার অর্থ হল কোন ব্যক্তিকে রোগের বন্ধন থেকে মুক্ত করা।

লুক ১৩:১২খ " হে নারি, তোমার দুর্ব্বলতা হইতে মুক্ত হইলে।

মন্দ আত্মা বাহির করা

মন্দ আত্মাকে বাহির করা মহান আজ্ঞার এক অংশ।

মার্ক ১৬:১৭ক " আর যাহারা বিশ্বাস করে, এই চিহ্নগুলি তাহাদের অনুবর্ত্তী হইবে; তাহারা আমার নামে ভূত ছাড়াইবে"।

মথি ৯:৩৩ " ভূত ছাড়ান হইলে সেই গোঁগা কথা কহিতে লাগিল; তখন লোক সকল আশ্চর্য্য জ্ঞান করিয়া কহিল, ইস্রায়েলের মধ্যে এমন কখনও দেখা যায় নাই।

® ক্যানসার - একটি উদাহরন

যখন একজন ব্যক্তির ক্যান্সার হয়, তখন এটি ক্যান্সারের মন্দ আত্মা সেই ব্যক্তির শরীরে ক্যানসারের বীজ বপন করে। আসুন ক্যানসারের থেকে আরোগ্যতার জন্য কিছু ব্যবহারিক পরামর্শগুলী দেখি।

® প্রথমে, শয়তানকে যীশু নামেতে বাঁধতে হবে।

® ক্যানসারের আত্মাকে অন্ধ করে দিয়ে যীশু নামেতে তাকে বেরিয়ে যাবার আদেশ দিতে হবে।

® ক্যানসারের বীজের মূল কারন অথবা টিউমারকে নির্মূল হয়ে যাবার আদেশ দিতে হবে।

আমাদের ঈশ্বরের বাক্যের কুঠার দ্বারা ক্যানসারের মূলে আঘাত হানতে হবে।

মথি ৩:১০ " আর এখনই গাছগুলির মূলে কুড়ালি লাগান আছে; অতএব যে কোন গাছে উত্তম ফল ধরে না, তাহা কাটিয়া আগুনে ফেলিয়া দেওয়া যায়"।

ক্যান্সার অবশ্যই ভালো ফল নয়। তাই আমরা সাহসের সাথে এটির ধংসের এবং গোঁড়া থেকে নির্মূল হবার আদেশ দিতে পারি।

শরীরের অসুস্থস্থানে হস্ত রাখুন এবং বিশ্বাসে আরোগ্যতা শক্তিকে প্রবাহিত করুন, সেই রোগকে ধ্বংস হবার এবং, মৃত টিস্যু এবং অঙ্গগুলীকে যীশুর নামেতে জীবিত হবার আদেশ দিন।

রোগের পাহাড়ের কাছে বলা

অনেক সময় দুর্ঘটনা, অস্ত্রপ্রচার, জন্মগত সমস্যা বা রোগের কারনে অঙ্গহানি ঘটে থাকে। আমরা এইসব 'রোগের পাহাড়ের' সামনে ঈশ্বরের বাক্যের আশ্চর্যজনক শক্তির দ্বারা শরীরে নতুন অঙ্গের পুনঃস্থিতির জন্য আদেশ করতে পরি।

মার্ক ১১:২৩ " আমি তোমাদিগকে সত্য কহিতেছি, যে কেহ এই পর্ব্বতকে বলে, 'উপড়িয়া যাও, আর সমুদ্রে গিয়া পড়,' এবং মনে মনে সন্দেহ না করে, কিন্তু বিশ্বাস করে যে, যাহা বলে তাহা ঘটিবে, তবে তাহার জন্য তাহাই হইবে।

যীশু ডুমুর গাছকে অভিশাপ দেবার পরের দিন সেই গাছকে মৃত দেখে অবাক হয়ে গেছিল।

এই বিষয়ে যীশু তাদেরকে ২৩ পদে ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি বললেন " ডুমুর গাছ তো ছোট, তোমরা পাহাড়কেও আদেশ করলে সেটি উপড়ে পড়বে।

আমাদের জীবনের পাহাড় আধ্যাত্মিক, মানসিক, বা শারীরিক হতে পারে। পাহাড় অর্থে শক্তি এবং দৃঢ়তাকে বোঝানো হয়েছে এবং ঈশ্বরের বাক্য যে কোন পাহাড়ের থেকে বেশী শক্তিশালী ও দৃঢ়।

আদেশ!

যীশু বললেন, " যে কেহ বলে", তিনি বলেননি, " যে কেহ ঈশ্বরকে এটি করার জন্য প্রার্থনা করে'। বলার অর্থ হল আদেশ করা।

পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ হবার পর শিস্যেরা অসুস্থদের জন্য প্রার্থনা করেছে এমন বাইবেলে উল্লেখ নেই। তারা অসুস্থদের আরোগ্যতার পরিচর্যা যীশুর শক্তির দ্বারা করেছিল। সেই একই শক্তি যা এখন আমাদের মধ্যেও রয়েছে।

অসুস্থদের আরোগ্য করা!

আমরা অনেকেই ঈশ্বরের কাছে ভিক্ষা সহকারে অসুস্থদের সুস্থ করে দেবার জন্য প্রার্থনা করে থাকি এবং তার ফলে অনেকসময়

সঠিক ফল পাই না। আমরা ঈশ্বরকে কিছু করতে বলব না তিনি আমাদের তার শক্তির দ্বারা করতে বলেছেন।

মথি ১০:৮ " পীড়িতদিগকে সুস্থ করিও, মৃতদিগকে উত্থাপন করিও, কুষ্ঠীদিগকে শুচি করিও, ভূতদিগকে ছাড়াইও; তোমরা বিনামূল্যে পাইয়াছ, বিনামূল্যেই দান করিও "।

মার্ক ১৬:১৮খ " তাহারা পীড়িতদের উপরে হস্তার্পণ করিবে, আর তাহারা সুস্থ হইবে।

আধিপত্য গ্রহন করুন

ঈশ্বর মনুষ্যকে আধিপত্য এবং শাসন করার কর্তৃত্ব দিয়েছেন।

আদিপুস্তক ১:২৬ " পরে ঈশ্বর কহিলেন, আমরা আমাদের প্রতিমূর্ত্তিতে, আমাদের সাদৃশ্যে মনুষ্য নির্ম্মাণ করি; আর তাহারা সমুদ্রের মৎস্যদের উপরে, আকাশের পক্ষীদের উপরে, পশুগণের উপরে, সমস্ত পৃথিবীর উপরে, ও ভূমিতে গমনশীল যাবতীয় সরীসৃপের উপরে কর্ত্তৃত্ব করুক"।

যীশুর মতো আমাদেরও কর্তৃত্ব ও শক্তির সাথে কথা বলতে হবে কারণ তিনি আমাদের সেই ক্ষমতা দিয়েছেন।

লুক ৪:৩২ " এবং লোকেরা তাঁহার উপদেশে চমৎকৃত হইল; কারণ তাঁহার বাক্য ক্ষমতা যুক্ত ছিল।

লুক ১০:১৯ " দেখ, আমি তোমাদিগকে সর্প ও বৃশ্চিক পদতলে দলিত করিবার, এবং শত্রুর সমস্ত শক্তির উপরে কর্ত্তৃত্ব করিবার ক্ষমতা দিয়াছি। কিছুতেই কোন মতে তোমাদের হানি করিবে না"।

যীশুর বাক্য এবং কর্তৃত্ব আমাদের মধ্যে রয়েছে এবং এটি এখন ক্ষমতাযুক্ত।

বাক্য বলা

আমরাও অসুস্থতার গাছকে বলতে পারি,

লুক ১৭:৬ " প্রভু কহিলেন, একটী সরিষাদানার মত বিশ্বাস যদি তোমাদের থাকে, তবে 'তুমি সমূলে উপড়িয়া গিয়া সমুদ্রে রোপিত হও' এই কথা সুকামিন গাছটীকে বলিলে এ তোমাদের কথা মানিবে।

যীশু শিমোনের শাশুড়ির জ্বরের আত্মাকে ধমক দিলেন এবং সেই জ্বরের আত্মার উপর তিনি কর্তৃত্ব স্থাপন করলেন।

লুক ৪:৩৯ " তখন তিনি তাঁহার নিকটে দাঁড়াইয়া জ্বরকে ধমক্ দিলেন, তাহাতে তাঁহার জ্বর ছাড়িয়া গেল; আর তিনি তৎক্ষণাৎ উঠিয়া তাঁহাদের পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন।

উদাহরণস্বরূপ, আমরা শরীরকে স্বাভাবিক হবার আদেশ দিতে পারি।

® " রক্তচাপ - স্বাভাবিক হয়ে যাও"!

® "আমি যীশুর নামেতে আদেশ করি কিডনির সমস্ত সমস্যা দূর হয়ে যাক!"

আমরা সৃজনশীল আশ্চর্যকাজের কথা বলতে পারি।

® " এই দেহে নতুন এক হার্ট গঠন হোক"

® " আমি আদেশ করি এই আঙ্গুলগুলী বৃদ্ধি হোক "।

মার্ক ৩:১, ৩, ৫খ " আর তিনি আবার সমাজ-গৃহে প্রবেশ করিলেন; সেখানে একটী লোক ছিল, তাহার একখানি হাত শুকাইয়া গিয়াছিল।

তখন তিনি সেই শুষ্কহস্ত লোকটীকে কহিলেন, মাঝখানে আসিয়া দাঁড়াও।

তোমার হাত বাড়াইয়া দেও; সে তাহা বাড়াইয়া দিল, আর তাহার হাত আগে যেমন ছিল, তেমনি হইল।

সাহসের এবং জোরের সহিত বলা

যখন আমরা নতুন নিয়মে আরোগ্যতার বিবরণ দেখি তখন কিছু পরিভাষা দেখতে পাইঃ

যোহন ১১:৪৩ " ইহা বলিয়া তিনি উচ্চরবে ডাকিয়া বলিলেন, লাসার, বাহিরে আইস।

প্রেরিত ৩:৬খ " কিন্তু পিতর বলিলেন, রৌপ্য কি স্বর্ণ আমার নাই, কিন্তু যাহা আছে, তাহা তোমাকে দান করি; নাসরতীয় যীশু খ্রীষ্টের নামে হাঁটিয়া বেড়াও।

লুস্ত্রায় পৌল এক খঞ্জ লোকের পরিচর্যা করেছিলেন।

প্রেরিত ১৪:৯, ১০ " সেই ব্যক্তি পৌলের কথা শুনিতেছিল; তিনি তাহার প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া, সুস্থ হইবার জন্য তাহার বিশ্বাস আছে দেখিয়া, উচ্চ রবে বলিলেন, তোমার পায়ে ভর দিয়া সোজা হইয়া দাঁড়াও; তাহাতে সে লাফ দিয়া উঠিল ও হাঁটিতে লাগিল।

আমাদের সাহসের সাথে আরোগ্যতার বাক্য বলার উদাহরন এবং নির্দেশ করা হয়েছে। যদিও এটি আমাদের সংস্কৃতির থেকে আলাদা, তবুও আমরা ঈশ্বরের বাক্যকে অনুসরন করব।

আমরা যা বলি তা ঈশ্বরের লোকেদের কাছে। আরোগ্যতা আনতে খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আমাদের কথা জীবন বা মৃত্যু, অসুস্থ বা সুস্থ করতে পারে। তাই ঈশ্বরের বাক্য আমাদের বলা উচিত, ঈশ্বরের বাক্যই শুধুমাত্র আরোগ্যতাকে আনতে পারে।

জীবন অথবা মৃত্যু

রাজা শলোমন স্পষ্ট করে বলেছিলেন যে জিহ্বার ক্ষমতায় জীবন ও মৃত্যু রয়েছে।

হিতোপদেশ ১৮:২১ " মরণ ও জীবন জিহ্বার অধীন; যাহারা তাহা ভালবাসে, তাহারা তাহার ফল ভোগ করিবে।

অনেক লোকেরা নিজেদের এবং অপরকে তাদের কথার দ্বারা হত্যা করছে। অন্যেরা ঈশ্বরের বাক্যকে বিশ্বাসে বলার দ্বারা জীবনযাপন করছে।

পরিত্রান স্বীকার করা

হৃদয় বিশ্বাস করে এবং মুখ পরিত্রানকে স্বীকার করে।

রোমীয় ১০:৮-১০ " আর যাহারা মাংসের অধীনে থাকে, তাহারা ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করিতে পারে না। কিন্তু তোমরা মাংসের অধীনে নও, আত্মার অধীনে রহিয়াছ, যদি বাস্তবিক ঈশ্বরের আত্মা তোমাদিগেতে বাস করেন। কিন্তু খ্রীষ্টের আত্মা যাহার নাই, সে খ্রীষ্টের নয়। আর যদি খ্রীষ্ট তোমাদিগেতে থাকেন, তবে দেহ পাপ প্রযুক্ত মৃত বটে, কিন্তু আত্মা ধার্ম্মিকতা প্রযুক্ত জীবন।

সম্পূর্ণ পরিত্রাণের মধ্যে আরোগ্যতা এবং মুক্তি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।পরিত্রানের জন্য আমাদের হৃদয়ে বিশ্বাস করতে হবে এবং মুখে স্বীকার করতে হবে।

বাক্যকে বলা

যখন সেনাপতি যীশুর কাছে এসে জিজ্ঞাসা করলেন যে তাঁর দাস যেন সুস্থ হয়, তিনি কর্তৃত্ব এবং বাক্যের শক্তিকে জানতেন। সে যীশুকে বললেন, "শুধু একটি বাক্য বলুন, আমার দাস সুস্থ হয়ে যাবে।"

মথি ৮:৫-১০,১৩ " আর তিনি কফরনাহূমে প্রবেশ করিলে এক জন শতপতি তাঁহার নিকটে আসিয়া বিনতিপূর্ব্বক কহিলেন, হে প্রভু, আমার দাস গৃহে পক্ষাঘাতে পড়িয়া আছে, ভয়ানক যাতনা পাইতেছে। তিনি তাঁহাকে কহিলেন, আমি গিয়া তাহাকে সুস্থ করিব। শতপতি উত্তর করিলেন, হে প্রভু, আমি এমন যোগ্য নই

যে, আপনি আমার ছাদের নীচে আইসেন; কেবল বাক্যে বলুন, তাহাতেই আমার দাস সুস্থ হইবে। কারণ আমিও কর্ত্তৃত্বের অধীন লোক, আবার সেনাগণ আমার অধীন; আমি তাহাদের এক জনকে 'যাও' বলিলে সে যায়, এবং অন্যকে 'আইস' বলিলে সে আইসে, আর আমার দাসকে 'এই কর্ম্ম কর' বলিলে সে তাহা করে। এই কথা শুনিয়া যীশু আশ্চর্য্য জ্ঞান করিলেন, এবং যাহারা পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতেছিল, তাহাদিগকে কহিলেন, আমি তোমাদিগকে সত্য বলিতেছি, ইস্রায়েলের মধ্যে কাহারও এত বড় বিশ্বাস দেখিতে পাই নাই।

পরে যীশু সেই শতপতিকে কহিলেন, চলিয়া যাও, যেমন বিশ্বাস করিলে, তেমনি তোমার প্রতি হউক। আর সেই দণ্ডেই তাহার দাস সুস্থ হইল।

যীশু তাঁর বিশ্বাসের জন্য সেই শতপতির অত্যন্ত প্রশংসা করেছিলেন কারন সে যীশুর কর্তৃত্বের উপর বিশ্বাস করেছে যে শুধু যীশুর মুখের বাক্যে তার দাস সুস্থ হবে। সে শুধুমাত্র তার কর্তৃত্বকে নয় বরং বাক্যের গুরুত্বকেও জানত। আমরা আমাদের অনুভব, আমাদের সন্দেহ বা অবিশ্বাসের দ্বারা নয় শুধু ঈশ্বরের বাক্য দ্বারা যেন আরোগ্যতার পরিচর্যাকে করতে পারি।

বাক্যকে শ্রবন করা

আমাদের তার বাক্য শ্রবন করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

হিতোপদেশ ৪:২০-২২ " বৎস, আমার বাক্যে অবধান কর, আমার কথায় কর্ণপাত কর। তাহা তোমার দৃষ্টির বহির্ভূত না হউক, তোমার হৃদয়মধ্যে তাহা রাখ। কেননা যাহারা তাহা পায়, তাহাদের পক্ষে তাহা জীবন, তাহা তাহাদের সর্ব্বাঙ্গের স্বাস্থ্যস্বরূপ।

তার বাক্য প্রেরন

গীতসংহিতাতে আমরা দেখতে পাই ঈশ্বর আরোগ্য করার জন্য তার বাক্যকে প্রেরন করেছিলেন।

গীতসংহিতা ১০৭:২০ " তিনি আপন বাক্য পাঠাইয়া তাহাদিগকে সুস্থ করেন, তাহাদের খাত হইতে তাহাদিগকে রক্ষা করেন।

আমরা বাক্যকে প্রেরন করতে পারি, কারন আমাদের কাছে যীশুর কর্তৃত্ব রয়েছে। আমরাও বাক্যকে বিশ্বাস এবং কর্তৃত্বের সাথে প্রেরন করতে পারি।

খালি ফিরে আসে না

ঈশ্বর প্রতিজ্ঞা করেছেন যে তার বাক্য কখনই বিনা ফল দিয়ে নিষ্ফল ফেরত আসবে না।

যিশাইয় ৫৫:১০, ১১ " বাস্তবিক যেমন বৃষ্টি বা হিম আকাশ হইতে নামিয়া আইসে, আর সেখানে ফিরিয়া যায় না, কিন্তু ভূমিকে আদ্র করিয়া ফলবতী ও অঙ্কুরিত করে, এবং বপনকারীকে বীজ ও ভক্ষককে ভক্ষ্য দেয়, আমার মুখনির্গত বাক্য তেমনি হইবে; তাহা নিষ্ফল হইয়া আমার কাছে ফিরিয়া আসিবে না, কিন্তু আমি যাহা ইচ্ছা করি, তাহা সম্পন্ন করিবে, এবং যে জন্য তাহা প্রেরণ করি, সে বিষয়ে সিদ্ধার্থ হইবে।

আমরা স্পষ্টত দেখতে পাই যে ঈশ্বরের বাক্যের এক উদ্দেশ্য রয়েছে এবং এটি কখন নিষ্ফল হয় না। সমস্ত দেশে ঈশ্বরের আরোগ্যতা প্রদানের এটি একটি অংশ। আমরা হলাম ঈশ্বরের হাত এবং মুখ। আমরা তার রবকে শুনি এবং তার পরিত্রানের বাক্যকে বলার দ্বারা মানুষদের মধ্যে আরোগ্যতাকে নিয়ে আসি।

পুনারোলচনার জন্য প্রশ্নাবলী

১। আপনি যখন অসুস্থদের আরোগ্যতার করার জন্য যীশুর নাম ব্যবহার করেন তখন আপনি কী ঘটার আশা করেন? কেন তা ব্যাখ্যা করুন।

২। যদি আপনাকে এমন একজনের জন্য প্রার্থনা করার জন্য ডাকা হয় যাকে ডাক্তাররা বলেছিলেন যে ক্যান্সারে মারা যাচ্ছেন, বা অন্য কিছু "দুরারোগ্য" ব্যাধি রয়েছে তখন আপনি কীভাবে তাদের আরোগ্য করবেন?

৩। কর্তৃত্বের সাথে আরোগ্যতার পরিচর্যার ৫টি উদাহরন দিন।

সপ্তম অধ্যায়

প্রার্থনা এবং কার্য দ্বারা আরোগ্যতা

আমরা পূর্ববর্তী পাঠে শিখেছি যে অসুস্থদের আরোগ্যতার জন্য ঈশ্বরের বাক্যকে বোঝা খুব গুরুত্বপূর্ণ। আমরা যতই জানি না কেন আমাদের প্রয়াসের বিনা আরোগ্যতা কখনই সম্ভব হবে না। আমরা যেন আমাদের বিশ্বাসে বলতে পারি । আমরা যেন অসুস্থদের কাছে পৌছাতে পারি।

ঈশ্বরের অংশ - আমাদের অংশ

আশ্চর্য ঘটনা ঘটানোর জন্য, আমাদের অবশ্যই আমাদের অংশটি করতে হবে এবং ঈশ্বর তার কাজ করবেন এটি আশা রাখতে হবে।

নোহ জাহাজ তৈরি করলেন - ঈশ্বর বন্যা নিয়ে আসলেন।

মোশি লাঠি তুলে ধরলেন - ঈশ্বর সমুদ্র ভাগ করলেন।

যিহূশিয় যিরিহোর প্রাচীরের চারদিকে ঘুরলেন - ঈশ্বর প্রাচীরকে ভেঙ্গে দিলেন।

এলিশা নদীতে লাঠি ছুড়ে ফেললেন - ঈশ্বর কুড়ুল ভাসালেন।

ঈশ্বরের অংশ

অসুস্থদের আরোগ্য করার জন্য, আমাদের পদক্ষেপ নিতে হবে, এবং তার অনুরূপ ঈশ্বর পদক্ষেপ নেবেন। এই দ্বি প্রক্রিয়াটি বোঝা গুরুত্বপূর্ণ। যেহেতু আমরা যীশুর বাক্য বিশ্বাস করি এবং বিশ্বাসের ভিত্তিতে পদক্ষেপ নিই, ঈশ্বর তাঁর অংশের পদক্ষেপ নেবেন এবং আরোগ্যতার প্রকাশ আনবেন।

® সমস্ত কিছু সম্ভব

যীশুকে সঙ্গে নিয়ে এটি বলা খুব সহজ যে, " সমস্ত কিছু ঈশ্বরের সহিত সম্ভব"।

লুক ১৮:২৭ " তিনি কহিলেন, যাহা মনুষ্যের অসাধ্য, তাহা ঈশ্বরের সাধ্য।

মার্ক ১০:২৭ " যীশু তাঁহাদের প্রতি দৃষ্টি করিয়া কহিলেন, ইহা মনুষ্যের অসাধ্য বটে, কিন্তু ঈশ্বরের অসাধ্য নয়, কারণ ঈশ্বরের সকলই সাধ্য।

“ যে বিশ্বাস করে তার কাছে সমস্ত কিছুই সম্ভব” যখন যীশু এই কথা বলেন তখন তার সাথে একমত হওয়া কঠিন হয়ে পড়ে।

মার্ক ৯:২৩ “ যীশু তাহাকে কহিলেন, যদি পারেন! যে বিশ্বাস করে, তাহার পক্ষে সকলই সাধ্য।

স্বাভাবিকভাবে, এটি অসম্ভব বলে মনে হতে পারে। কিন্তু ঈশ্বর যদি বলে থাকেন তা হলে তা সম্ভব, আমাদের নিজের শক্তিতে নয়, কিন্তু ঈশ্বরের শক্তিতে সমস্ত কিছু সম্ভব। ঈশ্বর কখনও আমাদের এমন কিছু করতে বলবেন না যা আমরা করতে পারি না।

মথি ১৭:২০ “ তিনি তাঁহাদিগকে বলিলেন, তোমাদের বিশ্বাস অল্প বলিয়া; কেননা আমি তোমাদিগকে সত্য কহিতেছি, যদি তোমাদের একটী সরিষা-দানার ন্যায় বিশ্বাস থাকে, তবে তোমরা এই পর্ব্বতকে বলিবে, ‘এখান হইতে ঐখানে সরিয়া যাও,’ আর ইহা সরিয়া যাইবে; এবং তোমাদের অসাধ্য কিছুই থাকিবে না।

আমাদের অংশ

® বাধ্য হওয়া

যীশু আমাদের অসুস্থদের উপর হস্ত রাখার আদেশ দিয়েছেন। আমরা যেন ভয়কে না আসতে দিই যার ফলে আদেশের অবাধ্য হই।

১ শমূয়েল ১৫:২২ “ শমূয়েল কহিলেন, সদাপ্রভুর রবে অবধান করিলে যেমন, তেমন কি হোমে ও বলিদানে সদাপ্রভু প্রসন্ন হন? দেখ, বলিদান অপেক্ষা আজ্ঞাপালন উত্তম, এবং মেষের মেদ অপেক্ষা অবধান করা উত্তম।

আমরা যদি আমাদের জীবনে আরোগ্যতার অলৌকিক ঘটনাগুলি অনুভব করতে চাই তবে আমাদের অবশ্যই ঈশ্বরের বাক্যের নির্দেশাবলী এবং আদেশের প্রতি বাধ্য হতে হবে।

পবিত্র আত্মা আমাদের যা কিছু করার নির্দেশ দেন তা আমাদের অবশ্যই মেনে চলতে হবে, তা যতই অদ্ভুত মনে হোক না কেন।

® “ করতে পারি” এই মনোভাব গঠন করা

আমরা আমাদের বিশ্বাস গড়ে তুললে ঈশ্বর আমাদের যা করতে আদেশ করেন আমরা তা করতে পারি। আমরা “ পারব না” এই কথা বলে বন্ধ করে, ঈশ্বরের বাক্যের সাথে একমত হয়ে বলি “ আমি পারি”।

ফিলিপীয় ৪:১৩ “ যিনি আমাকে শক্তি দেন, তাঁহাতে আমি সকলই করিতে পারি।

ব্যর্থতার ভয় বা এমনকি লজ্জা ঈশ্বরের কাছ থেকে আসে না। এটা আমাদের জীবনের জন্য ঈশ্বরের পরিকল্পনা করা সমস্ত কাজ থেকে আমাদের বিরত করে রাখে। আমাদের ঈশ্বরের বাধ্য হবার থেকে বাঁধা দেবার জন্য শয়তান আমাদের মধ্যে ভয় পাঠায়।

২ তিমথীয় ১:৭ " কেননা ঈশ্বর আমাদিগকে ভীরুতার আত্মা দেন নাই, কিন্তু শক্তির, প্রেমের ও সুবুদ্ধির আত্মা দিয়াছেন।

ঈশ্বরের বাক্যে কাজ করার জন্য, আমাদের অবশ্যই ব্যর্থতার ভয়কে কাটিয়ে উঠতে হবে, এবং কোনো অলৌকিক ঘটনা না ঘটলেও আমাদের খ্যাতির জন্য কখনই ভয় পাব না । যীশু যদি আমাদের জন্য তার খ্যাতি ছেড়ে দেন, তবে আমরা কেন আমাদের সম্পর্কে উদ্বিগ্ন হব?

ফিলিপীয় ২:৭ " কিন্তু আপনাকে শূন্য করিলেন, দাসের রূপ ধারণ করিলেন, মনুষ্যদের সাদৃশ্যে জন্মিলেন"।

নিজেকে কখনও জিজ্ঞাসা করবেন না, "কিন্তু যদি কিছুই না ঘটে?" পরিবর্তে জিজ্ঞাসা করুন, "যদি আমি বাধ্য হই তবে তারা আরোগ্যতা পাবে?"

অনুভবের দ্বারা নয় বরং বিশ্বাসের দ্বারা কাজ করা

ভয়, সংকোচ, অপ্রতুলতা এবং হীনমন্যতার অনুভূতি অনেককে তাদের ব্যক্তিগত আরোগ্যতার প্রকাশ পেতে বাধা দিয়ে থাকে বা বিশ্বাসে অন্যদের জন্য আরোগ্যতার পরিচর্যা থেকে বিরত করে রাখে। আমরা একসাথে ভয় এবং বিশ্বাস নিয়ে কাজ করতে পারি না।

বিশ্বাসী হিসাবে, আমাদের আত্মায় জীবনযাপন করা উচিত। আমাদের হৃদয়কে ঈশ্বরের বাক্যের প্রকাশের দ্বারা পুনর্নবীকরণ করা উচিত. আমাদের কর্ম ঈশ্বর তাঁর বাক্যের মাধ্যমে যা প্রকাশ করেছেন এবং আমাদের আত্মার সাথে যেরূপ কথা বলেছেন সেরূপ বাধ্য হওয়া উচিত।

আমাদের আত্মা পুনরুদ্ধার করার সাথে সাথে, আমাদের অনুভূতি এবং আবেগগুলি অতীতের নেতিবাচক অভিজ্ঞতার প্রতি নয়, বরং আমাদের আত্মার আনুগত্যের প্রতি সাড়া দেবে। শয়তান আর আমাদেরকে ঈশ্বরের আনুগত্য থেকে বিরত রাখতে পারবে না।

বাক্যে বিশ্বাস

যদি আমরা আরোগ্যতার অলৌকিক কাজের জন্য ঈশ্বরকে বিশ্বাস করতে চাই, তাহলে আমাদের প্রথমে ঈশ্বরের বাক্য থেকে জানতে হবে যে তিনি কি করবেন।

∑ বিশ্বাসঃ

® অনুভূতি কখনই নয় এবং অনুভূতি কখনই বিশ্বাস নয় ।

® অনুভূতির সাথে কিছুই করার নেই - অনুভূতি উপেক্ষা করুন

® ঈশ্বরের বাক্যের বিশ্বাস এগিয়ে চলুন

® ঈশ্বর তার বাক্যে যা প্রকাশ করেছেন তা জানা, বিশ্বাস এবং গ্রহন করতে হবে

অনুভূতি বলে, "আমি খুব ক্লান্ত।" "আমি জানি না কিভাবে... হয়তো আমি ব্যর্থ হব।" "আমি আগে এটি করার চেষ্টা করেছি এবং ..." "আমি করব, কিন্তু আপনি জানেন আমি সাহসী নই...।"

বিশ্বাস বলে, "আমি বিশ্বাস করব এবং ঈশ্বরের বাক্যে কাজ করব।"" "আমি বিশ্বাস করব এবং গ্রহণ করব" "আমি সন্দেহ করব না এবং বিনা সন্দেহে সমস্ত কিছু করব!"

একজন ব্যক্তি ঈশ্বরের শক্তি দ্বারা তাদের আরোগ্যতা পেতে পারে এবং কিছু অনুভব করতে নাও পারে। অন্য একজন ঈশ্বরের আরোগ্যতা শক্তি, একটি তাপ, একটি শীতলতা, বা বিদ্যুতের স্রোতের মতো একটি আঘাত অনুভব করতে পারে।

আরোগ্যতার প্রকাশের জন্য, একজনের অনুভূতির সন্ধান করা উচিত নয়, তবে প্রতিশ্রুতটির সন্ধান করা, বিশ্বাস করা এবং প্রত্যাশা করা উচিত।

ঈশ্বরের বাক্যে কাজ করা

যীশু সাহসের সহিত পরিচর্যা করেছিলেন

যীশু সাহসের সহিত আরোগ্য করেছিলেন।

® '' হস্তকে বাড়িয়ে দিয়ে''

যীশু শুকনো হাত লোকটিকে আদেশ করার দ্বারা সুস্থ করলেন।

মথি ১২:১০ক, ১৩ " আর দেখ, একটী লোক, তাহার একখানি হাত শুকাইয়া গিয়াছিল।

তখন তিনি সেই লোকটীকে কহিলেন, তোমার হাত বাড়াইয়া দেও; তাহাতে সে বাড়াইয়া দিল, আর তাহা অন্যটীর ন্যায় পুনরায় সুস্থ হইল।

এই একই ঘটনা মার্ক ৩:১-৫ এবং লুক ৬:৬-১০ পদে উল্লিখিত রয়েছে । এই শাস্ত্রবাক্য কার্যের কথা বলে। যীশু সেই ব্যক্তিকে কিছু করার জন্য আদেশ দিলেন এবং সেই লোকটি ঠিক সেরূপ করল। সে তার হাতকে বাড়িয়ে দিল এবং সে আরোগ্যতা পেল।

® "গিয়ে ধুয়ে আস"

যীশু এক অন্ধ ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট এক হ্রদে গিয়ে ধুয়ে আসতে বলার দ্বারা আরোগ্য করলেন।

যোহন ৯:৬, ৭ " এই কথা বলিয়া তিনি ভূমিতে থুথু ফেলিয়া সেই থুথু দিয়া কাদা করিলেন; পরে ঐ ব্যক্তির চক্ষুতে সেই কাদা লেপন করিলেন ও তাহাকে কহিলেন, শীলোহ সরোবরে যাও, ধুইয়া ফেল; অনুবাদ করিলে এই নামের অর্থ 'প্রেরিত'। তখন সে গিয়া ধুইয়া ফেলিল, এবং দেখিতে দেখিতে আসিল।

লোকটি কখন দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেল? যীশু যখন সেই ব্যক্তির চোখে কাঁদা মাখিয়ে অভিষিক্ত করেছিল তখন নাকি, যখন সে সরোবরে চোখ ধুয়েছিল তখন।

সেই ব্যক্তিটি যখন বিশ্বাস করেছিল, বাধ্য হয়েছিল এবং সেই বিশ্বাসে কাজ করেছিল তখন সে দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেয়েছিল।

® " খাটিয়া তুলে নাও"

যীশু পক্ষাঘাতযুক্ত ব্যক্তিকে আদেশ দিলেন, " ওঠ, এবং তোমার বিছানা নিয়ে যাও"।

মার্ক ২:১১, ১২ " তোমাকে বলিতেছি, উঠ, তোমার খাট তুলিয়া লইয়া তোমার ঘরে যাও। তাহাতে সে উঠিল, ও তৎক্ষণাৎ খাট তুলিয়া লইয়া সকলের সাক্ষাতে বাহিরে চলিয়া গেল; ইহাতে সকলে অতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত হইল, আর এই বলিয়া ঈশ্বরের গৌরব করিতে লাগিল যে, এমন কখনও দেখি নাই।

স্বাভাবিকভাবেই, সেই লোকটির পক্ষে উঠা, বিছানা তোলা এবং কোথাও যাওয়া অসম্ভব ছিল! কিন্তু সে জানত কি ঈশ্বর বলেছেন এবং সে সেরূপ কাজ করল ও তৎক্ষণাৎ সে আরোগ্য হল।

শিস্যেরা এই উদাহরণকে অনুসরন করলেন

পিতর এবং যোহন যীশুর দেওয়া আরোগ্যতার উদাহরণকে অনুসরণ করেছিলেন । তারা পঙ্গু লোকটিকে উঠতে এবং হেঁটে যেতে নির্দেশ দিল।

প্রেরিত ৩:৬, ৭ " কিন্তু পিতর বলিলেন, রৌপ্য কি স্বর্ণ আমার নাই, কিন্তু যাহা আছে, তাহা তোমাকে দান করি; নাসরতীয় যীশু খ্রীষ্টের নামে হাঁটিয়া বেড়াও।

পরে তিনি তাঁহার দক্ষিণ হস্ত ধরিয়া তাহাকে তুলিলেন; তাহাতে তৎক্ষণাৎ তাহার চরণ ও গুল্‌ফ সবল হইল"।

বিশ্বাস এবং কাজ

যাকোব বলেছেন কার্যবিহীন বিশ্বাস মৃত।

যাকোব ২:১৪, ১৭, ১৮, ২০ " হে আমার ভ্রাতৃগণ, যদি কেহ বলে, আমার বিশ্বাস আছে, আর তাহার কর্ম্ম না থাকে, তবে তাহার কি ফল দর্শিবে? সেই বিশ্বাস কি তাহার পরিত্রাণ করিতে পারে?

তদ্রূপ বিশ্বাসও কর্ম্মবিহীন হইলে আপনি একা বলিয়া তাহা মৃত।

কিন্তু কেহ বলিবে, তোমার বিশ্বাস আছে, আর আমার কর্ম্ম আছে; তোমার কর্ম্মবিহীন বিশ্বাস আমাকে দেখাও, আর আমি তোমাকে আমার কর্ম্ম হইতে বিশ্বাস দেখাইব।

কিন্তু, হে অসার মনুষ্য, তুমি কি জানিতে চাও যে, কর্ম্মবিহীন বিশ্বাস কোন কাজের নয়?

আমাদের অবশ্যই ঈশ্বরের বাক্যে কাজ করতে হবে, কারণ কর্ম ছাড়া বিশ্বাস মৃত। আমাদের বিশ্বাস যখন কর্মের দ্বারা প্রকাশিত হবে, তখন ঈশ্বরের আরোগ্যতার শক্তি প্রবাহিত হবে। যখন ঈশ্বরের শক্তিকে কর্মে প্রবাহিত করা হয়, তখন অসুস্থতা অবশ্যই চলে যাবে।

আরোগ্যতার পরিচর্যায় বিশ্বাস-কর্ম গুরুত্বপূর্ণ। কখনও কখনও এটি একজন আরোগ্যতা পরিচর্যার দ্বারা হয়ে থাকে. অন্য সময়ে, নির্দেশের আনুগত্যের মধ্যে আরোগ্যতার আশায় কর্ম করার দ্বারা হয়।।

কর্মের জন্য পরামর্শ

আপনি যে তাৎক্ষণিকভাবে কাউকে আরোগ্যতা পরিচর্যা করেন, তাকে এমন কিছু করতে বলুন যা তারা আগে কখন করেনি। উদাহরনস্বরূপঃ

® " হাতকে প্রসারিত কর" - " ঝুকে দেখ" - " নিরিক্ষন কর"

® সাহসের সহিত বলুন, " ব্যাথার কি হল?"

∑ **আপনি যদি ঈশ্বরের বাক্যকে সত্যি মনে করেন! তবে সেইরুপ কাজ করুন! ঈশ্বরের বাক্যে কাজ করুন। আপনার বিশ্বাসের স্তরে কাজ করুন।**

® বিশ্বাস কাজের সহিত চলে।

® ঈশ্বরের আরোগ্যতার শক্তি প্রবাহিত হয়।

® আরোগ্যতা আসে!

® সাবধান!

আমরা কখনই একজন ব্যক্তিকে বন্ধনী খুলে ফেলতে বা ওষুধ খাওয়া বন্ধ করতে বলতে পারি না। আমরা জানি না তাদের বিশ্বাস কোথায়, বা তাদের জীবনে কোন বাধা হয়ত তাদের আরোগ্যতার প্রকাশ পেতে বাঁধা দেয়।

আমাদের উচিত ইতিবাচক কথা বলা এবং তাদের মধ্যে বিশ্বাস জাগ্রত হওয়া উচিত। যদি তাদের বন্ধনি খুলে নেবার বিশ্বাস আসে তবে তা করুক। তবে এটি খুবি আশ্চর্য বিষয়!

টীকাঃ আপনার দেওয়া নির্দেশাবলীর কারণে গৃহীত যেকোনো পদক্ষেপের তাৎক্ষণিক, বা ভবিষ্যতে, নেতিবাচক ফলাফলের জন্য আপনাকে আইনত দায়বদ্ধ বলে বিচার করা যেতে পারে যা মেডিকেল ডাক্তারদের নির্দেশের বিপরীত হতে পারে।

প্রার্থনা এবং আরোগ্যতা সম্বন্ধে ধারনা থাকা

ভ্রান্ত-ধারনা

প্রার্থনা সম্পর্কে কিছু ভ্রান্ত ধারণা রয়েছে এবং অসুস্থদের আরোগ্যতা করার একটি অংশ । কেউ কেউ মনে করেন যে আমাদের প্রার্থনা করা উচিত এবং জিজ্ঞাসা করা উচিত, বা এমনকি ঈশ্বরকে এমনভাবে ভিক্ষা করা উচিত যেন তিনি আরোগ্য করতে অনিচ্ছুক রয়েছেন। তারা একজন ব্যক্তিকে আরোগ্য করার জন্য ঈশ্বরকে কারণ প্রদান করে। উদাহরণস্বরূপ, "তিনি খ্রীষ্ট সম্প্রদায়ের এমন একজন নেতা .. তিনি একজন ভাল ব্যক্তি, আপনার তাকে সুস্থ করা উচিত।"

ঈশ্বর কি অসুস্থদের সুস্থ করতে নারাজ! তিনি দুই হাজার বছর আগে তাঁর অংশটি করেছিলেন, যেমন যীশু তাঁর শরীরে আঘাতের দ্বারা আমাদের ব্যথা এবং আমাদের অসুস্থতা বহন করেছিলেন। এখন, তিনি আমাদের জন্য যা করেছেন তা আমাদেরকে করতে বলেছেন; অসুস্থদের আরোগ্যতা করতে এবং মৃতদের জীবিত করতে; অসুস্থ মানুষের উপর হাত রাখতে যাতে তারা সুস্থ হয়ে উঠে!

আমরা হয়ত নিয়মমত অসুস্থদের জন্য বিভিন্ন প্রার্থনা করি, কিন্তু ঈশ্বর তাদেরকে আরোগ্য করার জন্য বলেছেন।

যাকোব ৫:১৪ এবং ১৫ ছাড়া যেখানে অসুস্থদের মণ্ডলীর প্রাচীনদের ডাকবে এবং তারা অসুস্থদের আরোগ্যতার জন্য তেল এবং বিশ্বাসের প্রার্থনা করবে আর কোথাও পঞ্চসপ্তমীর দিনের পর বিশ্বাসীদের " অসুস্থদের জন্য প্রার্থনা" করার উদাহরন দাও।

প্রার্থনার সংজ্ঞা

প্রার্থনা মানে ঈশ্বরের কাছে আমাদের জন্য কিছু করার ভিক্ষা করা নয়। প্রার্থনা হল ঈশ্বরের বাক্যে বিশ্বাসের একটি অভিব্যক্তি, ঈশ্বরের তাঁর বাক্য সম্পাদন করার ক্ষমতা, এবং একমত হওয়া যে ঈশ্বর যা প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তিনি তা অবশ্যই করবেন।

যখন আমরা ঈশ্বরের বাক্যে প্রার্থনা করি, তখন আমাদের আশা বিশ্বাসে পরিণত হয়, এবং আমাদের বিশ্বাস আমাদেরকে বিশ্বাস-পূর্ণ কর্মের মাধ্যমে ঈশ্বরের বাধ্য হতে পরিচালিত করে। যখন আমরা বিশ্বাসের একটি অভিব্যক্তিতে প্রার্থনা করি, তখন ঈশ্বর ইতিমধ্যেই আমাদের যা বলেছে তা পেতে শুরু করি। আমরা যীশুর কাজ করতে শুরু করি। প্রার্থনা আমাদের বিশ্বাসকে ইতিবাচক কর্মে প্রকাশিত করে।

প্রার্থনা, ঈশ্বরের বাক্যে বিশ্বাসের অভিব্যক্তি হিসাবে, ঈশ্বরের কাছ থেকে শোনার যা আমাদের পরিচর্যার সময়গুলির জন্য প্রস্তুত করে যখন আমরা ঈশ্বরের বাক্যের প্রতি বাধ্য হয়ে অসুস্থদের আরোগ্য করব।

চুক্তির প্রার্থনা

দু-পক্ষের একমত হওয়া

অসুস্থদের আরোগ্য করার জন্য আমাদের প্রার্থনার চুক্তির শাস্ত্রীয় ধারনার বিষয়ে অবগত থাকা খুব গুরুত্বপূর্ণ।

মথি ১৮:১৯, ২০ " আবার আমি তোমাদিগকে সত্য কহিতেছি, পৃথিবীতে তোমাদের দুই জন যাহা কিছু যাচ্ঞা করিবে, সেই বিষয়ে যদি একচিত্ত হয়, তবে আমার স্বর্গস্থ পিতা কর্ত্তৃক তাহাদের জন্য তাহা করা যাইবে। কেননা যেখানে দুই কি তিন জন আমার নামে একত্র হয়, সেইখানে আমি তাহাদের মধ্যে আছি।

সম্মতি

আপনি যখন সম্মত হন, তখন আপনি অন্য ব্যক্তির সাথে সম্প্রীতি স্থাপিত করেন। যেখানে দুইজন একত্রিত হয়ে এবং

যীশুর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে আরোগ্যতার যীশুর নামে, প্রার্থনা করে তখন প্রার্থনার উত্তর অবশ্যই পাওয়া যায় কারন ঈশ্বর সেখানে উপস্থিত থাকেন!

যখন আমরা একমত হয়ে প্রার্থনা করি তখন প্রার্থনা আরও শক্তিশালী হয়।

যিহোশূয় ২৩:১০ " তোমাদের এক জন সহস্র জনকে তাড়াইয়া দেয়; কেননা তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমাদিগকে যেমন বলিয়াছেন, তদনুসারে তিনি আপনি তোমাদের পক্ষে যুদ্ধ করিতেছেন।

দ্বিতীয় বিবরণ ৩২:৩০ক " এক জন কিরূপে সহস্র লোককে তাড়াইয়া দেয়, দুই জন দশ সহস্রকে পলাতক করে?

আমাদের একে অপরের প্রয়োজন রয়েছে। মনে রাখবেন, একজন এক হাজারকে তাড়া করতে পারে, কিন্তু দুইজন দশ হাজারকে উড়াতে পারে। সম্মতির প্রার্থনা আমাদের কার্যকারিতাকে দশগুণ বাড়িয়ে দিতে পারে।

যখন সম্ভব, অসুস্থ ব্যক্তিকে আমাদের সাথে সম্মতির একটি স্তরে নিয়ে আসার জন্য তাদের আরোগ্যতার জন্য বাক্য শেখানোর মাধ্যমে তাদের বিশ্বাসকে গড়ে তুলতে হবে।

কিছু কিছু ক্ষেত্রে যেখানে একজন ব্যক্তি আরোগ্যতা সম্পর্কে বাইবেলের সত্যগুলি উপলব্ধি করতে বা এমনকি ঈশ্বরের বাক্য শোনার পরিস্থিতিতে থাকে না, তখন যে দুইজন বিশ্বাসী সেই ব্যক্তির জন্য প্রার্থনা করবে তাদেরকে প্রবলভাবে একমত হয়ে প্রার্থনা করতে হবে।

যখন আমরা একসাথে একমত হই, তখন আমাদের বিশ্বাস বহুগুণ বেড়ে যায় এবং পরিচর্যায় আমাদের কার্যকারিতা বৃদ্ধি পায়।

বিশ্বাসে প্রার্থনা

ঈশ্বরের বাক্যে বিশ্বাস

পরিচর্যায় প্রার্থনা একটি মৌলিক উপাদান। আমাদের প্রার্থনা কার্যকর হওয়া উচিত এবং সেটি অর্থহীন পুনরাবৃত্তি যেন না হয়। বিশ্বাসের প্রার্থনাই হল শক্তিশালী ফলাফলের চাবিকাঠি।

∑ **বিশ্বাসের প্রার্থনা হল ঈশ্বরের সত্য, আদেশ এবং প্রতিশ্রুতির সাথে একমত হয়ে প্রার্থনা করা। বিশ্বাসের প্রার্থনা অদৃশ্য সম্ভাবনার দিকে তাকায় এবং এটি সম্পন্ন হয়েছে বলে বিশ্বাস করে । বিশ্বাসের প্রার্থনা পরিপূর্ণতা নিয়ে আসে।**

যাকোব ৫:১৪, ১৫ " তোমাদের মধ্যে কেহ কি রোগগ্রস্ত? সে মণ্ডলীর প্রাচীনবর্গকে আহ্বান করুক; এবং তাঁহারা প্রভুর নামে তাহাকে তৈলাভিষিক্ত করিয়া তাহার উপরে প্রার্থনা করুন।

তাহাতে বিশ্বাসের প্রার্থনা সেই পীড়িত ব্যক্তিকে সুস্থ করিবে, এবং প্রভু তাহাকে উঠাইবেন; আর সে যদি পাপ করিয়া থাকে, তবে তাহার মোচন হইবে।

মার্ক ১১:২২-২৪ " যীশু উত্তর করিয়া তাঁহাদিগকে কহিলেন, ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখ। আমি তোমাদিগকে সত্য কহিতেছি, যে কেহ এই পর্ব্বতকে বলে, 'উপড়িয়া যাও, আর সমুদ্রে গিয়া পড়,' এবং মনে মনে সন্দেহ না করে, কিন্তু বিশ্বাস করে যে, যাহা বলে তাহা ঘটিবে, তবে তাহার জন্য তাহাই হইবে। এই জন্য আমি তোমাদিগকে বলি, যাহা কিছু তোমরা প্রার্থনা ও যাচ্ঞা কর, বিশ্বাস করিও যে, তাহা পাইয়াছ, তাহাতে তোমাদের জন্য তাহাই হইবে।

বিশ্বাসের শত্রু

বিশ্বাসের সবচেয়ে শক্তিশালী শত্রুরা আমাদের অনবীকৃত হৃদয়ের মধ্যে রয়েছে। আমরা একসাথে আত্মায় এবং আমাদের বুদ্ধিতে কাজ করতে পারি না।

® ক্ষমাহীনতা

আমাদের জীবনে ক্ষমাহীনতা থাকলে বিশ্বাসের কার্যকর প্রার্থনা হতে পারে না। ক্ষমা আমাদের এবং ঈশ্বরের মধ্যে একটি বাধা। আমরা একসাথে ক্ষমাহীনতা এবং বিশ্বাসকে নিয়ে কাজ করতে পারি না।

মার্ক ১১:২৫ " আর তোমরা যখনই প্রার্থনা করিতে দাঁড়াও, যদি কাহারও বিরুদ্ধে তোমাদের কোন কথা থাকে, তাহাকে ক্ষমা করিও"।

® অবিশ্বাস

অবিশ্বাস হল বিশ্বাসের বিপরীত। বিশ্বাসের প্রার্থনা "বিশ্বাস করে যে আপনি এটি পেয়েছেন।" ঈশ্বর ইতিমধ্যে আমাদের জন্য যা করেছেন তা পেতে, অবিশ্বাস আমাদের বাধা দেয়।

সত্যিকারের বিশ্বাস কারো সাক্ষ্যের উপর ভিত্তি করে নয়। যদিও সাক্ষ্য অবশ্যই আমরা উৎসাহিত করতে পারি আমাদের বিশ্বাস একটি উপায় হতে পারে। কিন্তু সত্য বিশ্বাস ঈশ্বরের বাক্যের উপর ভিত্তি করে হয়ে থাকে।

® সন্দেহ

সন্দেহও বিশ্বাসের বিপরীত। আপনি যদি ঈশ্বরের আরোগ্য করার ইচ্ছাকে সন্দেহ করেন তবে বিশ্বাসের প্রার্থনা আরোগ্যতা দিতে পারবে না।। ঈশ্বরের বাক্যের পরিপন্থী শিক্ষা অবিশ্বাস ও সন্দেহকে নিয়ে আসে। ক্ষমাহীনতা, অবিশ্বাস এবং সন্দেহ সমস্তকিছু আমাদের মনের অংশ।

আমাদের অসুস্থ হওয়া যদি ঈশ্বরের ইচ্ছা হতে পারে, তাহলে আরোগ্যের জন্য বিশ্বাসের প্রার্থনা করা কি অন্যায় হবে না? এছাড়াও কোন চিকিৎসা বা কোনকিছুর সাহায্য নেওয়া বা ওষুধ খাওয়াও কি ভুল নয়?

ঈশ্বর যদি আমাদের শাস্তি দিতে, বা আমাদের কিছু শেখাতেন, বা নিজের গৌরব আনার জন্য আমাদের অসুস্থতা দিয়ে থাকেন, তবে আমাদের কি কেবল অসুস্থ হওয়াকে মেনে নেওয়া উচিত নয় এবং ঈশ্বরের ইচ্ছাকে বাধা দেওয়ার জন্য কিছুই করা উচিত নয়?

ঈশ্বরের প্রশংসা করুন! তিনি বলেননি যে তিনি চান যে আমরা তার জন্য অসুস্থতা ভোগ করি, তিনি বলেছিলেন যে তিনি আমাদের জন্য অসুস্থতা, ব্যথা এবং দুঃখ ভোগ করেছেন।

তৎক্ষণাৎ ফল?

বিশ্বাসের প্রার্থনা কি সর্বদা তাৎক্ষণিক, দৃশ্যমান ফলাফল নিয়ে আসে?

আমরা বিশ্বাসের প্রার্থনা করার সময় যদি তাৎক্ষণিক ফলাফল অনুভব না করি তবে আমরা যেন তবুও বিশ্বাস করি যে আমরা এটি পেয়েছি। ঈশ্বরের বাক্য সত্য, এটা আমাদের সন্দেহ নয় বরং বিশ্বাস করতে হবে, রোগের সমস্ত লক্ষণ সম্পূর্ণরূপে দূর করার জন্য তাঁর উপর বিশ্বাস করতে হবে । অনেক সময় আমরা তৎক্ষণাৎ আরোগ্যতা অনুভবের পরিবর্তে কিছু সময় পর তা অনুভব করি।

বিশ্বাসের প্রার্থনা আরোগ্যতা প্রক্রিয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। যদি আমরা ঈশ্বরের বাক্যের সাথে একমত এবং এটি সত্যকে বিশ্বাস করি, তবে বৃহৎ পাহাড় পর্যন্ত সরাতে পারি।

যে কোন নেতিবাচক উপসর্গের উপর লক্ষ্য করার পরিবর্তে, আপনি যে জানেন ঈশ্বরের বাক্য সত্য সেইজন্য তার গৌরব করুন। উপসর্গগুলিতে যে কোনও ইতিবাচক পরিবর্তনের জন্য তাঁর প্রশংসা করুন, সেগুলি যতই সামান্য মনে হোক না কেন। আপনার আত্মবিশ্বাসকে হারাবেন না, পূর্ণ প্রকাশ না আসা পর্যন্ত বিশ্বাস ও গ্রহণ করতে থাকুন।

বাক্যে প্রার্থনা করা

সংজ্ঞা

∑ **বাক্যে প্রার্থনা করার অর্থ হল একটি প্রকৃত ধর্মগ্রন্থ গ্রহণ করা এবং এটি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করা কিন্তু শাস্ত্রের প্রতিজ্ঞাগুলিকে ব্যক্তিগত জীবনে পূর্ণ করা।** তিনি যা বলেছেন তা পালন করার **দ্বারা** আমাদের বিশ্বাস প্রবাহিত হয়। উদাহরনস্বরূপঃ

পিতা তুমি যিশাইয় ৫৩:৫ পদে বলেছ যে " **যীশু আমার পাপের জন্য আহত হলেন। তিনি আমার অধর্মসকলের জন্য ক্ষত-বিক্ষত হলেনঃ আমার শান্তির জন্য তার উপর শাস্তি বর্তাল; এবং তার আঘাতের দ্বারা আমি সুস্থ হলাম। এখন আমি এই বাক্যকে বিশ্বাস করি, যে আমি আরোগ্যতা পেয়েছি!**

প্রার্থনা করতে যাবার সময় ঈশ্বরের বাক্যকে আপনার সাথে নিয়ে যান।

ইফিষীয় ৬:১৭,১৮ক " এবং পরিত্রাণের শিরস্ত্রাণ ও আত্মার খড়্গ, অর্থাৎ ঈশ্বরের বাক্য গ্রহণ কর।সর্ব্ববিধ প্রার্থনা ও বিনতি সহকারে সর্ব্বসময়ে আত্মাতে প্রার্থনা কর"।

ঈশ্বরের বাক্য হল আত্মার খড়্গ। শয়তানকে পরাস্ত করার ঈশ্বর আমাদের যে অস্ত্র দিয়েছেন আসুন তা আমরা তুলে নিই। আমরা যখন বাক্য ধরে প্রার্থনা করি, তখন আমরা আত্মবিশ্বাসী হতে পারি যে আমরা ঈশ্বরের সাথে একমত হয়ে প্রার্থনা করছি।

কার্যকারী প্রার্থনা

বিশ্বাস এবং সম্মতিতে কার্যকরভাবে ঈশ্বরের বাক্যে প্রার্থনা করাই হল যীশুর কাজ এবং অসুস্থদের আরোগ্যতার পরিচর্যা করার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

মার্ক ১:৩৫ " পরে অতি প্রত্যূষে, রাত্রি পোহাইবার অনেকক্ষণ পূর্ব্বে, তিনি উঠিয়া বাহিরে গেলেন, এবং নির্জ্জন স্থানে গিয়া তথায় প্রার্থনা করিলেন।

যাকোব ৫:১৬ " অতএব তোমরা এক জন অন্য জনের কাছে আপন আপন পাপ স্বীকার কর, ও এক জন অন্য জনের নিমিত্ত প্রার্থনা কর, যেন সুস্থ হইতে পার। ধার্ম্মিকের বিনতি কার্য্যসাধনে মহাশক্তিযুক্ত।

নির্দেশের জন্য প্রার্থনা করা

আমরা নিজেদের এবং অন্যদের জন্য প্রার্থনা করার ক্ষেত্রে আরও কার্যকর হব, যদি আমরা প্রথমে ঈশ্বরের কাছে তাঁর সুনির্দিষ্ট নির্দেশাবলীর জন্য প্রার্থনা করি যে আমাদের কীভাবে প্রার্থনা করা উচিত বা আরোগ্যতার সেবা করা উচিত। আমাদের কাছে এর একটি উদাহরণ রয়েছে যখন পৌল মাল্টা দ্বীপে পরিচর্যা করছিলেন।

প্রেরিত ২৮:৮ " তৎকালে পুব্লিয়ের পিতা জ্বর ও আমাশয় রোগে পীড়িত হইয়া শয্যাগত ছিলেন। আর পৌল ভিতরে তাঁহার নিকটে গিয়া প্রার্থনাপূর্ব্বক তাঁহার উপরে হস্তার্পণ করিয়া তাঁহাকে সুস্থ করিলেন।

কেন বাইবেল এটা স্পষ্ট করে যে পৌল প্রার্থনা শেষ করার পরে এই লোকটিকে আরোগ্য করার জন্য পরিচর্যা করেছিলেন? এটি মনে হয় যে তিনি ঈশ্বরের কাছে কার্যকরীভাবে পরিচর্যা করার নির্দেশ প্রার্থনা করছিলেন। ঈশ্বরের বাধ্য হয়ে পৌল সেই ব্যক্তির উপর হস্তার্পণ করে আরোগ্য করলেন।

পুনারলোচনার জন্য প্রশ্নাবলী

১। অসুস্থদের আরোগ্যতার জন্য আমাদের অংশ এবং ঈশ্বরের অংশ উভয় বর্ণনা করুন।

২। কিভাবে আপনি প্রার্থনায় ঈশ্বরের বাক্যকে যুক্ত তা ব্যাখ্যা করুন।

৩। সম্মতির প্রার্থনা এবং বিশ্বাসের প্রার্থনাকে সংজ্ঞায়িত করুন এবং বলুন কীভাবে সঠিক প্রার্থনা আপনাকে অসুস্থদের আরোগ্য করতে আরও কার্যকর করতে পারে৷

অষ্টম অধ্যায়

ভিতর হতে আরোগ্যতা

ঈশ্বরের বাক্য সত্যকে প্রকাশ করে - আমাদের দেহের স্বাস্থ্য এবং আরোগ্যতা আমাদের আত্মার স্বাস্থ্য এবং আরোগ্যতার উপর নির্ভরশীল। স্বাস্থ্যবিদদের গবেষণায় উঠে এসেছে যে ক্ষমাহীনতা, বিরক্তি, তিক্ততা এবং ঘৃণা হল বাত এবং ক্যান্সারের মতো রোগের কারণ।

দরজা বন্ধ করা!

মনে বা আবেগে নেতিবাচক মনোভাব, জায়গা করে নিলে, একটি দরজাকে খুলে দেয়, যার দ্বারা শয়তান আমাদের শারীরিক দেহে আঘাত করে।

ইফিষীয় ৪:২৬, ২৭ " ক্রুদ্ধ হইলে পাপ করিও না; সূর্য্য অস্ত না যাইতে যাইতে তোমাদের কোপাবেশ শান্ত হউক; আর দিয়াবলকে স্থান দিও না"।

প্রায়শই একটি শারীরিক রোগ হল সেই ব্যাথাগুলির একটি উপসর্গ যা একজনের আত্মার ভিতরে ধরে থাকে। যারা আমাদের প্রত্যাখ্যান করেছে, বিশ্বাসঘাতকতা করেছে বা আহত করেছে, তাদেরকে ক্ষমা করার দ্বারা আমরা মনকে ঈশ্বরের বাক্য দ্বারা পুনর্নবীকৃত হয়েছে এবং আমাদের আত্মাকে ঈশ্বরের আরোগ্যতার শক্তি দ্বারা পুনরুদ্ধার করা হয়েছে। আমরা এই দরজাগুলি বন্ধ করতে পারি এবং শয়তানকে আমাদের দেহ আক্রমণ করার অধিকার থেকে বিচ্যুত করতে পারি।

ক্ষমাহীনতা এবং অন্যান্য নেতিবাচক মনোভাব একজন ব্যক্তির তাদের শরীরে আরোগ্যতার প্রকাশ পেতে সক্ষম হওয়ার জন্য বাধাস্বরূপ। এমনকি যারা শারীরিক আরোগ্যতা পায় তারা তাদের আরোগ্যতাকে হারাতে পারে যদি তারা তাদের উপর অন্যায়কারীদের ক্ষমা না করে।

একবার একজন ব্যক্তি যদি ঈশ্বরের বাধ্য হয় এবং যারা তাদের আঘাত করেছে তাদের ক্ষমা করে, তখন আরোগ্যতা গ্রহণ সহজ হয়ে পড়ে এবং তা বজায় রাখাও সহজ হয়ে পড়ে। এটাকে আমরা বলি অন্তর থেকে সম্পূর্ণ আরোগ্য হওয়া!

প্রেরিত যোহন লিখেছেন,

৩ যোহন ১:২ " প্রিয়তম, প্রার্থনা করি, যেমন তোমার প্রাণ কুশলপ্রাপ্ত, সর্ব্ববিষয়ে তুমি তেমনি কুশলপ্রাপ্ত ও সুস্থ থাক।

যেহেতু আমাদের শারীরিক স্বাস্থ্য এবং সমৃদ্ধি উভয়ই আত্মার স্বাস্থ্যের উপর নির্ভরশীল, তাই আত্মা সম্পর্কে ধারনা থাকা আরও গুরুত্বপূর্ণ।

∑ **আত্মা হল আমাদের অংশ যা আমাদের প্রাকৃতিক ইন্দ্রিয়ের সাথে সম্পর্কযুক্ত এবং মানসিক বা সংবেদনশীল রাজ্যে তারা যা উপলব্ধি করে তার প্রতি আমরা কীভাবে প্রতিক্রিয়া জানাই। এটি তৈরি হয়েছেঃ**

® আমাদের বুদ্ধি - যে অংশ কারণ এবং চিন্তা করে

® আমাদের আবেগ - আমাদের অনুভূতি যা আমাদের ইন্দ্রিয়ের প্রতি সাড়া দেয়

® আমাদের ইচ্ছা - আমাদের ইচ্ছা যা আমাদের পছন্দ করতে সাহায্য করে

আত্মা, মন এবং দেহ

আমাদের আত্মাকে বোঝার জন্য, আমাদের অবশ্যই এটিকে আমাদের মন এবং আমাদের দেহ থেকে আলাদা করে বুঝতে হবে । আমরা একটি ত্রিত্ব হিসাবে সৃষ্ট হয়েছি, এবং প্রত্যেকটি অংশ নিয়ে সম্পূর্ণ সত্ত্বা সৃষ্ট হয়েছে।

আমরা নতুন জন্মের আগে, আধ্যাত্মিকভাবে মৃত ছিলাম। আমাদের আত্মা পাপের কারণে নিষ্ক্রিয় ছিল। পরিত্রাণের মুহূর্তে, আমরা যীশু খ্রীষ্টে নতুন সৃষ্টি হিসাবে আধ্যাত্মিকভাবে জীবিত হয়েছিলাম। আমাদের শরীরকে ঘর হিসাবে তুলনা করতে পারি যেখানে আমাদের আত্মা এবং আমাদের প্রান বাস করে । সহজ ভাষায় আমরা বলতে পারি:

® আমরা আত্মা

® আমরা প্রান রয়েছে

® আমরা দেহে বাস করি

আমাদের পুনঃজাত আত্মা, তাদের মধ্যে ঈশ্বরের জীবন আছে। আমাদের আত্মা হল আমাদের অংশ যা ঈশ্বর সম্পর্কে সচেতন এবং ঈশ্বরের সাথে সহভাগিতা করতে এবং তাঁর উপাসনা করতে পারে। নতুন সৃষ্টি হিসাবে, আমাদের আত্মা পবিত্র, ধার্মিক, নির্দোষ এবং সম্পূর্ণ হয়ে ওঠে।

আমাদের আত্মার পরিত্রান

অতীতের আঘাতমূলক অভিজ্ঞতার কারণে, আমাদের দেহের মতো আমাদের আত্মাকেও আরোগ্য করতে হবে। আমাদের মনকে ঈশ্বরের বাক্য দ্বারা পুনর্নবীকরণ করা প্রয়োজন। যারা আমাদের আঘাত করেছে তাদের ক্ষমা করার দ্বারা এবং ঈশ্বরের আরোগ্যতা শক্তি গ্রহণ করার দ্বারা আমাদের আবেগকে সুস্থ করতে হবে। আমাদের সমস্ত ইচ্ছা যীশুর প্রভুত্বের কাছে সমর্পণ করতে হবে।

পিতর বিশ্বাসের এই শিষ্যত্ব প্রক্রিয়াটিকে আমাদের আত্মার পরিত্রাণ বলে অভিহিত করেছেন।

১ পিতর ১:৯ " এবং তোমাদের বিশ্বাসের পরিণাম অর্থাৎ আত্মার পরিত্রাণ প্রাপ্ত হইতেছ।

এটি পবিত্রকরণের একটি পরীক্ষামূলক প্রক্রিয়া, ঈশ্বরের কাছে আলাদা হওয়ার, যা আমাদের আত্মা এবং দেহকে আরও বেশি করে আমাদের আত্মার মতো সম্পূর্ণতার একই জায়গায় নিয়ে আসতে সাহায্য করে।

১ থিসলনীকীয় ৫:২৩ "আর শান্তির ঈশ্বর আপনি তোমাদিগকে সর্ব্বতোভাবে পবিত্র করুন; এবং তোমাদের অবিকল আত্মা, প্রাণ ও দেহ আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের আগমন কালে অনিন্দনীয়রূপে রক্ষিত হউক।

আত্মার যন্ত্রণা

সমস্যার উৎস

আমাদের আত্মার বিরুদ্ধে যুদ্ধ যা দুঃখের অনেক উৎস আছে. হয়ত আমাদের বাবা-মা, বোন, ভাই বা আমাদের বর্ধিত পরিবার নিখুঁত ছিল না, আমরা বড় হওয়ার সাথে সাথে আমরা সকলেই কিছুটা মানসিক, শারীরিক বা এমনকি যৌনভাবে নির্যাতিত হয়েছিলাম। প্রত্যাখ্যান, বা প্রত্যাখ্যানের অনুভূতির মাধ্যমে আরও অনেক আঘাত এসেছে। কেউ কেউ তার পরিবার বা বন্ধুদের থেকে প্রত্যাখ্যান বা বিশ্বাসঘাত সহ্য করেছে।

দাউদ লিখেছেন,

গীতসংহিতা ৩৪:১৯ " ধার্ম্মিকের বিপদ অনেক, কিন্তু সেই সকল হইতে সদাপ্রভু তাহাকে উদ্ধার করেন।

যাকোব ৫:১৩ " তোমাদের মধ্যে কেহ কি দুঃখ ভোগ করিতেছে? সে প্রার্থনা করুক। কেহ কি প্রফুল্ল আছে? সে গান করুক।

® মাতাপিতার রুক্ষ ব্যবহার

পিতামাতার কঠোর মনোভাব আত্মার ক্ষতি করতে পারে এবং সন্তানের বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ উভয়েই সমস্যা তৈরি করতে পারে।

ইফিষীয় ৬:৪ " তোমরা আপন আপন সন্তানদিগকে ক্রুদ্ধ করিও না, বরং প্রভুর শাসনে ও চেতনা প্রদানে তাহাদিগকে মানুষ করিয়া তোল"।

® অনৈতিকতা

অনৈতিকতা আত্মাকে ক্ষতিগ্রস্থ করে এবং শুধুমাত্র জড়িত পক্ষের জন্য নয় কিন্তু তাদের আশেপাশের লোকদের জন্যও সমস্যা নিয়ে আসে।

হিতোপদেশ ৬:৩২-৩৪ " পরদারগামী পুরুষ বুদ্ধিবিহীন, সে তাহা করিয়া আপনার প্রাণ আপনি নষ্ট করে। সে আঘাত ও অবমাননা পাইবে; তাহার দুর্নাম কখনও ঘুচিবে না। যেহেতু অন্তর্জ্বালা স্বামীর চণ্ডতা, প্রতিশোধের দিনে সে ক্ষমা করিবে না"।

® পাপপূর্ণ ইচ্ছা

পাপপূর্ণ কামনা, যেমন লালসা, ধন-সম্পদ বা পদের প্রতি ভালোবাসা, হল আত্মার শত্রু।

১ পিতর ২:১১ " প্রিয়তমেরা, আমি নিবেদন করি, তোমরা বিদেশী ও প্রবাসী বলিয়া মাংসিক অভিলাষ সকল হইতে নিবৃত্ত হও, সেগুলি আত্মার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে।

® পাপপূর্ণ কাজ

পাপপূর্ণ কাজ আত্মাকে দুর্বল করে দেয়।

গালাতীয় ৫:১৯-২১ " আবার মাংসের কার্য্য সকল প্রকাশ আছে; সেগুলি এই– বেশ্যাগমন, অশুচিতা, স্বৈরিতা, প্রতিমাপূজা, কুহক, নানা প্রকার শত্রুতা, বিবাদ, ঈর্ষা, রাগ, প্রতিযোগিতা, বিচ্ছিন্নতা, দলভেদ, মাৎসর্য্য, মত্ততা, রঙ্গরস ও তৎসদৃশ অন্য অন্য দোষ। এই সকলের বিষয়ে আমি তোমাদিগকে অগ্রে বলিতেছি, যেমন পূর্ব্বে বলিয়াছিলাম, যাহারা এই প্রকার আচরণ করে, তাহারা ঈশ্বরের রাজ্যে অধিকার পাইবে না।

তিনি আমার আত্মা পুনরুদ্ধার করেছেন

আমাদের শারীরিকভাবে আরোগ্যতা সম্পর্কে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে, কিন্তু আমাদের আত্মার জন্য কি আরোগ্যতা আছে?

রাজা দাউদের প্রার্থনা

দাউদ তার আত্মার আরোগ্যতার জন্য প্রার্থনা করেছিলেন।

গীতসংহিতা ৪১:৪ " আমি কহিলাম, হে সদাপ্রভু, আমাকে কৃপা কর, আমার প্রাণ সুস্থ কর, কেননা আমি তোমার বিরুদ্ধে পাপ করিয়াছি।

লক্ষ্য করুন, দাউদের পাপের কারনে তার আত্মা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে গেছে।

গীতসংহিতা ৬:১-৪ক " হে সদাপ্রভু, ক্রোধে আমাকে ভর্ৎসনা করিও না, কোপে আমাকে শাসন করিও না। হে সদাপ্রভু, আমাকে কৃপা কর, কেননা আমি ম্লান হইয়াছি;হে সদাপ্রভু, আমাকে সুস্থ কর, কেননা আমার অস্থি সকল বিহ্বল হইয়াছে।৩আমার প্রাণও অতিশয় বিহ্বল হইয়াছে;আর, তুমি হে সদাপ্রভু, আর কত কাল? হে সদাপ্রভু, ফিরিয়া আইস, আমার প্রাণ উদ্ধার কর"।

গীতসংহিতা তেইশ শান্তির একটি সুন্দর চিত্র যা ঈশ্বর আমাদের প্রতিটি পরিস্থিতিতে তিনি দিতে চান। আমরা আমাদের আত্মার পুনরুদ্ধারের জন্য দাউদের সাথে আনন্দ করতে পারি।

গীতসংহিতা ২৩:১-৩ " সদাপ্রভু আমার পালক, আমার অভাব হইবে না। তিনি তৃণভূষিত চরাণীতে আমাকে শয়ন করান, তিনি বিশ্রাম-জলের ধারে ধারে আমাকে চালান। তিনি আমার প্রাণ ফিরাইয়া আনেন, তিনি নিজ নামের জন্য আমাকে ধর্ম্মপথে গমন করান।

পরিতৃপ্ত আত্মা

আত্মার পরিতৃপ্তির জন্য একটি বিশেষ প্রতিজ্ঞা রয়েছে।

যিশাইয় ৫৮:১০, ১১ "আর যদি ক্ষুধিত লোককে তোমার প্রাণের ইষ্ট ভক্ষ্য দেও, ও দুঃখার্ত্ত প্রাণীকে আপ্যায়িত কর, তবে অন্ধকারে তোমার দীপ্তি উদিত হইবে, ও তোমার তিমির মধ্যাহ্নের সমান হইবে।11আর সদাপ্রভু নিয়ত তোমাকে পথ প্রদর্শন করিবেন, মরুভূমিতে তোমার প্রাণ তৃপ্ত করিবেন, ও তোমার অস্থি সকল বলবান্ করিবেন, তাহাতে তুমি জলসিক্ত উদ্যানের ন্যায় হইবে, এবং এমন জলের উনুইর ন্যায় হইবে, যাহার জল শুকায় না।

যিশাইয় লিখেছিলেন যে আমরা যদি নিঃস্বার্থভাবে অন্যদের সাহায্য করার জন্য নিজেকে বিলিয়ে দিই, তাহলে আমাদের নিজেদের অন্ধকার আলো হয়ে উঠবে। প্রভু আমাদের পথ দেখাবেন, আমাদের শক্তিশালী করবেন এবং আমাদের আত্মার সমস্ত চাহিদা মেটাবেন।

যীশু ভগ্নচূর্ণ হৃদয়কে আরোগ্য করেন

যীশু ভগ্নচূর্ণ হৃদয়কে আরোগ্য করেছিলেন ।যীশু বললেন,

লুক ৪:১৮ " "প্রভুর আত্মা আমাতে অধিষ্ঠান করেন, কারণ তিনি আমাকে অভিষিক্ত করিয়াছেন, দরিদ্রদের কাছে সুসমাচার প্রচার করিবার জন্য; তিনি আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন, বন্দিগণের কাছে মুক্তি প্রচার করিবার জন্য, অন্ধদের কাছে চক্ষুর্দ্দান প্রচার করিবার জন্য, উপদ্রুতদিগকে নিস্তার করিয়া বিদায় করিবার জন্য"।

নিজের মধ্যেই যুদ্ধ

আত্মা

পরিত্রাণের আগে, আমরা আধ্যাত্মিকভাবে মৃত ছিলাম। আমাদের আত্মা এবং দেহ আমাদের জীবনকে শাসন করেছে। যখন আমরা নতুন জন্মপ্রাপ্ত হই, তখন আমরা আত্মা থেকে জন্মগ্রহণ করি। আমরা একটি নতুন সৃষ্টি হয়ে উঠি - একটি জীবন্ত আত্মারুপে।

যতক্ষণ না আমাদের আত্মার আরোগ্যতা হয় এবং আমাদের ইচ্ছা আমাদের জীবনের প্রভু হিসাবে যীশুর কাছে বশ্যতা স্বীকার না করে, ততক্ষণ ভিতরে একটি ক্রমাগত যুদ্ধ চলতে থাকে।

ঈশ্বর আত্মা। তাঁর সাহচর্য পাবার একমাত্র উপায় হল জীবিত হওয়া এবং আত্মায় চলা।

যোহন ৪:২৪ " ঈশ্বর আত্মা; আর যাহারা তাঁহার ভজনা করে, তাহাদিগকে আত্মায় ও সত্যে ভজনা করিতে হইবে।

যোহন ৩:৫, ৬ " যীশু উত্তর করিলেন, সত্য, সত্য, আমি তোমাকে বলিতেছি, যদি কেহ জল এবং আত্মা হইতে না জন্মে, তবে সে ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করিতে পারে না।6মাংস হইতে যাহা জাত, তাহা মাংসই; আর আত্মা হইতে যাহা জাত, তাহা আত্মাই।

২ করিন্থিয় ৫:১৭ " ফলতঃ কেহ যদি খ্রীষ্টে থাকে, তবে নূতন সৃষ্টি হইল; পুরাতন বিষয়গুলি অতীত হইয়াছে, দেখ, সেগুলি নূতন হইয়া উঠিয়াছে।

মাংস

যদিও আমরা নতুন করে জন্ম নিয়েছি এবং এখন নতুন সৃষ্টি হিসাবে আধ্যাত্মিকভাবে জীবিত, তবুও আমরা দেখি যে আমাদের দৈহিক দেহ এবং আত্মা এখনও আমাদের জীবন নিয়ন্ত্রণ করতে চায়। তাই আমাদের অবশ্যই আত্মায় বাস করতে এবং চলতে হবে।

গালাতীয় ৫:১৬, ১৭, ২৪, ২৫ " কিন্তু আমি বলি, তোমরা আত্মার বশে চল, তাহা হইলে মাংসের অভিলাষ পূর্ণ করিবে না। কেননা মাংস আত্মার বিরুদ্ধে, এবং আত্মা মাংসের বিরুদ্ধে অভিলাষ করে; কারণ এই দুইয়ের একটী অন্যটীর বিপরীত, তাই তোমরা যাহা ইচ্ছা কর, তাহা সাধন কর না। কিন্তু যদি আত্মা দ্বারা চালিত হও, আর যাহারা খ্রীষ্ট যীশুর, তাহারা মাংসকে তাহার মতি ও অভিলাষ শুদ্ধ ক্রুশে দিয়াছে। আমরা যদি আত্মার বশে জীবন ধারণ করি, তবে আইস, আমরা আত্মার বশে চলি"।

যখন আমরা যীশু খ্রীষ্টের প্রভুত্বের কাছে আমাদের ইচ্ছাকে সমর্পণ করার দ্বারা পাপের জন্য মৃত হবার প্রক্রিয়া শুরু করি। বাস্তবে, আমরা মাংস তার আবেগ এবং আকাঙ্ক্ষাকে ক্রুশবিদ্ধ করি যাতে আত্মায় চলতে ও জীবনযাপন করতে পারি।

বুদ্ধি

যারা মনের নবায়নের দ্বারা পরিবর্তিত হয়নি তাদের বুদ্ধি (আত্মার একটি অংশ) আত্মার বিষয়গুলি বুঝতে পারে না। সাধারন জাগতিক আত্মার দ্বারা বোকা হয়ে থাকে।

১ করিন্থিয় ২:১৩, ১৪ " আমরা সেই সকল বিষয়েরই কথা, মানুষিক শিক্ষানুরূপ জ্ঞানের বাক্য দ্বারা নয়, কিন্তু আত্মার শিক্ষানুরূপ বাক্য দ্বারা কহিতেছি; আত্মিক বিষয় আত্মিক বিষয়ের সহিত যোগ করিতেছি। কিন্তু প্রাণিক মনুষ্য ঈশ্বরের আত্মার বিষয়গুলি গ্রহণ করে না, কেননা তাহার কাছে সে সকল মূর্খতা; আর সে সকল সে জানিতে পারে না, কারণ তাহা আত্মিক ভাবে বিচারিত হয়।

আত্মার জিনিস আধ্যাত্মিকভাবে বিবেচিত হয় নাকি মানসিককভাবে।

® পরিবর্তন এবং পুনঃনবীকরণ

আমাদের আত্মার বশীভূত হতে হলে মনকে পরিবর্তন করতে হবে।

রোমীয় ১২:১, ২ " অতএব, হে ভ্রাতৃগণ, ঈশ্বরের নানা করুণার অনুরোধে আমি তোমাদিগকে বিনতি করিতেছি, তোমরা আপন আপন দেহকে জীবিত, পবিত্র, ঈশ্বরের প্রীতিজনক বলিরূপে উৎসর্গ কর, ইহাই তোমাদের চিত্ত-সঙ্গত আরাধনা। 2আর এই যুগের অনুরূপ হইও না, কিন্তু মনের নূতনীকরণ দ্বারা স্বরূপান্তরিত হও; যেন তোমরা পরীক্ষা করিয়া জানিতে পার, ঈশ্বরের ইচ্ছা কি, যাহা উত্তম ও প্রীতিজনক ও সিদ্ধ।

পবিত্র আত্মার রূপান্তরকারী শক্তি ছাড়া, মনোবিজ্ঞান এবং পরামর্শ দ্বারা তাদের মনকে পুনর্নবীকরণের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হবে। মানবিক যুক্তির মাধ্যমে অতীতের আঘাতগুলি মোকাবেলা করার জন্য আমাদের নিজস্ব প্রচেষ্টার দ্বারা আমাদের মনকে পুনর্নবীকরণ করা যায় না। মনের নবায়ন সম্ভব হতে পারে কেবলমাত্র পবিত্র আত্মার একটি অতিপ্রাকৃত, রূপান্তরমূলক শক্তির দ্বারা।

∑ **আমাদের মন শুধুমাত্র ঈশ্বরের বাক্যের দ্বারা পুনঃনবীকৃত হতে পারে।**

® প্রতিদিন ঈশ্বরের বাক্য পাঠ, অধ্যয়ন এবং ধ্যান করার মাধ্যমে।

® অভিষিক্ত শিক্ষকদের কথা শুনে যারা ঈশ্বরের বাক্যে পূর্ণ, এবং যারা পবিত্র আত্মার শক্তি ও প্রকাশ দ্বারা শিক্ষা দেন।

® বাক্যের উপর ধ্যান করা যতক্ষণ না বাক্যটি আমাদের কাছে সমস্যার চেয়েও বাস্তব হয়ে ওঠে।

উদাহরণস্বরূপ, যদি আমরা ভীত হই তখন ২ তিমথীয় ১:৭ পদটি পাঠ করতে পারি।

কেননা ঈশ্বর আমাদিগকে ভীরুতার আত্মা দেন নাই, কিন্তু শক্তির, প্রেমের ও সুবুদ্ধির আত্মা দিয়াছেন।

যত আমরা ঈশ্বরের বাক্য পাঠ করব, অধ্যয়ন করব, এবং ধ্যান করব, পবিত্র আত্মা আমাদের হৃদয়ে তাঁর চিন্তাভাবনা প্রকাশ করবেন।

যিশাইয় ৫৫:৮, ৯ " কারণ সদাপ্রভু কহেন, আমার সঙ্কল্প সকল ও তোমাদের সঙ্কল্প সকল এক নয়, এবং তোমাদের পথ সকল ও আমার পথ সকল এক নয়।9কারণ ভূতল হইতে আকাশমণ্ডল যত উচ্চ,তোমাদের পথ হইতে আমার পথ,ও তোমাদের সঙ্কল্প হইতে আমার সঙ্কল্প তত উচ্চ।

আত্মার আরোগ্যতা

আরোগ্যতার জন্য বিশ্বাস

ঈশ্বর যখন আমাদের কাছে তাঁর চিন্তাভাবনা প্রকাশ করেন, তখন বিশ্বাস আমাদের আত্মায় সঞ্চালিত হয়। এই বিশ্বাস আমাদের আত্মাকে আরোগ্য এবং পুনরুদ্ধার করার জন্য ঈশ্বরের শক্তিকে প্রবাহিত করে।

বিশ্বাস এইরূপে বলেঃ

® “আমি আর অপরাধবোধ ও নিন্দার মধ্যে নেই। যীশুর মাধ্যমে, আমার মধ্যে ঈশ্বরের ধার্মিকতা রয়েছে!”

® “আমি ভবিষ্যতে সুস্থ হওয়ার আশা করছি না। ঈশ্বরের বাক্য বলে, 'তাঁর ক্ষতসকলের দ্বারা আমি ইতিমধ্যেই আরোগ্যতা পেয়েছি”!' ” আমি বিশ্বাস করি যে সম্পূর্ণ আরোগ্যতা প্রকাশিত হবে”।

® “দেহ ও আত্মা ঈশ্বরের বাক্যের সাথে মিলিত হয়! ঈশ্বরের ইচ্ছা হল আমি যেন সব কিছুতে সমৃদ্ধ এবং সুস্বাস্থ্যবান হই ঠিক যেমন আমার আত্মা সমৃদ্ধ হয়।"

নিজেদের বা অন্যদের জন্য পরিচর্যা কার্যকর হওয়ার জন্য, এটি অবশ্যই পবিত্র আত্মার শক্তির দ্বারা বিশ্বাস সহকারে করতে হবে।

ঈশ্বরের ক্ষমা আরোগ্যতাকে নিয়ে আসে

® পরিত্রাণ

যখন আমরা ব্যক্তিগত অনুতাপ এবং যীশু খ্রীষ্টে বিশ্বাসের মাধ্যমে নতুন জন্মপ্রাপ্ত হয়েছি, তখন আমাদের অতীতের সমস্ত পাপ ক্ষমা করা হয়েছিল। আমরা স্বয়ং ঈশ্বরের ধার্মিকতা পেয়েছি। অজ্ঞতার ফলে, অনেকে অপরাধবোধ এবং নিন্দার অনুভূতিতে কষ্ট পেয়েছে, তারা বুঝতে পারেনি যে তাদের ইতিমধ্যে ক্ষমা করা হয়েছে।

২ করিন্থিয় ৫:২১ ” যিনি পাপ জানেন নাই, তাঁহাকে তিনি আমাদের পক্ষে পাপস্বরূপ করিলেন, যেন আমরা তাঁহাতে ঈশ্বরের ধার্ম্মিকতা-স্বরূপ হই।

রোমীয় ৮:১, ৪ ” অতএব এখন, যাহারা খ্রীষ্ট যীশুতে আছে, তাহাদের প্রতি কোন দণ্ডাজ্ঞা নাই। যেন আমরা যাহারা মাংসের বশে নয়, কিন্তু আত্মার বশে চলিতেছি, ব্যবস্থার ধর্ম্মবিধি সেই আমাদিগেতে সিদ্ধ হয়।

® পরিত্রানের পর

আমরা বিশ্বাসী হওয়ার পর, যদি আমরা পাপ করি, আমাদের অবশ্যই অনুতপ্ত হতে হবে, পাপ থেকে দূরে সরে যেতে হবে এবং ঈশ্বরের কাছে তা স্বীকার করতে হবে।

১ যোহন ১:৯ ” যদি আমরা আপন আপন পাপ স্বীকার করি, তিনি বিশ্বস্ত ও ধার্ম্মিক, সুতরাং আমাদের পাপ সকল মোচন করিবেন, এবং আমাদিগকে সমস্ত অধার্ম্মিকতা হইতে শুচি করিবেন।

এই একটি সুন্দর বাক্য. আমরা যদি পাপ করি, তবে আমরা যদি কেবল সেই পাপকে স্বীকার করি তবে ঈশ্বর আমাদের ক্ষমা করবেন।, যখন বর্তমানে অনেকে নিজের পাপকে স্বীকার করতে চায় না সেই কারনে এই বাক্য আজ বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

" আমি দায়ী নই "

® "ছোটবেলায় আমার সাথে এমন আচরণ করা হয়েছিল।"

® এটা আমার স্বামী/স্ত্রীর দোষ।"

® "এটা আমার প্রতিবেশীর।"

® এটা আমার অর্থনৈতিক অবস্থা।"

আমাদের সমাজে, আমরা আমাদের ভুলকে অন্যের দোষ হিসাবে ভাবতে শিখেছি। আমাদের শেখানো হয়েছে যে আমরা আমাদের পরিবেশের অসহায় পণ্য। কিন্তু এটি ঈশ্বরের বাক্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়।

আমরা যা করি তার জন্য আমাদের সৎভাবে দায়িত্ব নিতে হবে এবং স্বীকার করতে হবে এবং ঈশ্বরের কাছে পাপ স্বীকার করতে হবে। বিশ্বাসের দ্বারা, আমরা সম্পূর্ণ আশ্বাস পেতে পারি যে আমাদের ক্ষমা করা হয়েছে।

অপরকে ক্ষমা করার দ্বারা

ক্ষমা করার তিনটি সাধারণ ক্ষেত্র হলঃ

® অপর

® নিজ

® ঈশ্বর

মথি ৬:১৪, ১৫ " কারণ তোমরা যদি লোকের অপরাধ ক্ষমা কর, তবে তোমাদের স্বর্গীয় পিতা তোমাদিগকেও ক্ষমা করিবেন।15কিন্তু তোমরা যদি লোকদিগকে ক্ষমা না কর, তবে তোমাদের পিতা তোমাদেরও অপরাধ ক্ষমা করিবেন না।

আমরা যখন অন্যদের ক্ষমা করি তখন আমরা আত্মার আরোগ্যতা পাই। একটি পরিস্থিতির অবসান ঘটানোর একমাত্র উপায় হল ক্ষমা করা।

প্রায়শই আমরা লোকেদের বলতে শুনি, "তারা ক্ষমা পাওয়ার যোগ্য নয়" বা "তারা কখনো স্বীকারও করেনি যে তারা ভুল করেছে!" আমরা ক্ষমা করার আগে ঈশ্বর এটিকে পূর্বশর্ত করেননি। তারা কখনই মনে করতে পারে না যে তারা ভুল করেছে। তারা হয়তো ক্ষমা চাইবে না। এই সমস্ত কিছুই আমাদের ক্ষমা করা থেকে যেন বিরত না করে।

® আমরা স্বাধীন হবার যোগ্য

∑ **যদিও কোন ব্যক্তিরা ক্ষমা পাওয়ার যোগ্য নাও হতে পারে, কিন্তু আমরা কষ্ট থেকে স্বাধীন হবার যোগ্য এবং স্বাধীন হবার একমাত্র পথ হচ্ছে ক্ষমা করা।**

উদাহরনস্বরূপ, আপনি যদি শৈশবকালে নির্যাতিত হন হয়ত সেই নির্যাতনকারী কখন সেটিকে স্বীকার করবে না। তাদের শাস্তি দেখতে বা তাদের আঘাত করার ইচ্ছা মনে পুষে রাখবেন না। এমনকি কষ্ট বোধ করার অধিকারও হৃদয়ে ধরে রাখবেন না।

যদি আমরা ক্ষমা না করি, তাহলে যে স্মৃতিগুলি আমাদের তাড়িত করে তার দ্বারা সেই ব্যক্তিকে বছরের পর বছর আমাদের আঘাত করার অনুমতি দিচ্ছি। যেভাবে আমরা প্রথম আঘাত পেয়েছিলাম আমরা নিজেদেরকে তার থেকেও ভয়ানক দাসত্বে আটকে রাখছি।

∑ **আমাদের একটি বৃহত্তর অধিকার আছে! আমরা সেই নির্যাতনের ফলাফল থেকে মুক্ত হওয়ার যোগ্য।**

সুতরাং তাদের ক্ষমা করুন! সমস্ত কিছু ঈশ্বরের হাতে ছেড়ে দিন, এবং তারপর একটি সমৃদ্ধ, পূর্ণ জীবনের দিকে এগিয়ে যান।

® এটা বাধ্যতা

যীশু অন্যদের ক্ষমা করার আদেশ করেছেন।

মথি ১৮:২১, ২২ " তখন পিতর তাঁহার নিকটে আসিয়া কহিলেন, প্রভু, আমার ভ্রাতা আমার নিকটে কত বার অপরাধ করিলে আমি তাহাকে ক্ষমা করিব? কি সাত বার পর্য্যন্ত? যীশু তাঁহাকে কহিলেন, তোমাকে বলিতেছি না, সাত বার পর্য্যন্ত, কিন্তু সত্তর গুণ সাত বার পর্য্যন্ত"।

ইফিষীয় ৪:৩২ " তোমরা পরস্পর মধুরস্বভাব ও করুণচিত্ত হও, পরস্পর ক্ষমা কর, যেমন ঈশ্বরও খ্রীষ্টে তোমাদিগকে ক্ষমা করিয়াছেন।

মার্ক ১১:২৫ " আর তোমরা যখনই প্রার্থনা করিতে দাঁড়াও, যদি কাহারও বিরুদ্ধে তোমাদের কোন কথা থাকে, তাহাকে ক্ষমা করিও, যেন তোমাদের স্বর্গস্থ পিতা ও তোমাদের অপরাধ সকল ক্ষমা করেন।"

আমরা যীশুর আদেশের বাধ্য হতে হবে এবং অন্যদের ক্ষমা করতে হবে. আমরা ক্ষমা করতে পারি কারণ যীশু যিনি এখন আমাদের মধ্যে থাকেন, তিনি ক্ষমা করেছিলেন। ক্ষমা এমন কিছু নয় যা আমরা যখন মনে করি তখন করার জন্য আমরা অপেক্ষা করি।

ক্ষমা একটি পছন্দ। এটি এমন একটি কর্ম যা আমাদের অবশ্যই ঈশ্বরের আদেশের বাধ্যস্বরূপ করতে হবে।

ভুলে যাওয়ার মাধ্যমে

আমরা ক্ষোভ না ধরে রাখলে, আমাদের আত্মার জন্য আরোগ্যতা খুঁজে পেতে পারি।

ইফিষীয় ৪:২৬, ২৭ " ক্রুদ্ধ হইলে পাপ করিও না; সূর্য্য অস্ত না যাইতে যাইতে তোমাদের কোপাবেশ শান্ত হউক; আর দিয়াবলকে স্থান দিও"।

ফিলিপীয় ৩:১৩ " ভ্রাতৃগণ, আমি যে তাহা ধারিয়াছি, আপনার বিষয়ে এমন বিচার করি না; কিন্তু একটী কাজ করি, পশ্চাৎ স্থিত বিষয় সকল ভুলিয়া গিয়া সম্মুখস্থ বিষয়ের চেষ্টায় একাগ্র হইয়া...।

যখন আমরা ক্ষমাহীনতা এবং রাগকে ধরে রাখি, তখন শয়তানকে আমাদের শারীরিক, মানসিক এবং আত্মিক ক্ষেত্রে আক্রমণ করার জন্য আমরা স্থান দিই বা দরজাকে খুলে দিই।

ক্ষমা করার পরে, আমরা আমাদের ভগ্ন হৃদয়ে যীশুর আরোগ্যতার শক্তিকে পেতে পারি। আমাদের নিপীড়িত আত্মা স্বাধীন এবং মুক্ত হয়ে ওঠে।

লুক ৪:১৮ " "প্রভুর আত্মা আমাতে অধিষ্ঠান করেন, কারণ তিনি আমাকে অভিষিক্ত করিয়াছেন, দরিদ্রদের কাছে সুসমাচার প্রচার করিবার জন্য; তিনি আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন, বন্দিগণের কাছে মুক্তি প্রচার করিবার জন্য, অন্ধদের কাছে চক্ষুর্দ্দান প্রচার করিবার জন্য, উপদ্রুতদিগকে নিস্তার করিয়া বিদায় করিবার জন্য"।

আমরা যদি অতীতের নেতিবাচক বিষয়গুলি নিয়ে কথা বলতে থাকি এবং সমস্ত পুরানো আঘাত, উত্তেজনা এবং রাগ এখনও আমাদের মধ্যে থেকে যায়, তাহলে আমরা এমন পরিস্থিতির মধ্যে সবাইকে ক্ষমা করতে পারি না, বা আমরা আমাদের আত্মার শত্রুকে আমাদের উপর সমস্ত "আবর্জনা" পুনরায় ফিরিয়ে দেবার অনুমতি দিয়ে থাকি।

একবার আমরা ক্ষমা করে দিলে, আমাদের কিছু সময়ের জন্য ফিরে আসার স্মৃতিগুলির সাথে লড়াই করতে হতে পারে, কিন্তু অবশেষে, আমরা দেখতে পাব যে আমরা কেবল ক্ষমাই করিনি, আমরা সমস্ত নেতিবাচক স্মৃতি ভুলে গেছি এবং সমস্ত আঘাত হতে মুক্তি পেয়েছি।

বিশ্রাম এবং পুনরুদ্ধার

আমরা ঈশ্বরের বিশ্রাম এবং পুনঃস্থাপনের মাধ্যমে আত্মার জন্য আরোগ্যতা পেতে পারি। অনেক সময় আমাদের আত্মা দৈনন্দিন স্বাভাবিক কার্যকলাপের দ্বারা নিপীড়িত হয়। আমরা এতটাই ব্যস্ত হয়ে পড়ি যে আমরা ঈশ্বরের সাথে সময় কাটাতে বা যা আমরা করার ইচ্ছা করি তা করতে পারি না।

যদিও এটি করা কঠিন হয়ে পড়ে, তবুও আমাদের অগ্রাধিকারগুলি পুনর্বিবেচনা করা উচিত। অনেকগুলো কার্য নেওয়ার চাপ না নিতে পারলে না বলতে শিখুন। ঈশ্বরের কথা শুনতে শিখুন এবং তিনি যা বলেন শুধু তাই করুন।

যীশু বলেছেন,

মথি ১১:২৮, ২৯ " হে পরিশ্রান্ত ও ভারাক্রান্ত লোক সকল, আমার নিকটে আইস, আমি তোমাদিগকে বিশ্রাম দিব। 2আমার যোঁয়ালি আপনাদের উপরে তুলিয়া লও, এবং আমার কাছে শিক্ষা কর, কেননা আমি মৃদুশীল ও নম্রচিত্ত; তাহাতে তোমরা আপন আপন প্রাণের জন্য বিশ্রাম পাইবে।

ইব্রীয় পুস্তকের লেখকেরা ঈশ্বরের বিশ্রামে প্রবেশ করার কথা বলেছেন।

ইব্রীয় ৪:১-৩ক " অতএব আমাদের ভয় থাকা উচিত, পাছে তাঁহার বিশ্রামে প্রবেশ করিবার প্রতিজ্ঞা থাকিয়া গেলেও এমন বোধ হয় যে, তোমাদের কেহ তাহা হইতে বঞ্চিত হইয়াছে। কেননা যেরূপ উহাদের নিকটে তদ্রূপ আমাদের নিকটেও সুসমাচার প্রচারিত হইয়াছিল বটে, তথাপি সেই শ্রুত বাক্যে উহাদের কোন ফল দর্শিল না, কারণ শ্রোতাদের কাছে তাহা বিশ্বাসের সহিত মিশ্রিত ছিল না। বাস্তবিক বিশ্বাস করিয়াছি যে আমরা, আমরা সেই বিশ্রামে প্রবেশ করিতে পাইতেছি; যেমন তিনি বলিয়াছেন, "তখন আমি আপন ক্রোধে এই শপথ করিলাম, ইহারা আমার বিশ্রামে প্রবেশ করিবে না।"

বিশ্বাস এবং আত্ম-শৃঙ্খলার দ্বারা, আমরা ঈশ্বরের বিশ্রামে প্রবেশ করতে পারি এবং মুহূর্তের মধ্যে আমাদের আত্মায় বিশ্রাম ও শান্তিকে পেতে পারি।

আপনার আরোগ্যতার জন্য ঈশ্বরের প্রশংসা করুন

যখন আমাদের আত্মা আরোগ্যপ্রাপ্ত হয় তখন আমাদের অবশ্যই ঈশ্বরের প্রশংসার সহকারে প্রভুর ধন্যবাদ করা উচিত।

গীতসংহিতা ১০৩:১-৫ " হে আমার প্রাণ, সদাপ্রভুর ধন্যবাদ কর; হে আমার অন্তরস্থ সকল, তাঁহার পবিত্র নামের ধন্যবাদ কর। হে আমার প্রাণ, সদাপ্রভুর ধন্যবাদ কর, তাঁহার সকল উপকার ভুলিয়া যাইও না। 3তিনি তোমার সমস্ত অধর্ম্ম ক্ষমা

করেন, তোমার সমস্ত রোগের প্রতীকার করেন। তিনি কূপ হইতে তোমার জীবন মুক্ত করেন, দয়া ও করুণার মুকুটে তোমাকে ভূষিত করেন। তিনি উত্তম দ্রব্যে তোমার মুখ তৃপ্ত করেন, ঈগল পক্ষীর ন্যায় তোমার নূতন যৌবন হয়।

প্রশংসা হল আমাদের বিশ্বাসের একটি অভিব্যক্তি. আমরা অধ্যয়ন করেছি প্রতিটি ক্ষেত্রে ঈশ্বরের বাধ্য হতে, আমরা বিশ্বাস করেছি, আমাদের আত্মার আরোগ্যতার জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করেছি, এবং বিশ্বাস করেছি যে আমরা হৃদয়, দেহ এবং আত্মার সম্পূর্ণ আরোগ্যতার প্রকাশকে পেয়েছি।

মার্ক ১১:২৪ '' এই জন্য আমি তোমাদিগকে বলি, যাহা কিছু তোমরা প্রার্থনা ও যাচ্ঞা কর, বিশ্বাস করিও যে, তাহা পাইয়াছ, তাহাতে তোমাদের জন্য তাহাই হইবে।

∑ আমরা ঈশ্বরের প্রশংসা করি কারন তিনি আমাদের আত্মা এবং আমাদের দেহের আরোগ্যতা প্রদান করেছেন। যাতে আমরা তার সৃষ্ট প্রতিমূর্তিতে অর্থাৎ দেহ এবং আত্মায় পুনরুদ্ধিত হতে পারি।

আমরা অন্তর হইতে আরোগ্যতা পেয়েছি এটি কতটা না আনন্দের বিষয়! যেহেতু আমাদের আত্মা আরোগ্য হয়েছে, তাই শয়তানের আর কোন জায়গা নেই, কোন দরজা খোলা নেই, বা আমাদের দেহে রোগ এবং ব্যাধি দেবার তার আর কোন অধিকার নেই ।

আমরা সুস্থভাবে চলতে পারি। আমরা সাহসের সাথে অন্যদের জন্য আরোগ্যতার পরিচর্যা করতে পারি। এই হল ঈশ্বরের ইচ্ছা! এটা আমাদের চুক্তির অধিকার! সত্যই, তিনি আমাদের কাছে নিজেকে ''যিহোবা রাফা'', আরোগ্যকারী ঈশ্বররুপে! প্রকাশ করেছেন।

দ্রষ্টব্য: এই বিষয়ে আরও শিক্ষার জন্য এ.এল এবং জয়েস গিলের ''নতুন সৃষ্ট'' পুস্তকটি পড়ুন।

পুনারলোচনার জন্য প্রশ্নাবলী

১। মনের তিনটি অংশের ব্যাখ্যা করুন।

২। হৃদয় এবং আত্মার মধ্যে যুদ্ধের বিষয়ে আপনার নিজের ভাষায় ব্যাখ্যা করুন।

৩। আত্মার জন্য কিভাবে আরোগ্যতা পেতে হয় তা বর্ণনা করুন।

নবম অধ্যায়

পবিত্র আত্মা এবং তাঁহার উপহার

পবিত্র আত্মার প্রকাশ

করিন্থিয় ১২ অধ্যায়ে বর্ণিত পবিত্র আত্মার নয়টি উপহারের মধ্যে একটি হল আরোগ্যতার উপহার। সেখানে উপহারগুলী (বহুবচন) উল্লেখ করা হয়েছে কারন যখন আমরা আরোগ্যতার পরিচর্যা করি তখন অনেকগুলী উপহার একসঙ্গে প্রবাহিত এবং কার্যকারী হয়।

পবিত্র আত্মা তার আরোগ্যতার শক্তি আত্মায়-পূর্ণ বিশ্বাসীদের মধ্যে পরিচালিত করার দ্বারা আরোগ্যতার উপহারের প্রকাশ ঘটে। এগুলি তাঁর উপহার, আমাদের নয়৷ আমরা সেই পাত্র তিনি যাদের প্রয়োজন তাদের উপহার প্রদানের জন্য ব্যবহার করেন।

যখন আমরা পবিত্র আত্মার সাথে একটি গভীর, ব্যক্তিগত সম্পর্কের মধ্যে প্রবেশ করি, তখন এই উপহারগুলি বিভিন্ন সময়ে বা যখন প্রয়োজন দেখা দেবে তখন আমাদের মাধ্যমে কাজ করবে।

ঈশ্বরীয় ত্রিত্বের অংশ

∑ ঈশ্বর সারমর্মে এক, তবুও তিনটি স্বতন্ত্র এবং পৃথক ব্যক্তিতে চিহ্নিত। ঈশ্বরের তিনটি ব্যক্তিত্বই সমান এবং প্রত্যেকেই ঈশ্বরের সমস্ত গুণের ভাগীদার। প্রতিটি পৃথকভাবে প্রকাশিত হয় এবং প্রত্যেকের একটি নির্দিষ্ট কার্যপ্রণালী এবং ব্যক্তিত্ব রয়েছে।

পবিত্র আত্মা, এমনকি পিতা এবং পুত্রও, প্রতিটি বিশ্বাসীর সাথে অন্তরঙ্গ সহভাগীতাকে কামনা করে।

২ করিন্থিয় ১৩:১৪ " প্রভু যীশু খ্রীষ্টের অনুগ্রহ, ও ঈশ্বরের প্রেম, এবং পবিত্র আত্মার সহভাগিতা তোমাদের সকলের সহবর্ত্তী হউক। আমেন।

পৌল "পবিত্র আত্মার সহভাগিতা" উল্লেখ করেছেন। সহভাগিতা হল গ্রীক শব্দ, "কোইনিয়া" এবং এর অর্থ হল অংশীদারিত্ব, বা অংশগ্রহণ। আমাদের পবিত্র আত্মার অংশীদার হতে হবে এবং তার সঙ্গে সহভাগিতা করতে হবে।

সাহায্যকারী বা সান্ত্বনাকারী

যোহনের সুসমাচারে, চারটি পৃথক অংশে পবিত্র আত্মাকে সাহায্যকারী হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। কিং জেমস সংস্করণে, সান্ত্বনাকারী নামটি ব্যবহার কর হয়েছে। যার মূল গ্রীক শব্দ হল

"Parakletos" যার অর্থ একজনের পাশে থাকা। যার অর্থ একজন সুপারিশকারী এবং পরামর্শদাতা হিসাবে তিনি আমাদের পাশে থাকেন।

আমাদের সাথে চলাফেরা করার জন্য, আমাদের সাথে ঘনিষ্ঠ সহভাগিতা করার জন্য পবিত্র আত্মাকে আমাদের সাহায্যকারী হিসাবে আমাদের পাশে ডাকা হয়েছে । তিনি আমাদের মধ্যস্থতা করেন, সান্ত্বনা দেন এবং পরামর্শ প্রদান করেন।

যীশু তাঁর শিষ্যদের অবাক করে দিয়েছিলেন যখন তিনি বলেছিলেন যে তার চলে যাওয়া তাদের জন্য ভাল। এই বিবৃতি দ্বারা, তিনি স্পষ্ট করে দিয়েছেন যীশুর মাংসিকরুপে আমাদের পাশে চলার চেয়েও পবিত্র আত্মার আমাদের জীবনে অন্তরঙ্গ উপস্থিতিকে মূল্যবান হিসাবে গন্য করতে হবে।

যোহন ১৬:৭ " তথাপি আমি তোমাদিগকে সত্য বলিতেছি, আমার যাওয়া তোমাদের পক্ষে ভাল, কারণ আমি না গেলে, সেই সহায় তোমাদের নিকটে আসিবেন না; কিন্তু আমি যদি যাই, তবে তোমাদের নিকটে তাঁহাকে পাঠাইয়া দিব।

যোহন ১৪:১৫, যোহন ১৪:২৬, এবং যোহন ১৫:২৬ এ যীশুর কথা অনুসারে, পবিত্র আত্মা তাঁর বিষয়ে সাক্ষ্য দেবেন, আমাদের সব কিছু শিখিয়ে দেবেন, এবং আমাদের স্মরণে সব কিছু নিয়ে আসবেন ও চিরকাল আমাদের সঙ্গে থাকবেন।

তাকে জানা

এমনকি আমরা যেমন আরাধনা ও প্রার্থনায় পিতা এবং পুত্রের সাথে আমাদের ঘনিষ্ঠ সহভাগিতার সময়গুলোকে মূল্যবান বলে মনে করি, তেমনি আমাদের পবিত্র আত্মার আমাদের সাহায্যকারী, সান্ত্বনাদাতা, পরামর্শদাতা, শিক্ষক এবং পথপ্রদর্শক হিসাবে ক্রমাগত উপস্থিতিকেও মূল্য এবং প্রশংসা দিতে হবে।

পবিত্র আত্মার শক্তি, জ্বলন্ত, আশ্চর্যকারী এবং পরিমাপের বাইরে। আবার, তিনি একজন অত্যন্ত মৃদু, যত্নশীল, প্রেমময় ব্যক্তিত্ব যিনি উদাসীনতা, অবাধ্যতা এবং পাপ দ্বারা শোকাহত বা প্রশমিত হতে পারেন।

® আমাদের মধ্যে বাস করেন

কারণ যীশু এই পৃথিবীতে একজন মানুষ হিসাবে কাজ করেছিলেন, তাই তিনি এক সময়ে একটা জায়গায় থাকতে পারতেন। পবিত্র আত্মা এবং যীশু আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে ক্রমাগত বাস করেন এটি কত না মহান বিষয়।

যোহন ১৪:১৬, ১৭ " আর আমি পিতার নিকটে নিবেদন করিব, এবং তিনি আর এক সহায় তোমাদিগকে দিবেন, যেন তিনি চিরকাল তোমাদের সঙ্গে থাকেন; তিনি সত্যের আত্মা; জগৎ তাঁহাকে গ্রহণ করিতে পারে না, কেননা সে তাঁহাকে দেখে না, তাঁহাকে জানেও না; তোমরা তাঁহাকে জান, কারণ তিনি তোমাদের নিকটে অবস্থিতি করেন ও তোমাদের অন্তরে থাকিবেন।

® আমাদের শিক্ষা দেন

পবিত্র আত্মা আমাদের শিক্ষক

১ করিন্থিয় ২:১৩ক " আমরা সেই সকল বিষয়েরই কথা, মানুষিক শিক্ষানুরূপ জ্ঞানের বাক্য দ্বারা নয়, কিন্তু আত্মার শিক্ষানুরূপ বাক্য দ্বারা কহিতেছি; আত্মিক বিষয় আত্মিক বিষয়ের সহিত যোগ করিতেছি।

সমস্যার সময় পবিত্র আত্মা আমাদের মধ্যে বলার জন্য বাক্য দেন।

লুক ১২:১১, ১২ " আর লোকে যখন তোমাদিগকে সমাজ-গৃহে এবং শাসনকর্ত্তাদের ও কর্ত্তৃপক্ষদের সম্মুখে লইয়া যাইবে, তখন কিরূপে কি উত্তর দিবে, অথবা কি বলিবে, সে বিষয়ে ভাবিত হইও না; কেননা কি কি বলা উচিত, তাহা পবিত্র আত্মা সেই দণ্ডে তোমাদিগকে শিক্ষা দিবেন।

® শক্তিদাতা

আমরা পবিত্র আত্মার শক্তি দ্বারা পরিচালিত হই।

প্রেরিত ১:৮ক " কিন্তু পবিত্র আত্মা তোমাদের উপরে আসিলে তোমরা শক্তি প্রাপ্ত হইবে"।

® সাহস প্রদানকারী

পবিত্র আত্মা আমাদের সাহস যোগান।

প্রেরিত ৪:৩১খ " তাঁহারা সকলেই পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ হইলেন ও সাহসপূর্ব্বক ঈশ্বরের বাক্য বলিতে থাকিলেন।

® নির্দেশনা প্রদানকারী

তিনি আমাদের নির্দেশনা দেন

লুক ২:২৬ক " আর পবিত্র আত্মা দ্বারা তাঁহার কাছে প্রকাশিত হইয়াছিল"।

লুক ৪:১ক " যীশু পবিত্র আত্মায় পূর্ণ হইয়া যর্দ্দন হইতে ফিরিয়া আসিলেন"।

প্রেরিত ১৩:৪ক ” এইরূপে তাঁহারা পবিত্র আত্মা কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া।

প্রেরিত ১৬:৬খ ” পবিত্র আত্মা কর্ত্তৃক নিবারিত হইয়াছিলেন।

® প্রেম দাতা

পবিত্র আত্মা আমাদের কাছে ঈশ্বরের প্রেমকে বাস্তব করে তোলেন।

রোমীয় ৫:৫ ” আর প্রত্যাশা লজ্জাজনক হয় না, যেহেতুক আমাদিগকে দত্ত পবিত্র আত্মা দ্বারা ঈশ্বরের প্রেম আমাদের হৃদয়ে সেচিত হইয়াছে।

® ধার্মিকতা, শান্তি এবং আনন্দ

পবিত্র আত্মার মাধ্যমে আমরা ধার্মিকতা, শান্তি এবং আনন্দ পাই।

রোমীয় ১৪:১৭ ” কারণ ঈশ্বরের রাজ্য ভোজন পান নয়, কিন্তু ধার্ম্মিকতা, শান্তি এবং পবিত্র আত্মাতে আনন্দ।

মুক্তির প্রতিশ্রুতি

পবিত্র আত্মা আমাদের উত্তরাধিকারের প্রতিশ্রুতি।

ইফিষীয় ১:১৩, ১৪ ” খ্রীষ্টে থাকিয়া তোমরাও সত্যের বাক্য, তোমাদের পরিত্রাণের সুসমাচার, শুনিয়া এবং তাঁহাতে বিশ্বাসও করিয়া সেই অঙ্গীকৃত পবিত্র আত্মা দ্বারা মুদ্রাঙ্কিত হইয়াছ; সেই আত্মা ঈশ্বরের নিজস্বের মুক্তির নিমিত্ত, তাঁহার প্রতাপের প্রশংসার নিমিত্ত আমাদের দায়াধিকারের বায়না।

ইফিষীয় ৪:৩০ ” আর ঈশ্বরের সেই পবিত্র আত্মাকে দুঃখিত করিও না, যাঁহার দ্বারা তোমরা মুক্তির দিনের অপেক্ষায় মুদ্রাঙ্কিত হইয়াছ।

উপহারের প্রকাশ

পবিত্র আত্মা আমাদের নয়টি ভিন্ন আধ্যাত্মিক উপহার দিয়েছেন। এই উপহারগুলির মধ্যে কিছু কিছু সরাসরি অসুস্থদের আরোগ্যতার সাথে সম্পর্কিত। আমরা সকলেই এই উপহারগুলিতে পরিচর্যা করতে শিখতে পারি যাতে আমরা পরিচর্যায় কার্যকর হতে পারি।

১ করিন্থিয় ১২:১, ৭-১০ ” আর হে ভ্রাতৃগণ, আত্মিক দান সকলের বিষয়ে তোমরা যে অজ্ঞাত থাক, আমার এ ইচ্ছা নয়। কিন্তু প্রত্যেক জনকে হিতের জন্য আত্মার আবির্ভাব দত্ত হয়ঃ

- কারণ এক জনকে সেই আত্মা দ্বারা প্রজ্ঞার বাক্য দত্ত হয়
- আর এক জনকে সেই আত্মানুসারে জ্ঞানের বাক্য।

- আর এক জনকে সেই আত্মাতে বিশ্বাস,
- আর এক জনকে সেই একই আত্মাতে আরোগ্য সাধনের নানা অনুগ্রহ-দান।
- আর এক জনকে পরাক্রম-কার্য্য-সাধক গুণ,
- আর এক জনকে ভাববাণী,
- আর এক জনকে আত্মাদিগকে চিনিয়া লইবার শক্তি,
- আর এক জনকে নানাবিধ ভাষা কহিবার শক্তি,
- আর এক জনকে বিশেষ বিশেষ ভাষার অর্থ করিবার শক্তি দত্ত হয়

আমাদের জীবনে পবিত্র আত্মার উপহারের কাজগুলী হল আমাদের সাথে তাঁর উপস্থিতির চিহ্ন। আমাদের গর্বিত খ্যাতি তৈরি করতে তাদের কখনই ব্যবহার করা উচিত নয়। সেগুলি স্বাভাবিকভাবে প্রবাহিত হওয়া উচিত, কোন প্রদর্শন বা ধুমধাম ছাড়াই, একটি আঘাতকারী বিশ্বের কাছে ঈশ্বরের ভালবাসা প্রদর্শন করার জন্য সমস্ত উপহারগুলীকে ব্যবহার করা উচিত।
নিম্নলিখিত বিভাগে, আমরা পবিত্র আত্মার ছয়টি উপহার এবং কীভাবে সেগুলি আরোগ্যতার সাথে বিশেষভাবে সম্পর্কিত তা অধ্যয়ন করব।

আত্মাকে চিনিয়ে লওয়া

সংজ্ঞা

আত্মার মধ্যে পার্থক্যের অর্থ হল আত্মার রাজ্যে একটি অতিপ্রাকৃত অন্তর্দৃষ্টি। এটি একটি ব্যক্তি, একটি পরিস্থিতি, একটি কর্ম বা একটি বার্তার পিছনে আত্মা বা আত্মার ধরনকে প্রকাশ করে। এটি আমাদের আত্মার মধ্যে একটি জ্ঞান যা কোন বিষয়ের উৎস, প্রকৃতি এবং কার্যকলাপ সম্পর্কিত অতিপ্রাকৃত উদ্ঘাটনের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়।
আত্মিক রাজ্যে তিনটি ক্ষেত্র রয়েছে যা এই উপহারটির কার্যাবলীর দ্বারা আলাদা করা যায়।

- ® ঈশ্বরের আত্মা বা তার দূতেরা
- ® মনুষ্য আত্মা
- ® শয়তান বা তার মন্দ আত্মারা

দুর্বলতার আত্মা

প্রায়শই, দুর্বলতার মন্দ আত্মা একজন ব্যক্তির অসুস্থতা বা রোগের জন্য দায়ী হয়। উদাহরণস্বরূপ, ক্যান্সার, বাত, বিরক্তি এবং তিক্ততার আত্মা। আত্মাকে চিনে নেবার আধ্যাত্মিক দান দ্বারা, পবিত্র আত্মা প্রকাশ করেন, বা সমস্যার সঠিক উৎসের উপর তাঁর আঙুল রাখেন, যাতে সেই অসুস্থ ব্যক্তিকে আরোগ্য করা যায় এবং মুক্ত করা যায়।

লুক ১১:২০ " কিন্তু আমি যদি ঈশ্বরের অঙ্গুলি দ্বারা ভূত ছাড়াই, তবে সুতরাং ঈশ্বরের রাজ্য তোমাদের কাছে আসিয়া পড়িয়াছে।

উপহারের কার্যপ্রণালী

যখন একজন ব্যক্তি ঈশ্বরের আত্মার দ্বারা পরিচালিত হয়, তখন আত্মাকে চিনে নেবার তার মধ্যে কাজ করবে এবং তাকে, কোন, সমস্যার উৎসের আত্মার নাম বা পরিচয়কে প্রকাশিত করবে।
মথি ৯:৩২, ৩৩ " তাহারা বাহিরে যাইতেছে, আর দেখ, লোকেরা এক ভূতগ্রস্ত গোঁগাকে তাঁহার নিকটে আনিল।ভূত ছাড়ান হইলে সেই গোঁগা কথা কহিতে লাগিল; তখন লোক সকল আশ্চর্য্য জ্ঞান করিয়া কহিল, ইস্রায়েলের মধ্যে এমন কখনও দেখা যায় নাই।
আত্মিক রাজ্যে কাজ করার জন্য এবং আধ্যাত্মিক যুদ্ধে সবচেয়ে কার্যকরভাবে লড়াই করার জন্য, আমাদের আত্মাকে চিনে নেবার উপহারের কার্যপ্রণালীকে বুঝতে এবং নিজেদেরকে সমর্পণ করতে হবে। এই উপহারের মাধ্যমে, পবিত্র আত্মা আমাদের পরিচালিত ও ক্ষমতায়ন করবেন।

জ্ঞানের বাক্য

সংজ্ঞা

∑ জ্ঞানের বাক্য হল পবিত্র আত্মার দ্বারা নির্দিষ্ট কিছু তথ্য, বর্তমান বা অতীত, কোনো ব্যক্তি বা পরিস্থিতি সম্পর্কে, যা প্রাকৃতিক বুদ্ধির মাধ্যমে শেখা যায়না, এক অতিপ্রাকৃত প্রকাশ। এই দান ঈশ্বরের কাছ থেকে এমন তথ্য দেয় যা স্বাভাবিকভাবে আমরা জানতে পারি না।

যীশু এবং শমরীয় নারী

শমরীয় নারীর ঘটনায়, আমরা দেখতে পাই যে যীশু প্রজ্ঞার বাক্য দ্বারা জানতেন যে তার পাঁচটি স্বামী রয়েছে এবং তার বর্তমান স্বামী বিবাহের দ্বারা হয়নি।
যোহন ৪:১৮ " যীশু তাহাকে বলিলেন, তুমি ভালই বলিয়াছ যে, আমার স্বামী নাই; কেননা তোমার পাঁচটী স্বামী হইয়া গিয়াছে, আর এখন তোমার যে আছে, সে তোমার স্বামী নয়; এ কথা সত্য বলিলে।
যীশু ঈশ্বরের পুত্র ছিলেন বলেই সেই মহিলার বিষয়ে যীশুর সমস্ত জ্ঞান ছিল তাই নয় বরং, তিনি আত্মার উপহারের মাধ্যমে মনুষ্যপুত্ররুপে কার্যান্বিত হয়েছিলেন।

আরোগ্যতার জন্য জ্ঞানের বাক্য

প্রায়ই আরোগ্যতার পরিচর্যায়, ঈশ্বর একটি নির্দিষ্ট অসুস্থতা সম্পর্কে জ্ঞানের বাক্য প্রকাশ করে থাকেন। কখনও কখনও এটি

একটি নির্দিষ্ট ব্যক্তির জন্য, অথবা কখনও কখনও অনেক লোকের জন্য তিনি সেটি প্রকাশ করেন।
এটি রোগের নাম দ্বারা, ব্যথার অবস্থান দ্বারা বা শরীরের অসুস্থ অংশের নামের মাধ্যমে ঈশ্বর তাঁর আরোগ্যতার জন্য প্রজ্ঞার বাক্যকে প্রকাশ করেন।

কিভাবে এটি আসে

আরোগ্যতা পরিচর্যা করার সময় জ্ঞানের বাক্য বিভিন্নভাবে আমাদের মধ্যে আসে।

- ® অস্বস্তিকর অনুভূতি অনেকসময় চাপ, সংবেদন হিসাবে বর্ণনা করা হয়।
- ® কখনও কখনও এটি হালকা ব্যথা হিসাবে অনুভূত হবে।

জ্ঞানের বাক্য একটি শব্দ বা চিন্তা দ্বারা হতে পারে, যা অসুস্থতা, রোগ বা ব্যথাকে বর্ণনা করে থাকে।

- ® রোগের নাম
- ® দেহের রোগাক্রান্ত অংশের নাম

জ্ঞানের বাক্য শরীরের যে অংশের নিরাময় প্রয়োজন তার দর্শন দ্বারাও আসতে পারে।

® অসুস্থ ব্যক্তির প্রকাশ

কখনও কখনও, ঈশ্বর ব্যক্তির সাধারণ অবস্থান বা এমনকি সঠিক ব্যক্তি যার আরোগ্যতা দরকার তার প্রকাশ ঘটান। এটি কখনও কখনও একটি টান হিসাবে বর্ণনা করা হয় (যেমন চুম্বক দ্বারা) ঘরের সেই অংশের দিকে, একটি নির্দিষ্ট দরজার দিকে বা ব্যক্তির সঠিক অবস্থানের দিকে।
অন্য সময়ে, এটি একটি আলো, বা আভা, বা অন্য অনুভূতি হিসাবে আসতে পারে যা একটি নির্দিষ্ট ব্যক্তির প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করে থাকে।
কখনও কখনও, প্রভু মানুষের নাম প্রকাশ করবেন, বা অন্যান্য পরিচয় দেবেন, যা তাদের নিশ্চিত করবে যে পবিত্র আত্মা তাদের একটি নির্দিষ্ট আরোগ্যতার জন্য নির্দেশ করছেন।

® বিশ্বাসের মুক্তি

যখন পবিত্র আত্মা জ্ঞানের বাক্য দ্বারা একটি বিশেষ আরোগ্যতার বিষয়ে প্রকাশ করেন, এবং সেই ব্যক্তি অবিলম্বে স্বীকার করেন যে তিনিই হলেন সে যার বিষয়ে বর্ণনা করা হচ্ছে তখন বিশ্বাস মুক্তি পাবে এবং আরোগ্যতা প্রকাশিত হবে।

® পরিচিত আত্মাদের বিরুদ্ধে সতর্কতা

এই উপহারের দ্বারা চালিত ব্যক্তিকে অবশ্যই সতর্ক থাকতে হবে যে সে, আসলে জ্ঞানের একটি বাক্যকে পাচ্ছে, এবং পরিচিত

আত্মার কথা শুনছে না। পরিচিত আত্মার উপস্থিতি চিনে নেবার একটি সহজ উপায় হল কাকে মহিমান্বিত করা হচ্ছে তা দেখে।

® একজন পরিচর্যাকারী কি নিজের এবং তার ক্ষমতার প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করছেন?

® লোকেরা কি দর্শক হয়ে "ঘটনাটি" উপভোগ করছে?

® জ্ঞানের বাক্যের ক্রিয়াকলাপ কি শ্রোতাদের ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাসের উচ্চ স্তরে নিয়ে যাচ্ছে, নাকি পরিচর্যাকারী ব্যক্তির প্রতি বিশ্বাসের দিকে নিয়ে যাচ্ছে?

পবিত্র আত্মা কখনই একজন ব্যক্তির গৌরব প্রকাশিত করেন না, তিনি সর্বদা ঈশ্বরের গৌরবকে প্রকাশিত করেন!

® বেরিয়ে আসার ইচ্ছা

যখন কোন ব্যক্তি পরিচর্যা করতে শেখে তখন সে জ্ঞানের বাক্য দ্বারা ঈশ্বরের থেকে বিশেষ প্রকাশকে গ্রহন করে থাকে। সেই ব্যক্তি যখন ঈশ্বরের কাছ থেকে একটি বিশেষ প্রকাশ পায়, তখন তার উচিত বিশ্বাসের সাথে এগিয়ে আসা এবং সেই বাক্যটিকে বলা।

® আমরা যদি ভুল হই তবে আমাদের নির্বোধ ভাবার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে।

® ব্যর্থতার ভয়ে আমাদের পিছিয়ে থাকা উচিত নয়।

® আমাদের পবিত্র আত্মার প্রতি সংবেদনশীল হতে শিখতে হবে।

® আমাদের উচিত ঈশ্বরের বাধ্য হওয়া, বিশ্বাসে এগিয়ে আসা এবং আরোগ্যতায় ঈশ্বরকে মহিমান্বিত করা।

প্রজ্ঞার বাক্য

সংজ্ঞা

∑ **প্রজ্ঞার বাক্য বিশ্বাসীকে দেওয়া একটি অতিপ্রাকৃত প্রকাশ। প্রাকৃতিক বা অতিপ্রাকৃত জ্ঞানের উপর ভিত্তি করে কর্মের পথে এগিয়ে যাওয়ার জন্য ঈশ্বরের প্রজ্ঞা। এটি ঈশ্বরের পরিকল্পনা এবং উদ্দেশ্যকে প্রকাশ করে:**

® আমাদের জীবন এবং পরিচর্যা-কার্যের জন্য

® অবিলম্বে বা ভবিষ্যতে কোন কিছু করা হবে

® আমাদের কিভাবে একটি নির্দিষ্ট প্রয়োজনে পরিচর্যা করা উচিত

প্রজ্ঞার বাক্য বিভিন্ন রূপে আসে: একটি অভ্যন্তরীণ স্বর, দর্শন, ঘুমন্ত অবস্থায় স্বপ্নের দ্বারা।

আরোগ্যতায়

প্রজ্ঞার বাণী আত্মার বিচক্ষণতা এবং জ্ঞানের বাক্যের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করে। নির্দিষ্ট প্রয়োজনে কিভাবে পরিচর্যা করতে হবে এটি তার প্রকাশ ঘটায়।

প্রজ্ঞার বাক্য সুরক্ষা এবং নির্দেশনার জন্য দেওয়া হয় এবং প্রায়শই প্রকাশ করে যে কীভাবে জ্ঞানের বাক্য এবং আত্মার বিচক্ষণতার মাধ্যমে প্রকাশিত জ্ঞান প্রয়োগ করা যায়। এটি নির্দিষ্ট উপায়ে পরিচর্যা করার জন্য অন্তর্দৃষ্টিও প্রদান করে থাকে।

প্রজ্ঞার বাক্য আমাদের নির্দেশ দিতে পারে:

® কোন ব্যক্তির উপরে হস্তার্পণ করতে
® কোন কথা বলার জন্য
® একটি সৃজনশীল আশ্চর্যকাজ করতে
® মন্দ আত্মাকে ছাড়াতে

প্রজ্ঞার বাক্য আমাদের আরোগ্যতার উপহারে কার্যকরভাবে পরিচর্যা করার জ্ঞান দেয়। এটা সাহসিকতার সাথে পরিচর্যাকাজ করার বিশ্বাসকে গঠন করে।

বিশ্বাসের উপহার

সংজ্ঞা

∑ **বিশ্বাসের উপহার একটি নির্দিষ্ট সময় এবং উদ্দেশ্যের জন্য একটি অতিপ্রাকৃত বিশ্বাস। আপনি সেই নির্দিষ্ট সময়ে যে পরিস্থিতিতেই থাকুন না কেন এটি একটি নির্দিষ্ট কাজ সম্পাদন করার ক্ষমতার উপহার।**

অতিপ্রাকৃত

একজন পরিচর্যাকারীর পক্ষ থেকে কোনো প্রচেষ্টা ছাড়াই অতিপ্রাকৃতভাবে বিশ্বাসের উপহার আসে।

® এটা প্রত্যেক বিশ্বাসীকে দেওয়া বিশ্বাসের পরিমাপ নয়।
® এটা ঈশ্বরের বাক্য অধ্যায়ন থেকে আসা বিশ্বাস নয়।
® যখন একটি বিশেষ অলৌকিক কাজের প্রয়োজন হয় তখন এটি পবিত্র আত্মার দ্বারা অতিপ্রাকৃতভাবে আসে।

® আশ্চর্যকাজের দ্বারা

বিশ্বাসের উপহার কখনও কখনও দেওয়া হয় যখন একটি সৃজনশীল আশ্চর্য ঘটনা উদ্ভাসিত হয়। হঠাৎ, একজন পরিচর্যাকারী আত্মায় দেখতে পাবে, একটি শরীরের অনুপস্থিত অংশ পুনরুদ্ধার করা হচ্ছে। এই প্রজ্ঞার বাক্য হল আধ্যাত্মিক উপহারের কার্যাবলী।

উদাহরন

পিতরকে বিশ্বাসের উপহার দেওয়া হয়েছিল যখন তিনি সাহসের সাথে খোঁড়া লোকটিকে বলেছিলেন, রৌপ্য কি স্বর্ণ আমার নাই, কিন্তু যাহা আছে, তাহা তোমাকে দান করি; নাসরতীয় যীশু খ্রীষ্টের নামে হাঁটিয়া বেড়াও। (প্রেরিত ৩:৬)

পরাক্রম-কার্য্য-সাধন

সংজ্ঞা

অলৌকিক কাজ একটি অতিপ্রাকৃত প্রকৃতির সাধারণ অবস্থায় হস্তক্ষেপ। এটি ঈশ্বরের শক্তির একটি অতিপ্রাকৃত প্রদর্শন যার দ্বারা প্রকৃতির নিয়মগুলি পরিবর্তিত, স্থগিত বা নিয়ন্ত্রিত হয়।
যখন একটি ভৌত শরীরে একটি সৃজনশীল অলৌকিক রূপে একটি পুনরুদ্ধার আনতে ব্যবহৃত হয়, তখন এটি আরোগ্যতার একটি উপহার হিসাবে কাজ করে।

সৃজনশীল আশ্চর্যকাজ

অনেক সময় দুর্ঘটনা, অস্ত্রপ্রচার, জন্মগত ত্রুটি বা অবনতিজনিত রোগে মানুষের শরীরের অংশবিশেষ ক্ষয় হয়ে যায়। সম্ভবত, আমাদের বিশ্বাস সেই জায়গায় বেড়ে ওঠেনি যেখানে আমরা সৃজনশীল অলৌকিক ঘটনা ঘটার জন্য ঈশ্বরকে বিশ্বাস করতে পারি।
আমাদের যে বিশ্বাসের প্রয়োজন তা অবশ্যই ঈশ্বরের বাক্য সম্পর্কে আমাদের জ্ঞানের উপর ভিত্তি করে দৃঢ় হতে হবে।

বাক্যে প্রকাশ

সৃজনশীল আশ্চর্যপূর্ণ ঘটনা সম্পর্কে ঈশ্বরের বাক্য যা ঘোষণা করে তা আমরা অবশ্যই পড়েছি, অধ্যয়ন করেছি এবং ধ্যান করেছি। আমাদের অবশ্যই জানতে হবে যে ঈশ্বরের দ্বারা সবকিছুই সম্ভব।
মথি ১৯:২৬ " যীশু তাঁহাদের প্রতি দৃষ্টি করিয়া কহিলেন, তাহা মনুষ্যের অসাধ্য বটে, কিন্তু ঈশ্বরের সকলই সাধ্য।
যীশু সৃজনশীল আশ্চর্যকার্য পরিচর্যা করলেন।
মার্ক ৩:৩,৫খ " তখন তিনি সেই শুষ্কহস্ত লোকটীকে কহিলেন, মাঝখানে আসিয়া দাঁড়াও, সেই লোকটীকে কহিলেন, তোমার হাত বাড়াইয়া দেও; সে তাহা বাড়াইয়া দিল, আর তাহার হাত আগে যেমন ছিল, তেমনি হইল। আমরা জানি, যীশু বলেছিলেন যে তিনি যা করেছেন সেই একই কাজ আমরাও করব। আমরা যীশুর প্রতিশ্রুতি জানি।
মার্ক ৯:২৩ " যীশু তাহাকে কহিলেন, যদি পারেন! যে বিশ্বাস করে, তাহার পক্ষে সকলই সাধ্য।

প্রজ্ঞার বাক্য - বিশ্বাসের উপহার

হঠাৎ, একটি অভিব্যক্তি বা দর্শনের দ্বারা প্রজ্ঞার বাক্য আমাদের আত্মার মধ্যে আসতে পারে। আমরা একটি নির্দিষ্ট ব্যক্তির সৃজনশীল আশ্চর্যকাজ করতে পারব। আত্মায় পরিপূর্ণ হয়ে, শারীরিক দেহে আশ্চর্যকাজ হবার আগে আমরা আশ্চর্যকাজ ঘটতে দেখব। বিশ্বাস করার জন্য আর লড়াইয়ের দরকার নেই।

বিশ্বাসের উপহার আমাদের আত্মায় এসেছে। আমাদের বিশ্বাসকে একটি সাহসী আত্মবিশ্বাসের সাথে পূর্ণ করা হয়েছে যেন আশ্চর্যকাজ ঘটতে পারে।

পরাক্রম- কার্য

আমরা যা আত্মায় করছি সেগুলীকে আমাদের কার্যে সম্পূর্ণ করতে হবে। সেটি হল পরাক্রমের - কার্য। আমরা সাহসের সাথে বলি এবং আদেশ করি যেন নতুন টিস্যু, হাড় বা অঙ্গ গঠন হয়। সৃজনশীল আশ্চর্যকাজ প্রকাশ সম্পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত আমরা আমাদের বিশ্বাসের ইতিবাচক প্রত্যাশাকে যেন গঠন করতে পারি।

যীশু আমাদের সাথে কার্য করছেন

আমরা জানি যীশু প্রাথমিক বিশ্বাসীদের সাথে যেমন কাজ ছিলেন ঠিক তেমনি আমাদের সাথে আছেন এবং কার্য করছেন।

মার্ক ১৬:২০ " আর তাঁহারা প্রস্থান করিয়া সর্ব্বত্র প্রচার করিতে লাগিলেন; এবং প্রভু সঙ্গে সঙ্গে কার্য্য করিয়া অনুবর্ত্তী চিহ্নসমূহ দ্বারা সেই বাক্য সপ্রমাণ করিলেন। আমেন্।

আরোগ্যতার উপহার

সংজ্ঞা

∑ আরোগ্যতার উপহার হল, যাদের আরোগ্যতার প্রয়োজন রয়েছে তাদের মধ্যে ঈশ্বরের অতিপ্রাকৃত আরোগ্যতা শক্তির প্রকাশ। এগুলিকে উপহারসমূহ (বহুবচন) হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে কারণ অনেকগুলি উপহার একসঙ্গে প্রবাহিত হয় এবং আরোগ্যতার উপহার হিসাবে একসাথে কাজ করে। আরোগ্যতা প্রাপ্ত ব্যক্তি আরোগ্যের উপহারকে পেয়ে থাকে।

অতিপ্রাকৃত

আরোগ্যতার আধ্যাত্মিক উপহার চিকিৎসা বিজ্ঞানের মতো নয়। লুক এবং প্রেরিত গ্রন্থের লেখক হল এর একটি উত্তম উদাহরণ। কলসীয়দের কাছে লেখার সময় পৌল তাকে চিকিৎসক হিসাবে চিহ্নিত করেছিলেন।

কলসীয় ৪:১৪ " লূক, সেই প্রিয় চিকিৎসক"।

লুক পৌলের সাথে মাল্টা দ্বীপে ছিলেন, কিন্তু তার কাছে অসুস্থদের আসার কোন উল্লেখ নেই। পৌল পুব্লিয়কে সুস্থ করার পর, লোকেরা অসুস্থদের তাঁর কাছে নিয়ে এসেছিল এবং তারা সুস্থ হয়েছিল।

প্রেরিত ২৮:৮, ৯ "তৎকালে পুব্লিয়ের পিতা জ্বর ও আমাশয় রোগে পীড়িত হইয়া শয্যাগত ছিলেন। আর পৌল ভিতরে তাঁহার নিকটে গিয়া প্রার্থনাপূর্ব্বক তাঁহার উপরে হস্তার্পণ করিয়া তাঁহাকে

সুস্থ করিলেন। এই ঘটনা হইলে পর অন্য যত রোগী ঐ দ্বীপে ছিল, তাহারা আসিয়া সুস্থ হইল।

যদিও সেখানে একজন চিকিৎসক ছিলেন, কিন্তু প্রেরিত পৌলই অতিপ্রাকৃতভাবে লোকেদের সুস্থ করেছিলেন।

দ্রষ্টব্য: আমরা পরিচর্যাকারী হিসাবে, ভারসাম্যপূর্ণ হতে চাই এবং ডাক্তার ও চিকিৎসা বিজ্ঞানের সাথে সহযোগিতা করতে চাই। কারণ আমরা অনেকেই আজ বেঁচে আছি ডাক্তাররা আমাদের বাঁচিয়ে রেখেছিল যতক্ষণ না আমাদের বিশ্বাস আমাদের আরোগ্যতা পাওয়ার জন্য যথেষ্ট শক্তিশালী হতে পারে। কিন্তু আরোগ্যতার উপহারকে চিকিৎসা বিজ্ঞানকে এর সাথে কখনই গুলিয়ে ফেলবেন না।

আরোগ্যতার উপহারের উদ্দেশ্য

আরোগ্যতার উপহারের তিনটি উদ্দেশ্য রয়েছেঃ

® অসুস্থদের সুস্থ করার জন্য,

® মানবদেহে শয়তানের কাজকে ধ্বংস করার জন্য,

® চিহ্ন এবং পরাক্রম-কার্যের মাধ্যমে পরিত্রাণের বার্তা নিশ্চিত করা।

আমরা যখন পবিত্র আত্মার সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের দিকে এগিয়ে যাই, আরোগ্যতার উপহার এবং পবিত্র আত্মার অন্যান্য উপহার প্রবাহিত এবং কার্যাকারী হবে। জ্ঞানের একটি বাক্য দ্বারা, আমরা অতিপ্রাকৃত জ্ঞান পেতে পারি যা প্রকাশ করে যে ঈশ্বর কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তির রোগকে আরোগ্য করতে চান। আত্মাকে চিনে নেবার উপহার, রোগের মন্দ উৎস যাকে নির্মূল করতে হবে তা প্রকাশ করে থাকে।

প্রজ্ঞার বাক্যের মাধ্যমে আমরা অতিপ্রাকৃত প্রকাশ লাভ করি যে কিভাবে কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে কার্যকরভাবে পরিচর্যা করতে হবে। আমরা দেখতে আশ্চর্যকাজ এবং আরোগ্যতা হতে দেখি। এটি বিশ্বাসের উপহারকে প্রকাশ করে এবং আমরা সাহসের সহিত পরাক্রম-কার্যের পরিচর্যা করতে পারি।

আমরা যখন পবিত্র আত্মার সমস্ত উপহারের পরিচর্যা করতে শিখি এবং বিশ্বাসের সাথে আশা করি যে সেগুলি আমাদের জীবনে প্রবাহিত হবে এবং কাজ করবে, তখন আমরা দেখতে পাব যে একটি অলৌকিক কাজ করা ঠিক ততটাই সহজ যতট পরভাষায় প্রচার করা, অথবা পবিত্র আত্মার অন্যান্য উপহারের দ্বারা পরিচালিত হওয়া।

দ্রষ্টব্য: এ.এল এবং জয়েস গিলের দ্বারা লিখিত পবিত্র আত্মার উপহারের মাধ্যমে অতিপ্রাকৃত জীবনযাপন পুস্তকে পবিত্র আত্মার উপহারের বিষয়ে আরও গভীর অধ্যায়ন করা হয়েছে।

পুনরালোচনার জন্য প্রশ্নাবলী

১। পবিত্র আত্মা কে এবং তিনি আমাদের জীবনে কি করেন তা বর্ণনা করুন।

২। অসুস্থদের জন্য প্রার্থনা করার সময় আত্মাকে চিনে নেবার ক্ষমতা কীভাবে সহায়তা করে?

৩। আমরা আরোগ্যতার পরিচর্যা এবং সৃজনশীল পরাক্রম-কার্য করার সময় প্রজ্ঞার বাক্য এবং বিশ্বাসের উপহারের কার্যাবলী ব্যাখ্যা করুন।

দশম অধ্যায়

আরোগ্যতাকে গ্রহণ এবং ধরে রাখা

এই পাঠে, আমরা আরোগ্যতার প্রতিবন্ধকতা এবং কীভাবে আমাদের আরোগ্যতাকে ধরে রাখতে হবে সে বিষয়ে অধ্যয়ন করব। অনেক সময় যে বিষয়গুলী আমাদের আরোগ্যতা লাভ থেকে বিরত রাখে সেই জিনিসগুলি যদি একজন জীবনে বারবার ফিরে আসে তবে তার ফলে সেই ব্যক্তি তার আরোগ্যতাকে হারাতে পারে।

এই পাঠের প্রথম অংশে আমরা যে বিষয়গুলো পূর্বে শিখেছি তার পর্যালোচনা করা হয়েছে । এই সত্যগুলোকে আমাদের নিজেদের জীবনে কেন্দ্রভূত করার সময় এসেছে।

আরোগ্যতার বাঁধা

যখন একজন ব্যক্তি তার আরোগ্যতার প্রকাশকে পায় না, তখন তার একটি কারণ রয়েছে। সেই কারণকে জানার জন্য সেই ব্যক্তিকে প্রভুর সঙ্গে সময় কাটান উচিত। এই অনুসন্ধানের সময় তাকে অবশ্যই সতর্ক থাকতে হবে যাতে নিন্দাকে যেন গ্রহন না করে। ঈশ্বর নিন্দা করেন না। তিনি তাঁর ধার্মিকতায় সংশোধন করেন এবং নির্দেশ দেন কারণ তিনি আমাদেরকে তাঁর পুত্রের প্রতিমূর্তির অনুরুপ করছেন।

আপনি যদি এখনই আরোগ্যতার জন্য ঈশ্বরকে বিশ্বাস করেন তবে এখানে থামুন এবং পবিত্র আত্মাকে আপনার কাছে প্রকাশ করতে বলুন কেন আপনি আপনার আরোগ্যতার প্রকাশকে পাননি। এই অধ্যায়নের দ্বারা ঈশ্বর আপনার কাছে যা প্রকাশ করছেন সেই বিষয়ে সত্বর কার্য করুন।

নিজেরদেরকে যে প্রশ্ন করতে হবে

® ক্ষমাহীন পাপ

∑ **আমার এবং ঈশ্বরের মধ্যে কি কোন ক্ষমাহীন পাপা বাঁধা সৃষ্টি করছে?**

পাপ আত্মাকে ক্ষতবিক্ষত করে এবং আমাদের শরীরে অসুস্থতা আনার জন্য দুর্বলতার আত্মার দরজাকে খুলে দেয়। ঈশ্বরের কাছে পরিচিত পাপ স্বীকার করা এবং তাঁর ক্ষমা পাওয়া হচ্ছে আরোগ্যতা গ্রহন করার জন্য প্রয়োজনীয়।

যাকোব ৫:১৫, ১৬ "তোমরা পৃথিবীতে সুখভোগ ও বিলাস করিয়াছ, তোমরা হত্যার দিনে আপন আপন হৃদয় তৃপ্ত করিয়াছ।তোমরা ধার্ম্মিককে দোষী করিয়াছ, বধ করিয়াছ; তিনি তোমাদের প্রতিরোধ করেন না।

ক্ষমাহীন পাপ অসুস্থতাকে ধরে রাখে। শয়তান আমাদের কাছ থেকে এই পাপকে লুকাতে চেষ্টা করতে পারে. আমরা এটিকে

যুক্তিযুক্ত করার চেষ্টা করতে পারি, কিন্তু অসুস্থতা থেকে যায়। ঈশ্বরের ক্ষমা পাওয়ার জন্য আমাদের অবশ্যই ঈশ্বরের কাছে এই পাপগুলী স্বীকার করতে হবে।

মথি ৯:১, ২, ৫-৭ " পরে তিনি নৌকায় উঠিয়া পার হইলেন, এবং নিজ নগরে আসিলেন। আর দেখ, কয়েকটী লোক তাঁহার নিকটে এক জন পক্ষাঘাতীকে আনিল, সে খাটের উপরে শয়ান ছিল। যীশু তাহাদের বিশ্বাস দেখিয়া সেই পক্ষাঘাতীকে কহিলেন, বৎস, সাহস কর, তোমার পাপ ক্ষমা হইল।

কারণ কোন্‌টা সহজ, 'তোমার পাপ ক্ষমা হইল' বলা, না 'তুমি উঠিয়া বেড়াও' বলা? কিন্তু পৃথিবীতে পাপ ক্ষমা করিতে মনুষ্যপুত্রের ক্ষমতা আছে, ইহা যেন তোমরা জানিতে পার, এই জন্য – তিনি সেই পক্ষাঘাতীকে বলিলেন – উঠ, তোমার শয্যা তুলিয়া লও, এবং তোমার ঘরে চলিয়া যাও। তখন সে উঠিয়া আপন গৃহে চলিয়া গেল।

যদি আমাদের জীবনে কোনো পাপ থেকে থাকে, তাহলে আমাদের তা ঈশ্বরের কাছে স্বীকার করতে হবে এবং ক্ষমা পেতে হবে।

১যোহন ১:৯ " যদি আমরা আপন আপন পাপ স্বীকার করি, তিনি বিশ্বস্ত ও ধার্ম্মিক, সুতরাং আমাদের পাপ সকল মোচন করিবেন, এবং আমাদিগকে সমস্ত অধার্ম্মিকতা হইতে শুচি করিবেন।

® অন্যদের প্রতি ক্ষমাহীনতা

∑ আমি কি প্রত্যেক ব্যক্তিকে ক্ষমা করেছি যারা আমাকে আঘাত করেছে? আমি কি নিজেকে ক্ষমা করেছি? আমি কি ঈশ্বরকে ক্ষমা করেছি?

বছরের পর বছর ধরে লোকেদের পরিচর্যা করার সময়, এবং অন্যান্য পরিচর্যাকারীর সাথে কথা বলার সময়, আমরা দেখেছি যে একজন ব্যক্তির আরোগ্যতা না হওয়ার প্রাথমিক কারণ হল ক্ষমাহীনতা।

নিজেকে ক্ষমা করার চেয়ে অন্যকে ক্ষমা করা সহজ। আমরা লোকেদের এমন কথা বলতে শুনি, "আমি কীভাবে এত বোকা হতে পারি। কেন আমি নিজেকে এই পরিস্থিতিতে পড়তে দিলাম?" কত বার আমরা অন্যদের দোষ দিই এবং নিজেদের পরিপূর্ণতার আশা করি।

নিজেকে ক্ষমা কর!

যখন কিছু ভয়ানক ঘটনা ঘটে, মানুষ প্রায়ই ঈশ্বরকে দোষারোপ করে বলে, "কেন ঈশ্বর আমাকে এমন হতে দিলেন? তিনি ত ঈশ্বর! তিনি এটা বন্ধ করতে পারতেন!"

যদি এটি আপনার পরিস্থিতিতে সত্য হয়, তাহলে ঈশ্বরের কাছে আপনার অনুভূতি সৎভাবে স্বীকার করুন। তিনি ইতিমধ্যে জানেন আপনি কেমন অনুভব করছেন।

বলুন, "ঈশ্বর, আমি ভুল বুঝেছি। আমি জানি তুমিই প্রেমের ঈশ্বর। আমি জানি আপনি আমাকে কল্পনা করার চেয়েও বেশি ভালোবাসেন। এখন, আমি বুঝতে পেরেছি যে আমার সমস্যার জন্য আপনি নয় বরং শয়তান হল দায়ী। আমি তোমার বিরুদ্ধে এটা ধরে রেখেছি। কিন্তু এখন আমি তোমাকে ক্ষমা করে দিয়েছি এবং তোমার কাছে এই সমস্ত নেতিবাচক অনুভূতিকে ছেড়ে দিচ্ছি।"

মার্ক ১১:২৪, ২৫ "এই জন্য আমি তোমাদিগকে বলি, যাহা কিছু তোমরা প্রার্থনা ও যাচ্ঞা কর, বিশ্বাস করিও যে, তাহা পাইয়াছ, তাহাতে তোমাদের জন্য তাহাই হইবে।25আর তোমরা যখনই প্রার্থনা করিতে দাঁড়াও, যদি কাহারও বিরুদ্ধে তোমাদের কোন কথা থাকে, তাহাকে ক্ষমা করিও"।

® অযোগ্যতা, অপরাধবোধ, নিন্দা

∑ আমি কি অযোগ্যতা, অপরাধবোধ এবং নিন্দার অনুভূতিকে ধরে রেখেছি যা ঈশ্বরের কাছ থেকে আরোগ্যতা পাওয়া থেকে বিরত করে রেখেছে?

শয়তানের সবচেয়ে সূক্ষ্ম এবং বিপজ্জনক অস্ত্রগুলির মধ্যে কয়েকটি হল অযোগ্যতা, অপরাধবোধ এবং নিন্দার চিন্তা। পাপের স্বীকারোক্তি এবং বিশ্বাসের মাধ্যমে ক্ষমা লাভের দ্বারা অপরাধবোধ থেকে মুক্তি পাওয়া যায় । যদি অপরাধবোধের অনুভূতি অব্যাহত থাকে, তবে তা শয়তান থেকে অযোগ্যতা এবং নিন্দার অনুভূতি আমাদের জীবনে থেকে যায় ।

আমাদের যোগ্যতা যীশুর মাধ্যমে হয়ে থাকে। আমরা তাঁর মধ্যে ঈশ্বরের ধার্মিকতা লাভ করি. আমরা যীশুর কারণে পিতা ঈশ্বরের সম্মুখে দাঁড়িয়ে আছি।

নিজেকে অযোগ্য বোধ করা হল যীশুর মুক্তির কাজ, তাঁর ধার্মিকতা এবং তাঁর মধ্যে আমাদের অবস্থানকে অস্বীকার করা।

রোমীয় ৮:১ " অতএব এখন, যাহারা খ্রীষ্ট যীশুতে আছে, তাহাদের প্রতি কোন দণ্ডাজ্ঞা নাই।

২ করিন্থিয় ৫:২১ " যিনি পাপ জানেন নাই, তাঁহাকে তিনি আমাদের পক্ষে পাপস্বরূপ করিলেন, যেন আমরা তাঁহাতে ঈশ্বরের ধার্ম্মিকতা-স্বরূপ হই।

এইসব অনুভূতিগুলি প্রত্যাখ্যান করুন। ঈশ্বরের বাক্যকে ঘোষণা করা শুরু করুন এবং আত্মায় শক্তিশালী হয়ে উঠুন।

® মিথ্যা আশা

আমি কি একটি মিথ্যা আশা, বা একটি বিভ্রম যে ভবিষ্যতে আমি সুস্থ হয়ে উঠব সেটিকে বিশ্বাসের জায়গা নিতে দিচ্ছি?

একটি সত্য আশা আছে যা বিশ্বাসের আগে আগে চলে। যে আমরা ভবিষ্যতে যা আশা করি তার প্রকাশ আমরা পাব।

আমরা যখন ঈশ্বরের বাক্য শুনি বা পড়ি, তখন আমরা হতাশা থেকে আশায় উদ্বুদ্ধ হব। যাইহোক, যদি আমরা আশা থেকে বিশ্বাসের দিকে অগ্রসর না হই, তবে তা মিথ্যা আশায় পরিণত হতে পারে।

ইব্রীয় ১১:১ " আর বিশ্বাস প্রত্যাশিত বিষয়ের নিশ্চয়জ্ঞান, অদৃশ্য বিষয়ের প্রমাণ প্রাপ্তি।

যখন আমরা আমাদের আরোগ্যতার জন্য আশা করি, এর অর্থ হল আমরা এখনও আরোগ্যতার জন্য বিশ্বাস প্রাপ্ত পাইনি, কিন্তু আমরা ভবিষ্যতে এটি পাওয়ার আশা করে থাকি।

কখনও কখনও একজন ব্যক্তি বিশ্বাস করে যে সে ভবিষ্যতে কোন ঘটনা বা সময়ে সুস্থ হবে। প্রায়শই তারা নিজেদের উপর অবাস্তব প্রত্যাশাকে চাপিয়ে দেয় এবং তারপর স্ব-নিন্দার দ্বারা পরিচালিত হয়।

মিথ্যা আশা যা বিশ্বাসে অগ্রসর হয় না তা হল একটি বিভ্রম। এটি আরোগ্যতার জন্য একটি বাঁধা যেটি শয়তান চায় আপনি গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করুন।

® মিথ্যা শিক্ষা

অতীতে প্রাপ্ত মিথ্যা শিক্ষার বীজ কি আমাকে সুস্থ হওয়া থেকে বিরত রাখছে?

ঈশ্বরের বাক্যের বিপরীত শিক্ষা, বা ভাল শিক্ষার অভাব শয়তানকে খ্রীষ্টীয় বিশ্বাসীদের অধিকারকে চুরি করার সুযোগ দেয়। মিথ্যা শিক্ষা বলেঃ

® অসুস্থতা হল ঈশ্বরের ইচ্ছা।

® ব্যাথা আপনাকে ধৈর্য ধরতে শেখায়।

® অসুস্থতা আপনাকে ঈশ্বরের নিকটবর্তী নিয়ে আসে।

® দুঃখভোগ ঈশ্বরের গৌরবকে নিয়ে আসে।

আপনি যে মিথ্যা শিক্ষা পেয়েছেন তা বলুন, “আমি আজকে..... প্রত্যাখ্যান করছি। আমি ঈশ্বরের বাক্যের পরিপন্থী প্রতিটি চিন্তাকে আমার থেকে বেরিয়ে আসার আদেশ দিচ্ছি”।

® সন্দেহ এবং অবিশ্বাস

∑ **আমি কি হৃদয়ে অবিশ্বাসকে ধরে রেখেছি?**

অবিশ্বাস অতীতের শিক্ষা থেকে, আমাদের জীবনে অমীমাংসিত পাপ থেকে, অথবা অতীতে আমাদের আরোগ্যতার জন্য ঈশ্বরকে বিশ্বাস করার চেষ্টা করার সময় হতাশার সময় থেকেও আসতে পারে। অবিশ্বাস হল বিশ্বাসের বিপরীত।

আমরা যদি অবিশ্বাসের সাথে যুদ্ধ করি তবে আমরা প্রার্থনা করতে পারি, "প্রভু আমার অবিশ্বাসকে পরিবর্তন করুন!" এবং তারপর ঈশ্বরের বাক্য আরোগ্যতা সম্পর্কে যা বলে তা ধ্যান করুন।

মার্ক ৯:২৪ ” অমনি সেই বালকের পিতা চেঁচাইয়া অশ্রুপাতপূর্ব্বক বলিয়া উঠিল, বিশ্বাস করিতেছি, আমার অবিশ্বাসের প্রতীকার করুন।

® প্রাকৃতিক ইন্দ্রিয়ের প্রতি বিশ্বাস

∑ **আমি কি ঈশ্বরের বাক্য বিশ্বাস করার পরিবর্তে আমার স্বাভাবিক ইন্দ্রিয়কে বিশ্বাস করছি?**

আমাদের প্রাকৃতিক ইন্দ্রিয় দিয়ে, আমরা যা দেখতে, শুনতে, স্পর্শ করতে, গন্ধ বা স্বাদ পেতে পারি তা বিশ্বাস করি। আমাদের অবশ্যই বুঝতে হবে যে ঈশ্বরের বাক্যের প্রকাশ আমরা যা কিছু অনুভব করি তার চেয়ে বেশি বাস্তব এবং সত্য। থোমার সন্দেহের বিষয়টি বিবেচনা করা যাক।

যোহন ২০:২৪-২৮ ” যীশু যখন আসিয়াছিলেন, তখন থোমা, সেই বারো জনের এক জন, যাঁহাকে দিদুমঃ বলে, তিনি তাঁহাদের সঙ্গে ছিলেন না। অতএব অন্য শিষ্যেরা তাঁহাকে কহিলেন, আমরা প্রভুকে দেখিয়াছি। কিন্তু তিনি তাঁহাদিগকে বলিলেন, আমি যদি তাঁহার দুই হাতে প্রেকের চিহ্ন না দেখি, ও সেই প্রেকের স্থানে আমার অঙ্গুলি না দিই, এবং তাঁহার কুক্ষিদেশ মধ্যে আমার হাত না দিই, তবে কোন মতে বিশ্বাস করিব না।

আট দিন পরে তাঁহার শিষ্যগণ পুনরায় গৃহ-মধ্যে ছিলেন, এবং থোমা তাঁহাদের সঙ্গে ছিলেন। দ্বার সকল রুদ্ধ ছিল, এমন সময়ে যীশু আসিলেন, মধ্যস্থানে দাঁড়াইলেন, আর কহিলেন, তোমাদের শান্তি হউক। পরে তিনি থোমাকে কহিলেন, এ দিকে তোমার অঙ্গুলি বাড়াইয়া দেও, আমার হাত দুখানি দেখ, আর তোমার হাত বাড়াইয়া দেও, আমার কুক্ষিদেশ মধ্যে দেও; এবং অবিশ্বাসী

হইও না, বিশ্বাসী হও। থোমা উত্তর করিয়া তাঁহাকে কহিলেন, প্রভু আমার, ঈশ্বর আমার!

থোমার কাছে যীশুর উত্তর আজও আমাদের কাছে সর্বশ্রেষ্ঠ উত্তর!

২৯পদ যীশু তাঁহাকে বলিলেন, তুমি আমাকে দেখিয়াছ বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছ? ধন্য তাহারা, যাহারা না দেখিয়া বিশ্বাস করিল।

প্রার্থনা করুন, "প্রভু, আমি যা দেখতে, শুনতে, স্পর্শ করতে, ঘ্রাণ করতে বা স্বাদ করতে পারি তার চেয়ে আপনার বাক্য যা শেখায় তা আমার কাছে আরও বাস্তব হোক। আমাকে আরও বেশি করে আত্মার রাজ্যে অগ্রসর করুন এবং আপনার বাক্যকে আরও বেশি বিশ্বাস করতে সাহায্য করুন!"

যুদ্ধের জন্য সশস্ত্র হয়ে আরোগ্যতাকে ধরে রাখুন

শত্রুকে চেনা

শয়তান হল ডাকাত ও চোর। সে আমাদের স্বাস্থ্যের শত্রু।

যোহন ১০:১০ " চোর আইসে, কেবল যেন চুরি, বধ ও বিনাশ করিতে পারে; আমি আসিয়াছি, যেন তাহারা জীবন পায় ও উপচয় পায়।

শয়তান একটি গর্জনকারী সিংহের মতো আসে যা ধ্বংস করতে চায়।

১পিতর ৫:৮, ৯ " তোমরা প্রবুদ্ধ হও, জাগিয়া থাক; তোমাদের বিপক্ষ দিয়াবল, গর্জ্জনকারী সিংহের ন্যায়, কাহাকে গ্রাস করিবে, তাহার অন্বেষণ করিয়া বেড়াইতেছে। তোমরা বিশ্বাসে অটল থাকিয়া তাহার প্রতিরোধ কর; তোমরা জান, জগতে অবস্থিত তোমাদের ভ্রাতৃবর্গেও সেই প্রকার নানা দুঃখভোগ সম্পন্ন হইতেছে।

শয়তান আমাদের শরীর, আত্মা এবং মনের শত্রু। আমাদের অবশ্যই তার কৌশলকে চিনতে হবে এবং তাকে আমাদের জীবনে পরাজিত করে রাখতে হবে।

প্রভুতে শক্তিশালী হও

আমাদের অবশ্যই প্রভুতে শক্তিশালী হতে শিখতে হবে, আমাদের বর্ম পরিধান করতে হবে, সতর্ক থাকতে হবে, প্রতিটি যুদ্ধ জয়ের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। মহান যোদ্ধা, প্রেরিত পৌল, এই বিষয়ে আমাদের লিখেছিলেন।

ইফিষীয় ৬:১০–১৩ " শেষ কথা এই, তোমরা প্রভুতে ও তাঁহার শক্তির পরাক্রমে বলবান্ হও। ঈশ্বরের সমগ্র যুদ্ধসজ্জা পরিধান

কর, যেন দিয়াবলের নানাবিধ চাতুরীর সম্মুখে দাঁড়াইতে পার। কেননা রক্তমাংসের সহিত নয়, কিন্তু আধিপত্য সকলের সহিত, কর্ত্তৃত্ব সকলের সহিত, এই অন্ধকারের জগৎপতিদের সহিত, স্বর্গীয় স্থানে দুষ্টতার আত্মাগণের সহিত আমাদের মল্লযুদ্ধ হইতেছে। এই জন্য তোমরা ঈশ্বরের সমগ্র যুদ্ধসজ্জা গ্রহণ কর, যেন সেই কুদিনে প্রতিরোধ করিতে এবং সকলই সম্পন্ন করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে পার।

শয়তানের তীরগুলোকে প্রতিরোধ করা

শয়তান ব্যথা, উপসর্গ, নেতিবাচক চিন্তা এবং সন্দেহের জ্বলন্ত তীর ব্যবহার করে আমাদের স্বাস্থ্য কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করে।

ইফিষীয় ৬:১৬ " এই সকল ছাড়া বিশ্বাসের ঢালও গ্রহণ কর, যাহার দ্বারা তোমরা সেই পাপাত্মার সমস্ত অগ্নিবাণ নির্ব্বাণ করিতে পারিবে"।

শয়তানের আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য আমাদের বিশ্বাসের ঢাল দেওয়া হয়েছে। ব্যথা, লক্ষণ এবং সন্দেহের নেতিবাচক চিন্তা আমাদের ধ্বংস করতে পারে না যদি আমরা সাহসের সাথে আমাদের বিশ্বাসের ঢাল ব্যবহার করি।

® নেতিবাচক চিন্তা

আমাদের অবশ্যই আমাদের চিন্তাভাবনাগুলির দিকে নজর রাখতে হবে এবং মনে সন্দেহ স্থির হতে দেওয়া চলবে না। এটি করার সর্বোত্তম উপায় হল আমাদের দৃষ্টি যীশুর উপর স্থির রাখা।

মথি ১৪:২৭-৩১ " কিন্তু যীশু তখনই তাঁহাদের সহিত কথা কহিলেন, বলিলেন, সাহস কর, এ আমি, ভয় করিও না। তখন পিতর উত্তর করিয়া তাঁহাকে কহিলেন, হে প্রভু, যদি আপনি হন, তবে আমাকে জলের উপর দিয়া আপনার নিকটে যাইতে আজ্ঞা করুন। তিনি বলিলেন, আইস; তাহাতে পিতর নৌকা হইতে নামিয়া জলের উপর দিয়া হাঁটিয়া যীশুর কাছে চলিলেন। কিন্তু বাতাস দেখিয়া তিনি ভয় পাইলেন, এবং ডুবিয়া যাইতে যাইতে উচ্চৈঃস্বরে ডাকিয়া কহিলেন, হে প্রভু, আমায় রক্ষা করুন। তখনই যীশু হাত বাড়াইয়া তাঁহাকে ধরিলেন, আর তাঁহাকে কহিলেন, হে অল্পবিশ্বাসি, কেন সন্দেহ করিলে?

যখন আমরা আমাদের অনুভূতি, আমাদের ভয়, নেতিবাচক উপস্থিতি বা অন্যদের কথা দ্বারা প্রভাবিত হতে শুরু করি, তখন আমরা নিরাশার মধ্যে ডুবে যেতে থাকি।

® দুশ্চিন্তা

দুশ্চিন্তাও হল সন্দেহের মতো, বিশ্বাসের বিপরীত। একজন ব্যক্তি একই সময়ে বিশ্বাস এবং দুশ্চিন্তা নিয়ে চলতে পারে না! দুশ্চিন্তা হল পাপ।ঈশ্বরের বাক্যকে সত্য না বিশ্বাস করাই হল আসলে দুশ্চিন্তা।

লুক ১২:২২, ২৯ " পরে তিনি আপন শিষ্যগণকে কহিলেন, এই কারণ আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, 'কি ভোজন করিব' বলিয়া প্রাণের বিষয়ে, কিম্বা 'কি পরিব' বলিয়া শরীরের বিষয়ে ভাবিত হইও না। আর, কি ভোজন করিবে, কি পান করিবে, এ বিষয়ে তোমরা সচেষ্ট হইও না, এবং সন্দিগ্ধচিত্ত হইও না"।

® সেগুলিকে প্রত্যাখান করা

আমাদের অবশ্যই নেতিবাচক চিন্তাভাবনাগুলীকে অবিলম্বে প্রত্যাখ্যান করতে শিখতে হবে। আমরা যেন ইচ্ছাকৃতভাবে অসুস্থতা এবং রোগের চিন্তা প্রত্যাখ্যান করতে পারি। পৌল লিখেছিলেন যে আমাদের প্রত্যেকটি চিন্তাকে যীশুর কাছে বন্দী করে আনতে হবে।

২ করিন্থিয় ১০:৩-৫ " আমরা মাংসে চলিতেছি বটে, কিন্তু মাংসের বশে যুদ্ধযাত্রা করিতেছি না; কারণ আমাদের যুদ্ধের অস্ত্রশস্ত্র মাংসিক নহে, কিন্তু দুর্গসমূহ ভাঙ্গিয়া ফেলিবার জন্য ঈশ্বরের সাক্ষাতে পরাক্রমী। আমরা বিতর্ক সকল এবং ঈশ্বর-জ্ঞানের বিরুদ্ধে উত্থাপিত সমস্ত উচ্চ বস্তু ভাঙ্গিয়া ফেলিতেছি, এবং সমুদয় চিন্তাকে বন্দি করিয়া খ্রীষ্টের আজ্ঞাবহ করিতেছি"।

আমাদের অবশ্যই সর্বদা আমাদের চিন্তাভাবনা রক্ষা করতে হবে এবং খ্রীষ্টের চিন্তাধারার সাথে চুক্তি ও আনুগত্য রাখতে হবে যা আমাদের আরোগ্যতা এবং স্বাস্থ্য সম্পর্কিত তাঁর বাক্যের দ্বারা প্রকাশিত করা হয়েছে।

যেসব চিন্তা বা উপসর্গগুলি যা ঈশ্বরের বাক্যের সাথে একমত নয় সেগুলিকে প্রত্যাখ্যান করার জন্য আমাদের মনকে অবশ্যই শৃঙ্খলাবদ্ধ হতে হবে।

আমাদের অবশ্যই এমন চিন্তাভাবনা প্রত্যাখ্যান করতে হবে যা অসুস্থতাকে নিয়ে আসে যেমন "আমি মনে করি আমি জ্বরে কষ্ট পাচ্ছি।" এটা আমাদের পরাজিত করার জন্য শয়তানের কাছে দরজাকে খুলে দেয়। আমরা যখন শয়তানের ষড়যন্ত্রের বিষয়ে সতর্ক থাকি, তখন আমরা আমাদের স্বাস্থ্যকে বজায় রাখতে পারি।

বীজ বপনকারীর দৃষ্টান্তে, আমাদের সতর্ক করা হয়েছে যে আমরা আমাদের হৃদয়ে বাক্যের বীজ পাওয়ার পরে, শয়তান, মাঠের পাখিদের মত, অবিলম্বে চুরি করতে আসবে।

মার্ক ৪:৩, ৪, ১৪-১৭ " শুন; দেখ, বীজবাপক বীজ বপন করিতে গেল; বপনের সময়ে কতক বীজ পথের পার্শ্বে পড়িল, তাহাতে পক্ষীরা আসিয়া তাহা খাইয়া ফেলিল।

এই দৃষ্টান্তির ব্যাখ্যা করে যীশু বললেন,

সেই বীজবাপক বাক্য-বীজ বুনে। পথের পার্শ্বে যাহারা, তাহারা এমন লোক যাহাদের মধ্যে বাক্য-বীজ বুনে যায়; আর যখন তাহারা শুনে তৎক্ষণাৎ শয়তান আসিয়া, তাহাদের মধ্যে যাহা বপন করা হইয়াছিল, সেই বাক্য হরণ করিয়া লইয়া যায়। আর সেইরূপ যাহারা পাষাণময় ভূমিতে উপ্ত, তাহারা এমন লোক, যাহারা বাক্যটী শুনিয়া তৎক্ষণাৎ আহ্লাদপূর্ব্বক গ্রহণ করে; আর তাহাদের অন্তরে মূল নাই, কিন্তু তাহারা অল্প কালমাত্র স্থির থাকে, পরে সেই বাক্য হেতু ক্লেশ কিম্বা তাড়না ঘটিলে তৎক্ষণাৎ বিঘ্ন পায়।

যীশু সতর্ক করেছিলেন যে একবার যখন আমরা তাঁর বাক্য থেকে কিছু সত্যকে পাব, তখন শয়তান অবিলম্বে তা চুরি করতে আসবে। যীশু এটাও স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন যে, শয়তানের পরিকল্পনা হল আমাদের ক্লেশ এবং নিপীড়নের দ্বারা আমাদের লুঠ করা।

ক্লেশ এবং নিপীড়ন

ক্লেশ এবং নিপীড়ন কি?

ওয়েবস্টারের অভিধান ক্লেশ বর্ণনা করার জন্য দুর্দশা, দুঃখ, দুঃখ, নিপীড়ন, দুঃখ, যন্ত্রণা এবং পরীক্ষার মতো বাক্য ব্যবহার করে। এটি বলে যে নিপীড়ন অবিরাম, অনাকাঙ্ক্ষিত বিশেষ করে ধর্মের কারণে মনোযোগ, ব্যথা, শাস্তি বা মৃত্যু।

শয়তান জানে যে যদি একজন ব্যক্তির জীবনে ঈশ্বরের বাক্য থাকতে দেওয়া হয়, তাহলে সে তাদের পরাজিত করতে পারবে না। তাই সে তাদের সেই নির্দিষ্ট বাক্যটিকে সন্দেহ করার জন্য বিভিন্ন উপায় গ্রহন করে থাকে।

যদি একজন ব্যক্তি আরোগ্যতা সম্পর্কিত ঈশ্বরের বাক্য পেয়ে থাকে এবং তার শরীরে আরোগ্যতার প্রকাশ পায়, তবে শয়তান প্রায়শই তার ব্যাথা এবং উপসর্গের জ্বলন্ত তীরগুলি নিক্ষেপ করে।

সে তাদের মনে অসুস্থতা ফিরে আসার নেতিবাচক কল্পনার জ্বলন্ত তীর বসানোর চেষ্টা করে।

দারুণ ঝড়

যীশু একটি নৌকায় বসে ছিলেন যখন তিনি সমুদ্রের ধারে জড়ো হওয়া এক বিরাট জনতাকে বীজ বপনকারীর দৃষ্টান্ত শিখিয়েছিলেন। তিনি লোকদের সতর্ক করেছিলেন যে শয়তান তাদের থেকে বাক্যের বীজকে হরন করতে আসবে।

পরে একই দিন, তারা যখন ওপারে যাচ্ছিল, তখন তিনি নৌকার পিছনে ঘুমাতে গেলেন।

মার্ক ৪:৩৭-৩৯ " পরে ভারী ঝড় উঠিল, এবং তরঙ্গমালা নৌকায় এমনি আঘাত করিল যে, নৌকা জলে পূর্ণ হইতে লাগিল। তখন তিনি নৌকার পশ্চাদ্‌ভাগে বালিশে মাথা দিয়া নিদ্রিত ছিলেন; আর তাঁহারা তাঁহাকে জাগাইয়া কহিলেন, হে গুরু, আপনার কি চিন্তা হইতেছে না যে, আমরা মারা পড়িলাম? তখন তিনি জাগিয়া উঠিয়া বাতাসকে ধমক্ দিলেন, ও সমুদ্রকে বলিলেন, নীরব হও, স্থির হও; তাহাতে বাতাস থামিল, এবং মহাশান্তি হইল"।

® বাক্যের জন্য আসে

ক্লেশ এবং নিপীড়ন একটি বৃহৎ ঝড় রুপে বর্ণিত করা হয়েছে। যীশু যেমন বলেছিলেন, শয়তান অবিলম্বে তাদের হৃদয় থেকে বাক্যের বীজ চুরি করার জন্য আসবে। দৃষ্টান্তের মতো, বিশ্বাসে কাজ করার পরিবর্তে এবং নিজেরাই ঝড়ের সাথে কথা বলার পরিবর্তে, তারা ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেছিল।

এই জেলেরা, নদীতে ঘন ঘন ঝড়ো হাওয়া মোকাবিলায় অভিজ্ঞ, তারাই আতঙ্কিত এবং ভয় পেয়েছিল যে তারা ডুবে যাবে। তারা ক্ষুব্ধ ছিল কারণ যীশু ঘুমিয়ে ছিলেন এবং তাদের অবস্থা সম্পর্কে উদাসীন ছিলেন। তারা যীশুকে জাগ্রত করেছিল এবং তাঁকে অভিযুক্ত করেছিল, "গুরু, আমরা ধ্বংস হয়ে যাচ্ছি, আপনি কি আমাদের চিন্তা করেন না?

সম্ভবত, আমরা ঈশ্বরের কাছে কান্নাকাটি করে অসুস্থতা, ব্যাধি এবং বেদনার ক্লেশ এবং তাড়নায় বলি "আমি ধ্বংস হয়ে যাচ্ছি, আপনি কি চিন্তা করেন না? আপনি আমার উপসর্গের জন্য চিন্তা করেন না? সম্ভবত, আমরা প্রাথমিক শিষ্যদের মতই ক্ষুব্ধ হয়ে যাই এবং আমাদের সাথে এটি ঘটতে দেওয়ার জন্য ঈশ্বরকে দোষারোপ করে থাকি। তা করার মাধ্যমে, আমরাও শয়তানকে আমাদের হৃদয় থেকে বাক্যের বীজ চুরি করার অনুমতি দিয়ে থাকি।

® '' শান্তি হোক'

মার্ক ৪:৩৯-৪১ '' তখন তিনি জাগিয়া উঠিয়া বাতাসকে ধমক্ দিলেন, ও সমুদ্রকে বলিলেন, নীরব হও, স্থির হও; তাহাতে বাতাস থামিল, এবং মহাশান্তি হইল। পরে তিনি তাঁহাদিগকে কহিলেন, তোমরা এরূপ ভীরু হও কেন? এ কেমন, তোমাদের বিশ্বাস নাই? তাহাতে তাঁহারা অতিশয় ভীত হইয়া পরস্পর কহিতে লাগিলেন, ইনি তবে কে যে, বায়ু এবং সমুদ্রও ইহাঁর আজ্ঞা মানে?

শয়তান যদি আমাদের প্রাপ্ত বাক্য চুরি করতে পারে, তবে সে আমাদের মধ্যে অসুস্থতা এবং রোগের লক্ষণগুলিও ফিরিয়ে আনতে পারে।

শয়তান যখন আমাদের জীবনের বিরুদ্ধে ঝড় নিয়ে আসে, তখন আমাদের, যীশুর মতো, আমাদের নৌকায় উঠে দাঁড়াতে হবে এবং সাহসের সাথে, আত্মবিশ্বাসের সাথে ঈশ্বরের বাক্যকে বলতে হবে। আমরা যখন তা করব, তখন আমাদের বিশ্বাস বৃদ্ধি পাবে।আমাদের নিজের জীবনে ঈশ্বরের বাক্যকে প্রমাণ করব এবং বিশ্বাসে আরও বেশী শক্তিশালী হয়ে উঠব!

আমাদের সিদ্ধান্ত

যে মুহূর্তে নিপীড়ন এবং ক্লেশের জ্বলন্ত তীর আসে, আমাদের অবশ্যই সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

- ® আমরা কি ঈশ্বরের বাক্য, নাকি আমাদের ঐতিহ্যগত বিশ্বাসকে বিশ্বাস করি?
- ® আমরা কি ঈশ্বরের বাক্য বিশ্বাস করি, নাকি আমাদের উপসর্গগুলীকে বিশ্বাস করি?
- ® আমরা কি ঈশ্বরের বাক্য বিশ্বাস করি, নাকি আমাদের সন্দেহপ্রবণ বন্ধুদের কথায় বিশ্বাস করি?
- ® আমরা কি ঈশ্বরের বাক্য, নাকি ডাক্তারের রিপোর্টকে বিশ্বাস করি?

ডাক্তার, বন্ধু বা উপসর্গ যাই বলুক না কেন আমাদের নিজেদের মধ্যেই ঈশ্বরের বাক্যে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত নিতে হবে। আমরা এই মুহূর্তে, অন্যের বিশ্বাস, শিক্ষা, বা সাক্ষ্যের দ্বারা দাঁড়াতে পারি না। আমাদের নিজেদের বিশ্বাসের সাথে দৃঢ়ভাবে ঈশ্বরের বাক্যের উপর ভিত্তি করে দাঁড়াতে হবে।

জগতের যত্ন

যীশু আরও সতর্ক করেছিলেন, যদি আমরা এই জগতের চিন্তা, জাগতিক চিন্তাভাবনা এবং মনোভাব আমাদের মনে আসতে দেই তাহলে আমরা যে বাক্যটি পেয়েছি তা আমাদের জীবন থেকে চলে যেতে পারে ।

মার্ক ৪:১৯ " কিন্তু সংসারের চিন্তা, ধনের মায়া ও অন্যান্য বিষয়ের অভিলাষ ভিতরে গিয়া ঐ বাক্য চাপিয়া রাখে, তাহাতে তাহা ফলহীন হয়।

ঈশ্বরের বাক্যে ধ্যান করার মাধ্যমে আমাদের হৃদয়ের মাটিকে চাষ এবং জলযুক্ত রাখি, তাহলে আমাদের হৃদয় উর্বরভূমি হবে। এবং আমরা বিজয় এবং প্রচুর আশীর্বাদে জীবনযাপন করব।

মার্ক ৪:২০ " আর যাহারা উত্তম ভূমিতে উপ্ত, তাহারা এমন লোক, যাহারা সেই বাক্য শুনিয়া গ্রাহ্য করে, এবং কেহ ত্রিশ গুণ, কেহ ষাট গুণ, ও কেহ শত গুণ, ফল দেয়।

শয়তানকে কোন স্থান না দেওয়া

আমাদের জীবন থেকে পাপকে দূরে রেখে শয়তানকে কোনো সুযোগ দেব না।

"আর পাপ করিও না"

যীশু বৈথসদার পুকুরে যার মধ্যে আটত্রিশ বছর ধরে দুর্বলতার আত্মা ছিল সেই নপুংসক ব্যক্তিটিকে সুস্থ করার পর, তাকে একটি গুরুত্বপূর্ণ বার্তা দেওয়ার জন্য তাকে খুঁজছিলেন।

যোহন ৫:১৪ " তার পরে যীশু ধর্ম্মধামে তাহার দেখা পাইলেন, আর তাহাকে বলিলেন, দেখ, তুমি সুস্থ হইলে; আর পাপ করিও না, পাছে তোমার আরও অধিক মন্দ ঘটে।

যদি আমরা অস্বীকৃত পাপ ধরে রাখি, বা পাপের জন্য অনুতপ্ত না হই, তাহলে আমরা আমাদের উপর অসুস্থতা আনতে এবং আমাদের আরোগ্যতাকে ছিনিয়ে নিতে শয়তানকে জায়গা দিই।

ইফিষীয় ৪:২৭ " আর দিয়াবলকে স্থান দিও না।

দুর্বলতার আত্মাকে কোন স্থান দিও না

দুর্বলতার আত্মারা সর্বদা ফিরে আসার জন্য একটি সুযোগের সন্ধান করে।

মথি ১২:৪৩-৪৫ " আর অশুচি আত্মা যখন মনুষ্য হইতে বাহির হইয়া যায়, তখন জলবিহীন নানা স্থান দিয়া ভ্রমণ করতঃ বিশ্রামের অন্বেষণ করে, কিন্তু তাহা পায় না।তখন সে বলে, আমি যেখান হইতে বাহির হইয়া আসিয়াছি, আমার সেই গৃহে ফিরিয়া যাই; পরে সে আসিয়া তাহা শূন্য, মার্জ্জিত ও শোভিত

দেখে। তখন সে গিয়া আপনা হইতে দুষ্ট অপর সাত আত্মাকে সঙ্গে লইয়া আইসে, আর তাহারা সেই স্থানে প্রবেশ করিয়া বাস করে; তাহাতে সেই মনুষ্যের প্রথম দশা হইতে শেষ দশা আরও মন্দ হয়। এই কালের দুষ্ট লোকদের প্রতি তাহাই ঘটিবে।

গৃহকে পূর্ণ রাখুন

আমরা আমাদের ঘর, আমাদের দেহকে যেন পূর্ণ রাখতে পারি।

® যীশুতে

প্রকাশিত বাক্য ৩:২০ " দেখ, আমি দ্বারে দাঁড়াইয়া আছি, ও আঘাত করিতেছি; কেহ যদি আমার রব শুনে ও দ্বার খুলিয়া দেয়, তবে আমি তাহার কাছে প্রবেশ করিব, ও তাহার সহিত ভোজন করিব, এবং সেও আমার সহিত ভোজন করিবে।

® পবিত্র আত্মায়

১করিন্থিয় ৩:১৬ " তোমরা কি জান না যে, তোমরা ঈশ্বরের মন্দির, এবং ঈশ্বরের আত্মা তোমাদের অন্তরে বাস করেন?

® ঈশ্বরের বাক্যে

যোহন ১৫:৭ " তোমরা যদি আমাতে থাক, এবং আমার বাক্য যদি তোমাদিগেতে থাকে, তবে তোমাদের যাহা ইচ্ছা হয়, যাচ্ঞা করিও, তোমাদের জন্য তাহা করা যাইবে।

® বিশ্বাসে

১ যোহন ৫:৪ " কারণ যাহা কিছু ঈশ্বর হইতে জাত, তাহা জগৎকে জয় করে; এবং যে জয় জগৎকে জয় করিয়াছে, তাহা এই, আমাদের বিশ্বাস।

ঈশ্বরের নিখুঁত প্রকৃতি পাপ সহ্য করতে পারে না। আমরা যদি পাপকে আমাদের জীবনে চলতে দিই, তাহলে আমরা ঈশ্বরের সুরক্ষা থেকে নিজেদের সরিয়ে ফেলি এবং শয়তানের জন্য আমাদের স্বাস্থ্য এবং মানসিক শান্তি কেড়ে নেওয়ার দরজাকে খুলে দিই।

আপনার আরোগ্যতাকে ধরে রাখার যুদ্ধ!

বর্ম পরিধান করে থাকুন

আপনার বিশ্বাসের ঢালকে শক্ত রাখুন এবং শয়তানের সন্দেহ ও অবিশ্বাসের জ্বলন্ত তীর নিভানোর জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকুন।

স্বাস্থ্য হল ঈশ্বরের ইচ্ছা

আপনি সুস্থ হওয়ার জন্য ঈশ্বরের ইচ্ছাকে জেনে ঐশ্বরিক স্বাস্থ্যে চলতে পারেন।

প্রেরিত ১০:৩৮ " ফলতঃ নাসরতীয় যীশুর কথা, কিরূপে ঈশ্বর তাঁহাকে পবিত্র আত্মাতে ও পরাক্রমে অভিষেক করিয়াছিলেন; তিনি হিতকার্য্য করিয়া বেড়াইতেন, এবং দিয়াবল কর্ত্তৃক প্রপীড়িত সকল লোককে সুস্থ করিতেন; কারণ ঈশ্বর তাঁহার সহবর্ত্তী ছিলেন।

৩ যোহন ১:২ " প্রিয়তম, প্রার্থনা করি, যেমন তোমার প্রাণ কুশলপ্রাপ্ত, সর্ব্ববিষয়ে তুমি তেমনি কুশলপ্রাপ্ত ও সুস্থ থাক।

বিশ্বাসকে দৃঢ়রুপে ধরে রাখুন

আমরা যে বিশ্বাসকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করি তা অবশ্যই ধরে রাখতে হবে। আমরা যা স্বীকার করি তা হল, আমরা কীভাবে থাকি, আমরা কী করি এবং আমরা কী বলি।

ইব্রীয় ৪:১৪ " ভাল, আমরা এক মহান্ মহাযাজককে পাইয়াছি, যিনি স্বর্গ সকল দিয়া গমন করিয়াছেন, তিনি যীশু, ঈশ্বরের পুত্র; অতএব আইস, আমরা ধর্ম্মপ্রতিজ্ঞাকে দৃঢ়রূপে ধারণ করি।

রোমীয় ১০:৬-১০ " কিন্তু বিশ্বাসমূলক ধার্ম্মিকতা এইরূপ বলে, মনে মনে বলিও না, 'কে স্বর্গে আরোহণ করিবে?'–অর্থাৎ খ্রীষ্টকে নামাইয়া আনিবার জন্য–; অথবা 'কে অগাধলোকে নামিবে?'–অর্থাৎ মৃতদের মধ্য হইতে খ্রীষ্টকে ঊর্দ্ধে আনিবার জন্য।কিন্তু কি বলে? 'সেই বার্ত্তা তোমার নিকটবর্ত্তী, তোমার মুখে ও তোমার হৃদয়ে রহিয়াছে,' অর্থাৎ বিশ্বাসেরই সেই বার্ত্তা, যাহা আমরা প্রচার করি।কারণ তুমি যদি 'মুখে' যীশুকে প্রভু বলিয়া স্বীকার কর, এবং 'হৃদয়ে' বিশ্বাস কর যে, ঈশ্বর তাঁহাকে মৃতগণের মধ্য হইতে উত্থাপন করিয়াছেন, তবে পরিত্রাণ পাইবে।কারণ লোকে হৃদয়ে বিশ্বাস করে, ধার্ম্মিকতার জন্য, এবং মুখে স্বীকার করে, পরিত্রাণের জন্য।

আমাদের সতর্ক থাকতে হবে যেন আমাদের মুখের অযত্নে কথা বলে আমাদের সাক্ষ্য নষ্ট না হয়। আমরা সর্বদা ঈশ্বরের বাক্য যা বলে তা বলার মাধ্যমে আমরা বিশ্বাস এবং ঈশ্বরের বাক্যকে দৃঢ়ভাবে ধরে রাখি।

ঈশ্বরের বাক্যকে বলা

বিপরীত পরিস্থিতি থাকা সত্ত্বেও, বিশ্বাস করুন এবং ঈশ্বরের বাক্যে কথা বলা চালিয়ে যান।

যোয়েল ৩:১০খ " দুর্ব্বল বলুক, আমি বীর।

২ করিন্থিয় ৪:১৩ " পরন্তু বিশ্বাসের সেই আত্মা আমাদের আছে, যেরূপ লেখা আছে, "আমি বিশ্বাস করিলাম, তাই কথা কহিলাম; তেমনি আমরাও বিশ্বাস করিতেছি, তাই কথাও কহিতেছি"।

প্রথমে এটি অদ্ভুত এবং এমনকি কঠিন মনে হয়, কিন্তু আমরা যদি বাক্য বলার জন্য নিজেদেরকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করি এবং সন্দেহ না করি, তাহলে আমরা সেই বিজয়ে বাস করব যা খ্রীষ্টে আমাদের জন্য রয়েছে!

বিজয়ীদের চেয়ে বেশি হও!

আমাদের জানতে হবে আমরা বিজয়ীদের চেয়ে বেশি!

রোমীয় ৮:৩৭-৩৯ " কিন্তু যিনি আমাদিগকে প্রেম করিয়াছেন, তাঁহারই দ্বারা আমরা এই সকল বিষয়ে বিজয়ী অপেক্ষাও অধিক বিজয়ী হই।38কেননা আমি নিশ্চয় জানি, কি মৃত্যু, কি জীবন, কি দূতগণ, কি আধিপত্য সকল, কি উপস্থিত বিষয় সকল, কি ভাবী বিষয় সকল, কি পরাক্রম সকল,39কি ঊর্দ্ধ স্থান, কি গভীর স্থান, কি অন্য কোন সৃষ্ট বস্তু, কিছুই আমাদের প্রভু খ্রীষ্ট যীশুতে অবস্থিত ঈশ্বরের প্রেম হইতে আমাদিগকে পৃথক্ করিতে পারিবে না।

পরিস্থিতি, মন্দ আত্মা বা অন্য মানুষ, আমাদের ঈশ্বরের সুরক্ষা থেকে আলাদা করতে পারে না। আমরাই একমাত্র যারা নিজেদের আলাদা হতে পারি। বাক্যকে জানার এবং আমরা খ্রীষ্টে কারা তার দ্বারা, আমরা বিশ্বাস বজায় রাখতে পারি এবং সুস্থ থাকতে পারি।

মানুষের সুস্থ হওয়া, তাদের আরোগ্যতা বজায় রাখা এবং নিখুঁত স্বাস্থ্যে বসবাস করা ঈশ্বরের ইচ্ছা। আমাদের অবশ্যই ঈশ্বরের আধ্যাত্মিক যুদ্ধ এবং বিশ্বাসের পরিকল্পনা বুঝতে হবে এবং অনুসরণ করতে হবে। আমাদের সন্দেহ এবং পাপকে অবশ্যই এড়াতে হবে। বিশ্বাস করে, কথা বলে এবং ঈশ্বরের বাক্যে কাজ করে, আমরা শরীর ও আত্মায় সুস্বাস্থ্যের সাথে বসবাস করতে পারব!

পুনরালোচনার জন্য প্রশ্নাবলী

১। তিনটি জিনিস কী যা একজন ব্যক্তির আরোগ্যতায় বাধা সৃষ্টি করতে পারে এবং কীভাবে সেগুলিকে কাটিয়ে উঠতে হবে?

২। বীজবপক এবং ঝড়ের দৃষ্টান্তের মধ্যে সংযোগ কী এবং কীভাবে এটি আপনার সাথে সম্পর্কিত?

৩। কিভাবে আমাদের আরোগ্যতা বজায় রাখার জন্য শয়তানের সাথে লড়াই করতে পারি?

সম্পূর্ণ প্রশিক্ষন শ্রেণী

বাইবেল প্রশিক্ষন কেন্দ্রের জন্য চমৎকার বিষয় - বাইবেল স্কুল - সানডে স্কুল - শিক্ষা দল - এবং ব্যক্তিগত পাঠ

হোশেয়তে আমরা পড়ি যে, ''আমার লোকেরা ধ্বংস হয়ে গেছে জ্ঞানের অভাবে'' (৪:৬) । আমরা অনেক কিছু হারিয়েছি কারন আমরা জানি না ঈশ্বর আমাদের কি জোগান দিয়েছেন। আমরা বিশ্বাস করতে পারি না যেসব বিষয়ে আমরা জানি না ! এই প্রশিক্ষণ শ্রেণীটি তৈরি করা হয়েছে যাতে আমরা স্বাস্থ্য এবং শক্তি উভয় ক্ষেত্রেই ঈশ্বরের রাজ্যে বসবাস করতে পারি।

আমাদের একটি শক্তিশালী, অলৌকিক-কার্যকারী বিশ্বাসীদের দেহ হতে হবে। এই শক্তিশালী, ভিত্তিগত, ব্যবহারিক জীবন- পরিবর্তনশীল শ্রেণীটি এই উদ্দেশ্যে – পবিত্রগণকে পরিপক্ক করিবার নিমিত্ত লিখিত হয়েছে, যাতে পরিচর্যা- কাজ সাধিত হয়, যেন খ্রীষ্টের দেহকে গাঁথিয়া তোলা হয়, যাবৎ আমরা সকলে ঈশ্বরের পুত্র বিষয়ক বিস্বাসের ও তত্ত্বজ্ঞানের ঐক্য পর্যন্ত , সিদ্ধ পুরুষের অবস্থা পর্যন্ত, খ্রিষ্টের পূর্ণতার আকারের পরিমাণ পর্যন্ত, অগ্রসর না হই ...(ইফিসিয় ৪:১২-১৩) প্রত্যেক বিশ্বাসী যীশুর কাজ করছেন ।

আমরা আপনাকে এই ক্রমের বিষয়গুলি অধ্যয়ন করার পরামর্শ দিই ।

নতুন সৃষ্টির প্রতিমূর্তি - যীশুতে আমরা কে তা জানা

আমরা কার জন্য সৃষ্টি হয়েছি সেটা জানুন ! নতুন করে জন্ম নেওয়ার অর্থ কি । ধার্মিকতার এই উদঘাটন অপরাধবোধের চিন্তা , নিন্দা, হীনমনতা এবং অপ্রতুলতা থেকে বিজয় লাভ করে এবং খ্রীষ্টের প্রতিমূর্তির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করতে সাহায্য করে ।

বিশ্বাসীর কতৃত্ব - কিভাবে হারতে ভুলে জিততে শিখতে হবে

ঈশ্বর মানবজাতির জন্য তার চিরন্তন উদ্দেশ্য প্রকাশ করেছিলেন যখন তিনি বলেছিলেন, তাদের রাজত্ব হোক'' । আপনি একটি নতুন সাহসের সাথে হাঁটবেন । আপনি আপনার প্রতিদিনের জীবনে এবং পরিচর্যায় শয়তান এবং দৈত্য শক্তির উপর বিজয় লাভ করবেন ।

অতিপ্রাকৃত জীবন- পবিত্র আত্মার উপহারের মাধ্যমে

পবিত্র আত্মার সাথে একটি নতুন, ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন করুন । পবিত্র আত্মার নয়টি উপহারে কিভাবে কাজ করতে হয় তা আবিষ্কার করতে আপনাকে সাহায্য করবে । অধীর আগ্রহে , এই উপহারগুলি গ্রহণ করুন এবং যখন আপনি অতি প্রাকৃতিক নতুন জীবনে প্রবেশ করার সাথে সেগুলিকে প্রজ্বলিত করুন ।

বিশ্বাস- অতিপ্রাকৃত জীবনযাপন

আপনি কীভাবে বিশ্বাসের জগতে এগিয়ে যাবেন তা শিখুন। আপনি কিভাবে ঈশ্বরের জন্য শক্তিশালী কাজ করতে পারেন। বিশ্বাসীদের জন্য তাদের বিশ্বাসকে প্রকাশ করা, অতিপ্রাকৃত জগতে প্রবেশ করা, এবং সমস্ত বিশ্বকে ঈশ্বরের মহিমা দেখানোর সময় এসে গেছে!

সুস্থতার জন্য ঈশ্বরের সংস্থান - ঈশ্বরের সুস্থতার শক্তি পাওয়া এবং পরিচর্যা করা

বাক্যের সঠিক ভিত্তি স্থাপন করলে বিশ্বাস উদ্ভাসিত হয় যাতে কার্যকর ভাবে সুস্থতা গ্রহন এবং পরিচর্যা করা যায়। এটি যীশু এবং প্রেরিতদের পরিচর্যাকে বর্তমানের সুস্থতার জন্য একটি নমুনা হিসাবে উপস্থাপন করে।

স্তুতি এবং আরাধনা - ঈশ্বরের আরাধনাকারী হওয়া

প্রশংসা এবং উপাসনার দ্বারা ঈশ্বরের অনন্ত উদ্দেশ্য প্রকাশ পায়। উচ্চ প্রশংসার দ্বারা বিশ্বাসীরা বাইবেলের রোমাঞ্চকর অভিব্যক্তিতে প্রবেশ করে । কিভাবে অন্তরঙ্গ উপাসনার দ্বারা ঈশ্বরের অপ্রতিরোধ্য উপস্থিতিতে প্রবেশ করতে হয় তা আমাদের শেখায়।

গৌরব - ঈশ্বরের উপস্থিতি

কত আশ্চর্যকর দিনে আমরা বাস করছি! আমরা ঈশ্বরের মহিমা অনুভব করতে পারছি। তিনি আমাদের চারিদিকে প্রকাশিত হচ্ছেন। এই গৌরব কি এবং কিভাবে আপনি এটি অনুভব করতে পারেন তা জানুন।

আশ্চর্যজনক সুসমাচার প্রচার - সমস্ত জগতে পৌঁছানো হল ঈশ্বরের পরিকল্পনা

আমরা, প্রেরিত পুস্তকের মতো, আমাদের জীবনেও চিহ্ন কাজ, বিস্ময় এবং আরোগ্যতার অলৌকিক অভিজ্ঞতা লাভ করতে পারি। আমরা আমাদের মাধ্যমে অলৌকিক সুসমাচার প্রচারের মাধ্যমে শেষ সময়ের মহান ফসলের অংশ হতে পারি!

প্রার্থনা - স্বর্গকে পৃথিবীতে নামিয়ে আনা

কিভাবে আপনি ঈশ্বরের ইচ্ছা পৃথিবীতে সম্পন্ন করতে পারেন যেমনটা স্বর্গে হয়। মধ্যস্থতা, বাক্য প্রার্থনা, বিশ্বাস এবং চুক্তির প্রার্থনার মাধ্যমে, আপনি আপনার জীবন, এমনকি সমস্ত বিশ্বকে পরিবর্তন করতে পারেন।

বিজয়ী মণ্ডলী - প্রেরিত পুস্তকের দ্বারা

যীশু বলেছিলেন, "আমি আমার মণ্ডলী তৈরি করব এবং নরকের দরজাগুলি এর বিরুদ্ধে জয়লাভ করতে পারবে না।" এই শিক্ষায়, আপনি দেখতে পাবেন কিভাবে প্রেরিতের বইটি প্রথম দিকের মণ্ডলীর কাহিনী এটি হল বর্তমান যুগের মণ্ডলীর পুনরুদ্ধারের জন্য চিহ্ন।

পরিচর্যা উপহার - প্রেরিত, ভাববাদী, সুসমাচারপ্রচারকারী, পালক, শিক্ষক

যীশু মনুষ্যদের উপহার দিয়েছেন। খুঁজুন কিভাবে এই উপহারগুলি মণ্ডলীতে একসাথে প্রবাহিত হয় যাতে ঈশ্বরের লোকদের সেবার কাজের জন্য প্রস্তুত করা যায়। আপনার জীবনে ঈশ্বরের আহ্বান বুঝতে চেষ্টা করুন!

জীবনযাপনের নমুনা - পুরাতন নিয়ম থেকে

এই সাময়িক শিক্ষার মাধ্যমে ঈশ্বরের সমৃদ্ধ মৌলিক সত্যগুলি জীবিত হয়ে ওঠে। আসন্ন খ্রীষ্টের ভবিষ্যদ্বাণী, উৎসব, বলিদান এবং পুরাতন নিয়মের অলৌকিক ঘটনা, সবই ঈশ্বরের অনন্ত পরিকল্পনাকে প্রকাশ করে থাকে।

এ.ল এবং জয়েস গিল এর দ্বারা রচিত পুস্তক

রাজত্বের জন্য নির্ধারিত

বেড়িয়ে যাও! যীশুর নামে

প্রতারণার উপর বিজয়

পাঠের নির্দেশিকা

গৌরবের জন্য যুগান্তকারী

অন্যায় থেকে মুক্ত

সমস্ত পাঠলিপি, পুস্তক এবং পাঠের নির্দেশিকাগুলী বিনামূল্যে ডাউনলোড করুন www.gilministries.com থেকে

TRANSLATED BY: MRS. TAMASREE SENGUPTA SINGH